Approved as a Text-book by the Government of Bengal.

Vide, Calcutta Gazette, September 23, 1914.

কবিতা-রত্নাবলী

দ্বিতীয় ভাগ।

[কবিগণের চিত্র, সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রত্যেক কবিতার দুরূহ শব্দ ও শ্লোকের অর্থ, অনুশীলনী, গল্প-প্রসঙ্গ প্রভৃতি সহ]

কলিকাতা ওরিয়েন্টাল্ সেমিনারীর শিক্ষক

শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস-সঙ্কলিত।

Fourth Edition

(*Thoroughly Revised*).

Calcutta

C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS & PUBLISHERS.

58 & 12, WELLINGTON STREET

1916

Annas Ten only

Printed and published by B. K. Dass for S. C. Auddy & Co.
At the Wellington Printing Works
10, Haladhar Bardhan Lane, Calcutta

মূল্য আট আনা মাত্র। ভাল বাঁধাই দশ আনা।

PREFACE.

Poetry reflects the poet's heart. Noble sentiments uttered in the choicest language and concentrated into short, pithy, pregnant and melodious expressions form the chief material of poetry and, as such, at once captivate the human heart. The sentiments and their outer-garb, the language, come first, and the rhythm and melody next.

Poetry thus places at the student's disposal a vast stock of ideas and a beautiful, unique way of expressing them. The student commands brevity, the soul of beauty in language Considered from *the point of utility* therefore, mastery over poetry means mastery over language.

The present poetical compilation is inteded to help the *middle boys of our High Schools* to form an acquaintance with the best Bengali poets, ancient and modern, and to acquire, through this means, a knowledge of the Bengali language which is neither poor in ideas, nor lacking in melody. The compiler hopes, too, that the *moral gain* accruing to the student from a cultivation of poetry will be immeasurable.

In the following few pages have been introduced *Descriptive*, *Narrative*, *Reflective*, *Didactic* and *Lyrical* poems selected from the works of the celebrated masters of the Bengali Muse. These varieties will, it is hoped, familiarise the student with different poetical *moods* resulting in different *forms of expression*. They will teach him how *expression follows ideas and not vice-versâ*. They will enable the student to select expressions suiting ideas and will thus be a great aid to independent composition. Variety, moreover, will remove monotony, create novelty and uphold charm.

The pieces have been graduated in order of difficulty. Suggestive questions arising out of the subject-matter and on general composition have been appended to each piece, the object being simply to help both the teacher and the pupil in forming similar other questions. In the appendix notes, allusions, meanings of difficult words and expressions have been given. In a separate appendix will be found short

biographical sketches of the poets whose poems have been selected Know one's *writings* and judge *the man* The editor also believes in the maxim, equally if not more important, that to understand one's poetry we must first *know the man*.

In conclusion, the editor has the pleasing duty of recording his best thanks to the poets, publishers and friends without whose sympathy and co-operation it is very doubtful whether such a compilation could ever have been brought out. He will deem it sufficient recompense for his pains if the book serves at least a part of the purpose it has in view.

The 2nd January, 1913.

SECOND EDITION.

In this edition the book has been thoroughly revised Care has been taken to correct the misprints and inaccuracies of the former edition. Some less important pieces have been rejected. Some easy but popular pieces have been transferred to the **first part** of the book New pieces have been selected from the works of *five* well-known poets and room has been made for these selections Questions have been multiplied. The notes have been made more elaborate, greater stress having been laid on the philology of words. Critical notes also have not been lost sight of.

The compiler takes this opportunity to record his thanks to his sometime teacher, Babu **Panchanan Bhattacharya, B. A, B T** of the subordinate educational service, Bengal, to whose valuable suggestions he is mainly indebted for the improvements in this edition.

CALCUTTA :
The Oriental Seminary,
336, UPPER CHITPUR ROAD,
January, 1914.

S. K. B.

পুস্তকমধ্যে যে সকল কবীন্দ্রের কবিতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :—

১। শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল।
২। আনন্দচন্দ্র মিত্র।
৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
৪। শ্রীমতী কামিনী রায়।
৫। শ্রী কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
৬। কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
৮। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী।
৯। শ্রী গোবিন্দচন্দ্র রায়।
১০। শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।
১১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
১২। জয়গোপাল গোস্বামী।
১৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
১৪। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।
১৫। দীনেশচরণ বসু।
১৬। নবীনচন্দ্র দাস।
১৭। নবীনচন্দ্র সেন।
১৮। শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।
১৯। শ্রী প্রিয়ম্বদা হালদার।
২০। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
২১। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।
২২। মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
২৩। মনোমোহন বসু।
২৪। শ্রীমতী মানকুমারী।
২৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
২৬। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৭। শ্রী যোগীন্দ্রনাথ বসু।
২৮। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৯। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩০। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৩১। রামদাস সেন।
৩২। লোহারাম শিরোরত্ন।
৩৩। বরদাচরণ মিত্র।
৩৪। বলদেব পালিত।
৩৫। শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
৩৬। শ্রী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
৩৭। শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী।
৩৮। শ্রী সতীশচন্দ্র বর্ম্মন্।
৩৯। শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪০। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৪১। শ্রী হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।
৪২। হরিশ্চন্দ্র মিত্র।
৪৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পুস্তকশেষে কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল)।

চিত্রের সূচী।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।



সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী।

Ramani Mohan Sarkhel.

কবিতা-রত্নাবলী

দ্বিতীয় ভাগ।

—•—

প্রথম অধ্যায়।

১ বন্দনা (প্রভাতে)।

সিন্ধু-জলে করি স্নান, পট্টাম্বর-পরিধান,
উদিত তপন অই পূজিতে তোমায়;
অম্লান-কুসুম-হারা হিম-স্নাতা বসুন্ধরা
বিহগ-সঙ্গীতচ্ছলে তব গুণ গায়॥

মহাজ্যোতিঃ-পরশনে, আনন্দে অধীর মনে,
ঘোষিতে মহিমা তব ধায় সমীরণ।
শিশুকণ্ঠে "মা, মা" স্বরে, অই গতি ঘরে ঘরে,
বিশ্বমাতঃ! নাম তব হয় সঙ্কীর্ত্তন॥

চরাচরে নব-প্রাণ, তুমিই করেছ দান,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাই বন্দিছে তোমায়।
পূর্ণ করি' জল, স্থল, ভেদি' মহাশূন্যতল
প্রকৃতি "প্রণব নাদে" তব গুণ গায়॥

দেছ মোরে সুপ্রভাত, যুড়িয়া যুগল হাত,
আমিও সবার সনে পূজি ও চরণ।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রণমি তোমায়, হরি!
যাই দিবসের কার্য্য করিতে সাধন॥

(যোগীন্দ্রনাথ।)

Exercise

1. Explain the last but one stanza of the above.
2. Explain the samasas in :—
পট্টাম্বরপরিধান, অম্লান-কুসুমহারা, হিমস্নাত।
3. Give the synonyms of —সিন্ধু ; তপন ; রসুন্ধরা ; পর্ণা।
4. Give the different meanings of 'অম্বর'।

---

২ সূর্য্য।

নিশার আঁধার ভেদি' তোমার ললিত কায়,—
শোভিল মোহন রূপে পূরব গগন গায়,
প্রকাশি' রাঙ্কম-বিভা বিভাসিত করি' দিবা,—
সাজালে অপূর্ব্বরূপে মধুর প্রভাতকালে
সিন্দূরের বিন্দুরূপে শোভিলে উষার ভালে। ১

রক্তিম কমল তুমি নভোনীল-সরোবরে,
প্রস্ফুটিত সুশোভিত-রূপে মন প্রাণ হরে,
এ বিশ্ব রচনা যাঁর, পূজিবে চরণ তাঁর
প্রকৃতি উষার কালে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিভরে—
রক্তপদ্মরূপে তাই নভোনীল-সরোবরে ? ২

জগত সবিতা বলি যত আর্য্য ঋষিগণ,
চিন্তিয়া দেবতা-জ্ঞানে করিতেন আরাধন,
শুদ্ধ বুদ্ধ মুনিজন ধন্য সেই যতিগণ;
বিজ্ঞান কিরূপে বল জানিবে তোমার মান,
জড় বলি আখ্যা দিল বিজ্ঞানের কি বিধান! ৩

নিদাঘে বড়ই দেখি তোমার প্রতাপ রবি,
মহারুদ্র মূর্ত্তি ধরে তোমার মোহন ছবি,
বরষিয়া তীক্ষ্ণ করে, যত সব চরাচরে,
দগ্ধ কর খর তেজে সমাকুল জীবচয়,—
তোমার প্রখর তেজে পর্য্যুষিত কিশলয়। ৪

প্রাবৃটে ও শীতে তব প্রভাব-খর্ব্বতা হয়,
সেবিতে কিরণ ব্যগ্র ভূচর-খেচর-চয়,
জলদের অন্ধকার, কুহেলিকা ঘনাকার
ভেদিয়া উজ্জ্বল মূর্ত্তি না পায় দেখিতে সবে,
বাড়িলে পতন রবি নিয়ম নিখিল ভবে! ৫

মধ্যাহ্নে দীধিতি তব অতীব তীক্ষ্ণতা ধরে,
বহ্নি-সম উষ্ণতম অঙ্গে যেন স্পর্শ করে,
বৃক্ষতলে দ্বিপ্রহরে, রাখাল মুরলী করে
লইয়া বাজায় সবে কিবা সুমধুর স্বরে,
সে স্বরে শ্রবণে যেন অমিয়ের কণা ঝরে। ৬

হে ভাস্কর তব কর উত্তাপের যে আকর,
তোমা হ'তে আলো তাপ পায় যত চরাচর,
তুমি না থাকিতে যদি, বসুন্ধরা নিরবধি,
হিমের সাগরে শৈত্যে রহিত মগন সদা,
কেমনে বাঁচিত জীব, মহীরুহ, গুল্ম, লতা। ৭

কিন্তু রবি, অন্যভাবে নেহারি তোমায় আমি
নয়ন-স্বরূপ তাঁর যিনি এ জগৎ-স্বামী,—
কিংবা তাঁর তেজোরাশি দেখিবে জগতবাসী,
তাই উদি নভোস্থলে প্রকাশি কিরণ ছটা,
মোহনরূপেতে তুমি করেছ অপূর্ব্ব ঘটা। ৮

প্রণমি তোমায় দেব, ওহে সূর্য্য প্রভাকর,
তোমাতে প্রদীপ্ত ধরা তুমি বিশ্ব-দীপ্তিকর,
খুলি' নেত্র অবিরত, তব তেজোরাশি যত,
দেখিতে ব্যাকুল প্রাণ ওহে সূর্য্য দিবাকর,
জগত-লোচন তুমি ; নমি দেব প্রভাকর। ৯

(প্রিয়দর্শন)।

Exercise.

1. Derive —রক্ত, জগৎ, সবিতা, আদ্য, বিজ্ঞান, সূর্য্য, ভাস্কর।

2. Frame adjectives or nouns as the case may be from :—
মধুর, উপ্ত, সুশোভিত, সংযম, রুচি, উক্ত, শীত, ব্যগ্র, সমুদ্র, জগৎ, সূর্য্য।

Write a short essay on any of the following :—
(ক) সূর্য্য। (খ) চন্দ্র। (গ) পৃথিবী।

দ্বিতীয় ভাগ।



Krishna Chandra Majumdar

Born 1242 Banga Abda Died—1313 B. A

৩ মৃত্যুর প্রতি ধার্ম্মিকের উক্তি।

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
নীচাশক্ত অবিবেকী যাহাদের মন,
অনিত্য সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;

যা'রা এই ভবরূপ অতিথি ভবনে,
চির-বাসস্থান বলি' ভাবে মনে মনে,
পাপরূপ পিশাচ যা'দের হৃদাসন,
করি' আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ,
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
ভগবৎ-প্রেমে যারা মুগ্ধ নাহি হয়,
হেরি নয়নে ভীষণ ভ্রুকুটি তোমার,
তাহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রুভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ
এস, সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনো মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।

Exercise

1. Give the synonyms of অতিথি ভবন, চির বাসস্থান, নীচাশক্ত, ভগবৎ প্রেম, অনুক্ষণ, আত্ম অধিকার, চন্দ্রমুখী, মনো মধুকর।
   সংক্ষেপে কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

2. ধার্মিক লোক মৃত্যুকে ভয় করে না কেন নিজের যুক্তি সহ এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ।

3. শেষ চারি চরণের সরল ব্যাখ্যা কর।

৪ সন্তোষ।

পরের ঐশ্বর্য্যে নহে ব্যথিত হৃদয়,
পরের বিপুল বিত্তে মন নাহি টলে ,
যা' আছে আমার, হয় তাহে সুখোদয়,
দুরাকাঙ্ক্ষা-অগ্নি নাহি হৃদয়েতে জ্বলে। ১

রত্ন-সৌধ-কক্ষ-মাঝে, ধনাঢ্য যে জন,
দাস-দাসী-পরিবৃত, পূর্ণ ধনে, জনে ;
নহে নহে সুখ তার তুল্য কদাচন—
পর্ণকুটীরেতে মম, শাকান্ন ভোজনে। ২

শ্রমলব্ধ দিনান্তের কষ্ট-উপার্জ্জনে
আমার অভাব মাত্র হইলে মোচন,
অবশিষ্ট রহে যাহা, দিয়া দীন জনে
সেই তৃপ্তি, ধনিভাগ্যে না ঘটে কখন! ৩

হে ধনিন্ সৌভাগ্যের উচ্চ শৃঙ্গে বসি'
সতত তোমার ভয় পতন-কারণ!
দৈন্য-রাহু গ্রাসে কবে তব সুখ-শশী,
এই ভয়ে শান্তি তব নাহিক কখন। ৪

তোমার আকাঙ্ক্ষা-শিখা ঊর্দ্ধে সদা ধায়—
তব আকাঙ্ক্ষার কভু বুভুক্ষা না ভরে!
তোমা হ'তে দীন কেবা বল না আমায়,
যাচকের বৃত্তি যার ঘুচে না অন্তরে? ৫

পরের সৌভাগ্য-সুখে সুখ নাহি তব,
ঈর্ষার গরলে দহে তোমার অন্তর!
পতনে তাহার, তব সুখের সম্ভব,
তব সম ভাগ্যহীন কেবা আছে নর? ৬

চৌর, দস্যু হ'তে ভয় তোমার সতত;
সশস্ত্র প্রহরী দ্বার করিছে রক্ষণ!
ধনবৃদ্ধি তরে তব চিন্তা কত শত;
হেন উদ্বেগের মম নাহিক কারণ। ৭

আমার যা' আছে দেখ, তা'তেই সন্তোষ—
বশীভূত চিত্ত মম—বৈরী কভু নয়!
শূন্য হইলেও মম পূর্ণ ধনকোষ,
সৃষ্টি নাহি করি নব অভাব-নিচয়! ৮

অভাব-রাক্ষসী জিহ্বা করি লেলিহান
ধনীর শোণিত-তুল্য শোষিতেছে ধন!
কিছুতে হয় না তার আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ,
ঘৃত-প্রজ্জ্বলিত যেন জ্বলে হুতাশন। ৯

থাক্ না মাণিক্য, মণি ধনীর ভাণ্ডারে,
থাক্ শত দাস দাসী, আজ্ঞা অপেক্ষায় ;
থাক্ গজ, অশ্ব, রক্ষী সজ্জিত দুয়ারে,
তবু সে আমার চেয়ে দুঃখী তুলনায় ! ১০

সংযত হৃদয়ে যেই সুধায় সিঞ্চিত
কোথা পাবে সেই সুধা দুরাকাঙ্ক্ষ জন ?
সন্তোষ-অমৃত অতি উর্দ্ধে অবস্থিত—
লভিতে না পারে কভু উদ্বাহু বামন। ১১

(গিরিজানাথ)।

Exercise

১। বাক্যসহ সমাস লিখ :—দুরাকাঙ্ক্ষা-অগ্নি ; রত্ন-সৌধ-কক্ষ-মাঝে : কষ্ট-উপার্জ্জন ; সশস্ত্র ; দুরাকাঙ্ক্ষ জন ; উদ্বাহু।

২. বিস্তারিত অর্থ লিখ :—সৌভাগ্যের উচ্চশৃঙ্গে পতন কারণ। বশীভূত চিত্ত মম বৈরী কভু নয়। অভাব-রাক্ষসী···ধন। তবু সে আমার চেয়ে দুঃখী তুলনায়। সন্তোষ···অবস্থিত। দৈন্যরাহু···শশী। সৃষ্টি···নিচয়।

৩। 'সন্তোষই সুখের মূল' অথবা 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখ।

4. Derive :—হৃদয় ; অন্ন ; পতন ; দৈন্য ; শান্তি ; বৃদ্ধি ; সংযত ; লব্ধ ; তৃপ্তি ; সন্তোষ।

5. Form sentences with—ধর্ম্মাধর্ম্ম : অধ্যবসায় ; সামঞ্জস্য ; সদালাপ : কায়মনোবাক্যে ; হতবুদ্ধি ; যাবজ্জীবন।

6. Give antonyms of :—

অধমর্ণ ; প্রাচীন ; দুর্লভ ; উন্মীলিত ; গৌরব ; সমাপ্ত।

৫ দ্বেষ

১

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মন
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে।
মোর মতে নরকুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যা'র যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বসন্ত-আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার রমা, কর বিতরণ—
তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড়করে
মাগি রাঙা-পায়ে, দেবি! দ্বেষের অনলে
সে মহানরক ভবে; সুখী দেখি পরে
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তা'র ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মাগো! কু-ভাগ্যের ফলে।

২

বসন্তে কাননরাজি শোভে নানা ফুলে,
উৎসব-আমোদে শোভে ধনীর প্রাসাদ
যেমতি; তবু সে নদ, শোভে যা'র কূলে
সে কানন, যদিও উহার কলেবরে—

নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুঃখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে। আনন্দগীত গায় মৃদু স্বরে।

হে রমা! অজ্ঞান নদ জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি, তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি! জগতে বিস্মরি,'
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

(মাইকেল)।

Exercise.

1. Explain the samasas in :—

ভব-ভবন, বিষবরিষণ; রত্নসিংহাসন; কু-ইন্দ্রিয়বশে; কুপথগামী।

2. Use the following words :—

দ্বেষ, দেশ; প্রসাদ, প্রাসাদ; দ্বীপ, দীপ; জ্বলে, জলে।

3. Use each of the following words in different ways :—

কর, রাজি; অলঙ্কার; পদ; বিধি; দাস; স্বামী।

4. Write an essay on :—

'ক্রোধ শুভ ও অশুভ উভয়েরই মূল' or 'লোভ'।

৬ মাতৃ-স্তুতি।

১

যে যত্নে, যে যাতনায়,
সন্তানে বাঁচায় মায়,
সবিস্তারে বর্ণিতে না শক্তি সারদার!
সদা ব্যগ্র, সদা ত্রাস,
শূন্য অন্য অভিলাষ,
এক ধ্যান, এক চিন্তা, নিয়ত মাতার,—
অনশন, জাগরণ,
নানা দেবে নিবেদন,
হৃদি-সিন্ধু দোলে, অল্পহেতু মৃদু-বায়!
যদি দিলে নিজপ্রাণ
পায় সুত পীড়া ত্রাণ,
মমতা-নিকেত মাতা, কাতরা না তায়!—
বিগলিত হৃদি, চির-স্রবিত ধরায়!

২

ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুখে,
আগে নাম উ'ঠে মুখে—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র,—মানব-তারণ!!
যার শব্দে যমচরে,
নিকটে আসিতে ডরে,—
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ পবন!!

নিলে নাম রসনায়,
হৃদয়ের পাপ যায়,
কুমতি-পিশাচী দ্রুত করে পলায়ন !
নাম সঙ্কীর্ত্তন যথা,
ভক্তি, দয়া, প্রেম, তথা ;—
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া,—ঈশ-পরিজন,
হেন জনে কার সনে করিব তুলন !!

৩

হে মাতঃ ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা, ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ !
তুমি পরশিলে করে,
জ্বর, জ্বালা, তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান !!
তুমি মুখে দিবে যাহা,
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ !
তব কাছে স্বর্গবাস,
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান।
কর তুমি জীবে কৃপা ঈশ মূর্ত্তিমান্ !

৪

ধরা হীরা হয় হায়
সিংহাসন রচি' তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় !—
ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগরজল,
শত কল্প বসি' যদি পূজি তব পায় !—
সুধাকর সুধাগারে,
পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন !—
পারিজাত দল দিয়া
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন,—
তবু না শুধিতে মাতঃ পারি তব ঋণ !!

৫

তুমি মা ! না ধর দোষ,
তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায় !
শত অপরাধ করে,
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায় !!

বাণী বর্ণিবারে চায়,
শেষ যদি সদা গায়
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান।
হে সুর, অসুর, নর,
যেবা তনু বুদ্ধি ধর,
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান!—
বিশ্ব যাঁর কর-গড়া কন্দুক সমান!

(সুরেন্দ্রনাথ)।

Exercise.

1. Explain the samasas in :—হৃদি-সিন্ধু, শঙ্কাশূন্য, মৃত্যুঞ্জয়ী, সিংহাসন, পীড়াত্রাণ, কর-গড়া।

2. Derive —শোক, মানব, পবন, হৃদয়, ভক্তি, শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, দোষ।

3. Give the different meanings of each of the following words with examples :—তত্ত্ব ; সত্ত্ব ; গুণ ; কাল ; বর্ণ ; সিন্ধু।

4. Correct :—সম্ভ্রান্তশালী হইলেই বিনয় হয় না। অদ্যাপিও তিনি ঋণমুক্ত হইলেন না, কারণ তাঁহার অর্থ অনাটন নাই। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি সুখী কোথায়। অনেকেরই হস্তী তুল্য বল আছে। তিনি আগত কল্য বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে একটী মহতী সভা অধিবেশন করিবেন।

5. Parse the words in the sentence :—সূর্য্যদেব অনলময় কিরণ বর্ষণ করিয়া মেদিনীমণ্ডলকে দগ্ধ করিতেছেন।

6. Write a short essay on any one of the following :—
(ক) 'গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য'। (খ) 'অধ্যয়ন'। (গ) মাতৃভক্তি।

---

৭ সময়।

১

সময় নামেতে ক্ষেত্র অতি চমৎকার,
যত্নবলে রত্ন ফলে তাহে অনিবার।
আলস্য-গিরিতে তাহা রুদ্ধ স্থানে স্থানে;
উৎপাত-নদীর পাতে ভগ্ন কোনখানে।
নিদ্রা-বনে কোন স্থানে ঘোর অন্ধকার;
অকর্ম্মণ্য মরুভূমি কত আছে তার।
তথাপি যে কিছু আছে অবশিষ্ট ভাগ,
তাহার কর্ষণে যদি কর অনুরাগ,
অবশ্য পাইবে ফল আশা অনুরূপ,
চরমে তাহাই হবে সম্বল-স্বরূপ।

২

অনাদি অনন্ত কাল কোথা কত যায়,
গণিয়া তাহার সীমা বল কেবা পায়?
নদীর প্রবাহ সম অবিরত গতি,
কাহারো প্রতীক্ষা হেতু না করে বিরতি।
কালরূপ চক্রে বদ্ধ থাকি নিরন্তর,
অবিরত ভ্রমে দিনকর নিশাকর।
বার, পক্ষ, তিথি, মাস, যার আজ্ঞামত,
গতায়াত করিতেছে সবে রীতিমত।
যার প্রহরীর ভাব ঋতুগণ ধরে,
আবির্ভাব তিরোভাব যথাকালে করে।

৩

এই সবে সাক্ষ্য দেয় কালের মহিমা,
কিন্তু কা'র সাধ্য করে সে গতির সীমা ?
জগতের শুভ-হেতু তা'রা সমুদয়,
কালের গতির মাত্র দেয় পরিচয়।
কালেতে উৎপন্ন হয়, কালে হয় লয়,
কালে অন্ত করে বলি' কালান্তক কয়।
কালের প্রখর স্রোতে কেবা থাকে স্থির,
কীর্ত্তি-শৈল থাকে মাত্র অটল শরীর।
বিক্রম-আদিত্য কোন্ কালে অস্তগত,
অদ্যাপি সকলে গায় তাঁ'র যশঃ কত !

৪

কোথা বা সে রামচন্দ্র, কোথা যুধিষ্ঠির,
অদ্যাপি যাঁ'দের কীর্ত্তি ভূষণ মহীর !
কোথা বা গৌতম, মনু, বাল্মীকি কোথায়,
যাঁহাদের কীর্ত্তিনাশে কাল ক্ষোভ পায় !
নিউটন্, মিলটন্, কোথা কলম্বস্,
কালে কি হরিতে পারে তাঁহাদের যশঃ ?
কালেতে ভৌতিক দেহ করিয়াছে নাশ,
কবিদের কীর্ত্তি-দেহ আছে সুপ্রকাশ।
এ সংসারে স্থির কীর্ত্তি চিরশোভা পায়,
কালের কঠোর কর পরশে কি তায়।৮

৫

অতএব বৃথা কাল হর কেন সবে,
যা' কিছু করিবে তাই পরকালে রবে।
অনন্ত-দুষ্কর শুভ কর্ম্ম যদি কর,
সেই তব কীর্ত্তিস্তম্ভ রবে নিরন্তর!
কালে গেলে কলেবর কালের কবলে;
জগতে জীবিত রবে তবু কীর্ত্তি-বলে।
কেহ কেহ সময়েরে করি' অবহেলা,
দুঃখের সঙ্গেতে রঙ্গে চির করে খেলা।
সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে যিনি অবহিত,
সময় অভাবে তিনি না হন তাপিত।

৬

নিয়মে নিষ্পন্ন হয় সব কাজ তাঁর,
আলস্যের তাঁর প্রতি নাহি অধিকার।
আলস্য-শত্রুতে যার হয় মিত্রবোধ,
তাহার দুঃখের দ্বার কেবা করে রোধ?
সময় কেমন ধন তা'রা নাহি গণে,
পরিশেষে পরিতাপ করে মনে মনে।
বৃথা কর্ম্মে কর যদি সদা কালক্ষেপ,
চরমে করিবে তবে বড়ই আক্ষেপ।
অনর্থ সময় যাহা এড়াইয়া যায়,
সহস্র সুবর্ণে সে কি আসে পুনরায়?

৭

বর্ত্তমান ছাড়ি, ভবিষ্যতে যা'র ভর,
তাহার অশেষ ক্লেশ হয় নিরন্তর।
'অদ্য' 'কল্য' দুই তুল্য কর যদি বোধ,
কেবা জানে পরদিনে কত প্রতিরোধ?
অদ্যগত কাল বৃথা অস্ত হয় যার,
ভবিষ্যতে তাহার কি আছে অধিকার?
ঈশ্বরের ন্যস্ত ধন সময়-রতন,
তা'র আয় ব্যয় স্থিত না রাখে যে জন,
সেই অবিশ্বাসী শেষে পাইবে বিষাদ,
হিসাবের দিনে বড় ঘটিবে প্রমাদ।

৮

যে করে পরের ধন স্বেচ্ছামতে ক্ষয়,
তাহার উচিত শাস্তি যথাকালে হয়।
যে সময় পাইয়াছ তাহা ধর আয়,
ব্যয় তার অকারণে বৃথা যাহা যায়।
ভাল কাজে যাহা যায় তাহা মাত্র স্থিত,
দিনান্তে এরূপ নিত্য গণনা উচিত।
এই উপদেশ যার মনে নাহি ধরে,
চিরদিন সেই দীন সময়ের তরে।
উত্তম বিষয়ে যদি কাল গত হয়,
স্মরণের যোগ্য তাহা জানিবে নিশ্চয়। (শিরোরত্ন)

Exercise.

1 What have you learnt from the above piece ?

2. Expound the samasas of :—গতায়াত; কীর্ত্তিশৈল ; কীর্ত্তিনাশ ; যুধিষ্ঠির ; নিরন্তর ; স্বেচ্ছামত ; আলস্যশত্রু।

3. Derive :—চমৎকার ; অবশিষ্ট ; প্রবাহ ; গতি ; পরিচয় ; নিষ্পন্ন ; প্রতিরোধ ; কর্ষণ ; অবহিত ; পরিতাপ।

4. Correct :—আমি আগত রবিবারে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন। শটের সহিত মৈত্রতা করিলে পরীনামে কষ্ট পাইতে হয়।

5. Write notes on :—
গৌতম ; মনু ; বাল্মীকি ; নিউটন্ ; মিলটন্ ; কলম্বস্।

6. 'সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার' এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

7. Clearly explain the figure contained in the 1st stanza.

---

৮ পরিবর্ত্ত।

১

রজনীর পর দেখ দিবার উদয়,
যামিনী আগতা পুনঃ, দিবা হ'লে লয়।
কৃষ্ণ পক্ষে দিন দিন ক্ষীণ শশধর ;
শুক্লপক্ষে পুনঃ তার বাড়ে কলেবর।
এখন নিদাঘ-তাপে তাপিতা যে রসা,
রসপূর্ণা হবে ইহা আইলে বরষা ;
আবার শরদ্-ঋতু হইলে আগত,
বরষা পলা'বে লয়ে দলবল যত।
ক্ষণপূর্ব্বে হাস্যমুখী ছিল যে প্রকৃতি,
ঝড়েতে উহার কত হ'তেছে বিকৃতি।

২

ক্ষণপরে পুনরায় করিবে ঈক্ষণ,
মেঘমুক্ত স্মিতযুক্ত উহার বদন।
এইরূপ কালচক্রে ঘুরিছে সংসার—
প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্ত হাসি, হাহাকার!
উঠিতেছে যাহারা এখন ভাগ্যবলে,
দুরদৃষ্টে তা'রা পুনঃ নামিবে সকলে;
দুর্ভাগ্য-তিমিরে যা'রা পতিত এখন,
অচিরে সেবিবে তা'রা সৌভাগ্য-কিরণ।
ত্রিভুবন জয় করি, অমরে যখন
দাসকর্ম্মে নিযুক্ত করিল দশানন,

৩

এ কথা কখন সে কি করিত বিশ্বাস
বানরে বা নরে তা'রে করিবে বিনাশ?
শকুন্তলা-মনে আশা ছিল কি এমন,
পৃথিবীর অধিপতি হইবে নন্দন?
পরিবর্ত্তময় এই সংসার-জলধি;
ইহাতে জোয়ার-ভাটা বহে নিরবধি;
অতএব বুধগণ করি মন স্থির
সম্পদে সুশীল হবে, বিপদে সুধীর!
কিবা দুঃখে, কিবা সুখে, সন্তোষ যাহার,
মানুষ তাহারে বলি; মানুষ কে আর? (বলদেব)।

Exercise.

1. Expound the samasas in :—

নিদাঘ-তাপ, হাস্তমুখী, শশধর, মেঘমুক্ত, কালচক্র, দাসকর্ম্ম, সৌভাগ্য-কিরণ।

2. 'অধিপতি' কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে? 'পতি' শব্দের উত্তর অন্য উপসর্গ বা শব্দ যোগ করিয়া ঐরূপ কতিপয় যৌগিক শব্দ গঠিত কর ও তাহাদের অর্থ বল।

3. 'কালের পরিবর্ত্তনশীলতা'

or

"পরিবর্ত্তময় এই সংসার-জলধি ;
ইহাতে জোয়ার-ভাটা বহে নিরবধি।"—এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ।

4. What moral lesson does the poet intend to convey through this poem.

৯ মানুষের পরিণাম।

১

একদিন এ জগতে ছিল একজন,
নশ্বরশরীরধারী তোমার মতন।
ছিল তার কলেবর সুঠাম সুন্দর,
মকর-কেতন-কল্প জনমনোহর।
কিন্তু কি হয়েছে এবে সে সুন্দর কায় ?
মিশিয়াছে জলবায়ু তেজ মৃত্তিকায়।
আছে সেই শরীরাংশ শিখরি-শিখরে,
অথবা বারিধি-তীরে বালুকাভিতরে।

২

হায় রে ! যে রমণীয় বদন তাহার,
ছিল অতি চমৎকার শোভার আধার।
যে বদন ঘন ঘন করিয়া চুম্বন,
হইত পুলকে পূর্ণ জননীর মন ;
যে বদন-সুধাকর দেখিয়া দর্পণে,
উথলিত অহঙ্কার-সিন্ধু তার মনে ;
কোথায় এখন তাহা ? প্রান্তর ভিতরে,
অস্থিমাত্র-সার হয়ে রহিয়াছে পড়ে ?

৩

হায় ! তার যে সুচারু নয়নযুগল,
প্রাভাতিক-তারা-সম ছিল সমুজ্জ্বল,

হয়েছে বিকৃত এবে তাহার গঠন,
আর সে ঔজ্জ্বল্য তা'র নাহিক এখন।
জনমের মত গেছে দৃষ্টিশক্তি তা'র,
তাহার সম্বন্ধে এবে অখিল আঁধার।
হেরিত সে, তুমি যাহা কর দরশন,
কিন্তু সে হেরিতে আর না পারে এখন।

৪

প্রভাতে নিরখি' নেত্রে তরুণ-তপন,
তোমার মানস-পদ্ম বিকাশে যেমন :
অথবা নিশিতে হেরি' সুধাংশু শোভন,
উথলে সুখের সিন্ধু তোমার যেমন :
সেও এইরূপ হেরি' শশাঙ্ক তপন,
পরম আনন্দ-নীরে হইত মগন।
আছে সেই রবি-শশী, হ'তেছে উদয়,
কিন্তু তা'র কাছে এবে কিছু কিছু নয়।

৫

নানাজাতি দ্বিজগণ করি' কলস্বর,
জুড়ায় যেমন তব শ্রুতি নিরন্তর ;
জুড়া'ত শ্রবণ তা'র তোমারি মতন,
কিন্তু তা'র শ্রুতিশক্তি নাই এইক্ষণ।
আছে সেই দ্বিজগণ করিতেছে রব,
কিন্তু এবে তা'র কাছে নিরর্থক সব।

বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, তিথি আর বার,
কা'র সনে কিছুই সম্পর্ক নাই তার।

৬

আহা! কত সুখ দুখ ভুগেছে সে জন,
কিন্তু তার সে সকল নাই এইক্ষণ।
সেই হাসিমুখ, সেই বিষণ্ণ বদন,
কাল চক্রে হইয়াছে সবার নিধন।
ভুগিছে সে কর্ম্মফল এখন কোথায়,
কেহই না জানে তাহা এই বসুধায়।
এইমাত্র সকলেই জানে এইক্ষণ,
"একদিন এ জগতে ছিল সেই জন।"

(কৃষ্ণচন্দ্র)।

Exercise

1. Give the meanings of—অহঙ্কারসিন্ধু; প্রাভাতিক তারা; মানসপদ্ম; শশাঙ্ক; শ্রুতিশক্তি; কালচক্র; কর্ম্মফল।

2. Form sentences with—বিকৃত; চমৎকার; প্রান্তর; অস্থিসার; আনন্দনীর; সম্পর্ক; মানসপদ্ম।

3. Give the moral of this poem.

4. Justify the names—সুধাকর; মানস-পদ্ম; শশাঙ্ক; কালচক্র; ইন্দ্রজিৎ; বৃকোদর; পঙ্কজ; শশী; দ্বিজ।

১০ সৃষ্টিকর্ত্তা।

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কা'রে
এ রহস্য-কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ বসুমতি !
দেহ মহাদীক্ষা, দেবি ! ভিক্ষা চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যা'র তুমি, রূপবতি !
ভ্রম দিবানিশি শূন্যে, কহ হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম-জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর ক্রীড়া নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ ! নদকূল, কহে, কল-কল,
কিংবা তুমি, অম্বুপতি গভীর স্বননে।

(মাইকেল)।

Exercise

১। ব্যাসবাক্য ও সমাস বল :—

মহাদীক্ষা ; হেম-আলোক ; রজত-আসন ; অম্বুপতি।

২। অর্থ লিখ ও উদাহরণ দাও :—

দেবী, দেবি ; দিনেশ, দীনেশ ; যতি, জ্যোতিঃ।

৩। 'নক্ষত্র-মণ্ডল,' 'রজত-আসন'—শব্দগুলি কি কি শব্দযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে ?—মণ্ডল,—আসন—ইহাদের উত্তর ঐরূপ অন্য শব্দ যোগ করিয়া যৌগিক শব্দ গঠিত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১ কীর্ত্তি।

১

কীর্ত্তির প্রসাদে নর, অমর ধরায়,
পার্থিব বৈভব যত সকলি নশ্বর !
রূপ যায়, বিত্ত যায়,—যৌবন লুকায়,
বার্দ্ধক্যে বিকৃত হয় শরীর সুন্দর।

২

ভোগ-সুখে জীবনের কাল দীর্ঘ নয়,
মার্জ্জিত করিলে তনু, তবু জরা আসে !
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য কোথা চিরদিন রয় ?
দিনে দিনে—দণ্ডে দণ্ডে, কাল আয়ুঃ নাশে।

৩

এই যে ধনীর এত বিভব অতুল ;
ফুরাইলে সেই ধন, ধনীর তখন
রহে না পূর্ব্বের মত সম্মান বিপুল,
ধনাঢ্য বলিয়া লোকে না করে গণন।

৪

সর্ব্বগ্রাসী কাল তা'রে গ্রাসিবে যখন,
　　নাহি রবে কোন চিহ্ন মরণের পরে !
অনিত্য সম্পদ আর নশ্বর জীবন
　　চিরতরে লয় হবে সময়-সাগরে ।

৫

অতঃপর নাম গন্ধ না রহিবে আর,
　　কাল-সাগরেতে যবে মিশিবে জীবন ;
জল-বুদ্বুদের মত অস্তিত্ব তাহার
　　বিস্মৃতি-সলিলে হবে অচিরে মগন ।

৬

কিন্তু যাঁর কীর্ত্তি-রশ্মি দিক্ দিগন্তরে
　　রবির কিরণ সম আছে বিরাজিত ;
মরণান্তে, কিংবা যুগযুগান্তর পরে,
　　হয় কি তাঁহার নাম কভু অন্তর্হিত ?

৭

অমরতা লভিবারে পারে সেই জন,
　　নাহি ডুবে যেই জন বিস্মৃতি-সাগরে ;
পড়িয়া কালের গ্রাসে হারা'লে জীবন,
　　রহে তাঁর চিরস্থির কীর্ত্তি এ সংসারে ।

৮

চৈতন্য, গৌতম, খৃষ্ট মানবের মনে
আরাধ্য দেবতা-সম তাই সুপূজিত ;
তাঁহাদের যশোরাশি হবে বিঘোষিত,
যত কাল চন্দ্র-সূর্য্য রহিবে গগনে।

৯

কবিকুল-শিরোমণি কবি কালিদাস
কীর্ত্তির কিরীট পরি' হ'য়েছে অমর ;
বিস্মৃতির অন্ধকার করিয়া বিনাশ
উজলিছে কীর্ত্তি তাঁর যথা দিবাকর।

১০

মানব-মণ্ডলী-মাঝে ধন্য সেই জন,
কীর্ত্তির প্রসাদে যেই হ'য়েছে অমর ;
চিরকাল নর যাঁরে করিছে স্মরণ,
সেই জন বরণীয় অবনী ভিতর। (গিরিজানাথ)।

Exercise.

১। এ সংসারে যখন কোন বস্তুই অবিনশ্বর নহে, তখন মানব কি প্রকারে অমর হইতে পারে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ পদের অপভ্রংশ :—
সোণা ; আধ ; কাজ ; উড়া ; পাখী।

3. Expound the samasas of :—সর্ব্বগ্রাসী ; সম্পদ-ঐশ্বর্য্য ; কীর্ত্তিরশ্মি ; কবিকুল-শিরোমণি।

4. Explain ;—কীর্ত্তিরশ্মি দিক্‌দিগন্তরে···আছে বিরাজিত ; বিস্মৃতির অন্ধকার ; জলবুদ্‌বুদের মত···মগন ; সর্ব্বগ্রাসী···সময়-সাগরে।

5. Give the antonyms of আবির্ভাব, ঈদৃশ, দুর্লভ, সুন্দর, পরিশ্রম।

২ শৈশব-স্বপ্ন।

১

আজ কেন অকস্মাৎ
সুদূর শৈশব-লীলা হইল স্মরণ ?
দারিদ্র্য-অনল যার, হৃদে জ্বলে অনিবার,
সংসারের কার্য্যশ্রমে ক্লান্ত অনুক্ষণ ;
ভয়ঙ্কর ঋণদায় প্রতিবাসী শত্রু তায়
অস্থির উন্মত্তপ্রায় হয়েছে যে জন !
সে কেন দেখিল স্বর্গ সুখের স্বপন ?

২

বহুদিন ঘন-ঘটা,
দুর্য্যোগী গগন আর আঁধার ধরণী—
যে জন দেখেছে হায় ! ক্ষণস্থায়ী চপলায়
কি সুখ ! তাহার মাত্র বাঁধে আঁখিমণি ;
যে পথিক দিগ্‌ভ্রমে, নিদারুণ পরিশ্রমে,
প্রান্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিস্রা রজনী !
আলেয়া প্রতারে তা'রে কেন তা না জানি !

৩

হায় ! সে সুখের দিন
সময়-সাগর-গর্ভে হয়েছে মগন।
নাই সে অবস্থা আর, নাই সঙ্গী খেলিবার,
নাই জননীর কোল—স্বর্গসিংহাসন।

বসন্ত-কুসুমরাশি, শরতের পূর্ণ শশী,
মলয়ের বায়ু, গঙ্গাজল-সম মন,
ছিল যে পবিত্র, এবে চিন্তার ভবন!

৪

দুঃখাঘাত-প্রতিঘাতে—
নহে তা কোমল কিসলয় সম আর॥
নহে ত পাষাণ মত, তা হ'লে ফাটিয়া যে'ত,
কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার!
হৃদয়! কিসের তরে, বিষাদ-সাগর নীরে,
ঢেলেছ পবিত্র মূর্ত্তি তুমি আপনার?
ক্ষুধা, তৃষ্ণা অবিতৃপ্ত আছে কি তোমার?

৫

তাও নাই, তবে কেন—
যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উদ্যান,
ছিল শান্তি সুখধাম, এবে তার পরিণাম,
শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীম গহন সমান?
হৃদয়ের প্রিয়তর, নয়নের প্রীতিকর,
কুসুমিত লতাকুঞ্জ ফলে নম্যমান
ছিল, তাও এবে বিষ-বল্লীর সমান!

(ভু, প্রতিভা)।

Exercise.

১। পদ্যটীতে কবি শৈশবকালের কি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বর্ণনা কর।

২। সমাস লিখ:—শৈশবলীলা ; আঁখিমণি ; স্বর্গ-সিংহাসন ; সময়সাগর-গর্ভে ; বসন্ত কুসুমরাশি ; দুঃখাঘাতপ্রতিঘাত ; শ্বাপদসঙ্কুল।

৩। অর্থ লিখ ও প্রত্যেকটীর দ্বারা এক একটী বাক্য রচনা কর: অংশ, অংস। অণু, অনু। কটি, কোটি। আপন, আপণ। কুল, কূল। কৃষ্ট, কৃষ্ণ। কোমল, কমল।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—ষড়ানন ; অব্যবহিত ; ভাবুক ; বধ্বাগমন : নদ্যম্বু ; প্রত্যুপকার ; অন্বয় ; মহৈশ্বর্য্য ; ক্ষুধার্ত্ত।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ণত্বের কারণ কি?—

প্রণাম ; পরিমাণ ; ঋণ ; প্রকরণ।

৬। 'নিজের বাল্যজীবন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

---

৩ রুল্ ব্রিটানিয়া।

১

প্রমোদ-কানন, শোভার-আধার,
বীরত্বের খনি, বিদ্যার ভাণ্ডার,
রত্ন-আভরণা রাজেন্দ্রাণী প্রায়
শোভে শ্বেতদ্বীপ সলিল-শয্যায় ;
রাজবর্ত্মে বহে বাণিজ্যের স্রোত,
পোতাশ্রয়ে শোভে শত শত পোত।
শালবৃক্ষসম গুণবৃক্ষ-চূড়ে
সারি সারি কেতু ধীরে ধীরে উড়ে ;
চতুর্দ্দিকে বায়ু ভ্রমিছে গাইয়া
"সাগরবাসিনী রুল্ ব্রিটানিয়া।"

২

শত-স্বর্ণ-সৌধ-মালিনী লণ্ডন
টেমস্‌-সলিলে হেরিছে আপন
বিচিত্র চিত্রিত সুন্দর মূরতি,
কৈলাস-শিখরে শোভে যথা সতী ;
হীরা, মুক্তা, মণি, মাণিক্যে আদরে
সাজাইয়া দেহ গরবের ভরে
স্বচ্ছ দরপণে হেরিছে বদন ;
বক্ষে সেই ছায়া করিয়া ধারণ,
স্রোতশ্ছলে যেন নাচিয়া নাচিয়া
গায় স্রোতস্বতী—"রুল্‌ ব্রিটানিয়া !"

৩

শ্বেতদ্বীপ ! তব মহিমা অপার !
দুর্জ্জয় জলধি পরিখা তোমার,
ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত তব আজ্ঞাবহ,
বিদ্যুৎ তোমার দূতী অহরহঃ ;
চতুর্দ্দিকে তব নীল বারি-রাশি
মধ্যে তুমি,—যেন পূর্ণিমার শশী।
শারদ অম্বরে—কিবা মনোহর !
তব পদ সদা চুম্বিছে সাগর ;
আপনি বরুণ তরঙ্গ তুলিয়া
গায় প্রতিদিন—"রুল্‌ ব্রিটানিয়া !"

৪

দ্রুতগতি তরী করি' আরোহণ,
হেলায় তরঙ্গে করিয়া দলন,
নির্ভীক নাবিক দূরদেশে যায়,
ব্রিটনের নাম দিগন্তে জাগায় ;
প্রকাণ্ড মূরতি রণতরি ভরি'
ব্রিটনতনয় যুদ্ধ সজ্জা করি'
চলে শত শত ঝম্ ঝম্ ঝম্
"রুল্ ব্রিটানিয়া" বাজে অনুপম ;
দূরে শৈলমালা আকাশে মিশিয়া
করে প্রতিধ্বনি—"রুল্ ব্রিটানিয়া !"

৫

বীর-অবতার ব্রিটন্-তনয়
মহাবীর্য্যবান্, কেশরি-হৃদয়,
তেয়াগিয়া সুখ, সংসারের মায়া,
পিতা, পুত্র, ভাই, প্রাণাধিকা জায়া,
স্মরি' জন্মভূমি, স্মরি' শেষবার
প্রিয়জন-মুখ,—বাজে বারংবার
ভীষণ বাজনা—প্রবেশে সমরে,
পদভরে ধরা টলমল করে ;
বীর-বক্ষে যেন বিদ্যুৎ ঢালিয়া
বাজে ঘোর রোলে—"রুল্ ব্রিটানিয়া !"

৬

রত্নগর্ভা, শতবীরপ্রসবিনী,
ওয়েলিংটন্, ব্লেক্, নেল্‌সন্-জননী ;
নীলের সমরে যে দিন নেলসন্
ভীম প্রহরণে করিল বেষ্টন
ফরাসীর সেনা ; কাঁপায়ে মিশর,
কাঁপায়ে জলধি, মহাভয়ঙ্কর
শত শত তোপ গরজি উঠিল ;
গন্ধকের ধূমে জগত গ্রাসিল ;
সেই অন্ধকারে রহিয়া রহিয়া
বাজিল গম্ভীরে—"রুল্ ব্রিটানিয়া।"

৭

হুতাশে বিষাদে আকুল হৃদয়,
যে কুলগ্নে নেপোলিয়ন্ দুর্জ্জয়,
—(যেন মুছিবারে ললাট-লিখন)
ওয়াটার্লু-ক্ষেত্রে আরম্ভিলা রণ,
দুই সৈন্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিল,
সিংহে সিংহে যেন যুঝিতে লাগিল ;
ঘোর ঝনৎকার হ্রেষা হুর্‌রা রবে
বরসল-বাসী সশঙ্কিত যবে,
প্রুসিয়া-সঙ্গীত সহিত মিশিয়া
বাজিল সে দিন—"রুল্ ব্রিটানিয়া!"

৮

হেমকান্তি চারু উষার কিরণে
যে দিন শোভিল পলাশী-প্রাঙ্গণে
সিরাজ-সমক্ষে ইংরাজের বল ;
ঘন ঘন করি' ঘোর কোলাহল
বাজিল দামামা, শিঙ্গা, ঢাক, ঢোল,
উঠিল চৌদিকে ভয়ঙ্কর রোল ;
পড়িল মদন, কামান ধ্বনিল,
ইংরাজের জয় ঘোষণা করিল।
গভীর উচ্ছ্বাসে উঠিল বাজিয়া
বিজয়ী সঙ্গীত—"রুল্ ব্রিটানিয়া !"

(দীনেশ) ।

Exercise.

1. Give a short description of each of the following :- (ক) পলাশীর যুদ্ধ ; (খ) ওয়াটালু'র যুদ্ধ ; (গ) নাইলের যুদ্ধ (The Battle of Nile.)

2. Write a short essay on 'ইংরাজ জাতি' *or* 'লণ্ডন'।

3. Write notes on :—নেল্‌সন্ ; ওয়েলিংটন্ ; নেপোলিয়ন্ ; মদন।

4. Correct :—শটের সহিত মৈত্রতা করিলে পরীনামে অনুতাপ হয়। পৃথীবি জলভাবে স্বস্ক হইয়াছে। অলস পরতন্ত্র হেতু তাহাদের স্ফূর্ত্তির উদয় হয় নাই। বিদ্যান্ ব্যেক্তি সর্ব্বত্রে সম্মান প্রাপ্ত হয়। রাম দুরাবস্থাবশতঃ পৈত্রিক ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন।

———

৪ নীতি চতুষ্টয়।*

সিংহশাবক ক্ষুদ্র হ'লেও মদ-বিমলিন হাতীরে হানে,
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই; বিক্রম কভু বয়স মানে?
স্বর্গ হইতে শিবের জটায়, সেথা হ'তে পর্ব্বতে,
পর্ব্বত ছাড়ি' ধরণী-পৃষ্ঠে, সাগরে ধরণী হ'তে;
এমন করিয়া গঙ্গা চলেছে অধোগতি অনিবার,
নষ্টমতির নিপাতের লাগি' শতদিকে শত দ্বার॥
তপ্ত লোহায় সলিল বিন্দু,—নাম খুঁজে পাওয়া দায়;
পদ্মপাতায় সেই পুন রাজে মুকুতার সুষমায়!
স্বাতী হ'তে পড়ি' শুক্তিতে হয় মুক্তা সে নিরমল!
মন্দ, মাঝারি, ভাল হওয়া,—সব সংসর্গেরি ফল।
আচার-নিষ্ঠে ভক্ত বলে গো, ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ়;
প্রিয়ভাষিজনে ধনহীন গণে, বীরে নির্দ্দয়, তেজীরে রূঢ়!
শান্ত স্বভাবে অক্ষম ভাবে, বাগ্মী পুরুষে বাচাল বলে,
হেন কোন গুণ নাই মানুষের যাহা দুর্জ্জনে দোষেনি ছলে।

(ভর্ত্তৃহরি—দত্ত)।

* পাঠের সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শিরোভাগে '।' এই প্রকার চিহ্ন প্রদত্ত হইল। পরিশিষ্ট (ক) দেখ (পৃঃ—২০৩)।

Exercise.

1. Write a short essay on :—
"মন্দ, মাঝারি, ভাল হওয়া,—সব সংসর্গেরি ফল।"
2. Explain the *first* stanza.
3. Give the purport of the *second* stanza.
4. Turn the masculine into feminine and *vice-versa*
সাধু, মনুষ্য, কর্ত্তা, মনস্বী, শ্বশ্রূ, খ্যাতনামা, গরীয়সী, বরীয়ান্

---

৫ কেন এ সন্দেহ ?

১

ওই নাকি দেখা যায় কোটি কোটি সৃষ্টি হায় !—
সুনীল গগনে ক্ষুদ্র তারকা সাজানো ?
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ— পূর্ণ কি ওদেরি বক্ষঃ ?—
কে জানে, রহস্য আরো কি আছে লুকানো।

২

মহামহীধর সুখে আছে চন্দ্রমার বুকে ?—
ছি ছি ছি সোনার চাঁদে তাও কি সম্ভব ?
চন্দ্রলোকে নাই আলো, সকলি বন্ধুর, কালো,
এও কি কখন মন করে অনুভব ?

৩

সমীরের স্তরে স্তরে, প্রাণিগণ বাস করে !
শূন্য মহাশূন্য নাকি জীবের আবাস ?
রবিশশী থাকে স্থির, যাতায়াত পৃথিবীর,
আমরা যা' চোখে দেখি, সব অবিশ্বাস !

৪

ভেদিয়া ভূধর-কায়, নির্ঝর বহিয়া যায়,
নিরেট পাথর মাঝে জল কোথা রহে ?
উত্তাপে সলিল ছোটে মেঘ হ'য়ে শূন্যে ওঠে,
সে আবার বরষায় ধরাতলে বহে।

৫

মানব দু'দিন তরে এ জগতে বাস করে,
তবু তায় "আমি, আমি" তবু হিংসা রাগ !
বিবশ মোহের ভরে, তবু হায় ! মনে করে—
"সকলে ঘুমা'য়ে আছে, আমিই সজাগ"।

৬

আজি যথা মরু মাঠ, কালি তথা রাজ্য-পাট,
বিকালের অশ্রুগুলি প্রভাতের হাসি ;
আজি যা' অমৃত বলি, কালি তার বিষে জ্বলি,
সেই যে সংসারী ছিল, আজি সে সন্ন্যাসী !

৭

পথে পড়া মেয়ে আহা ! কালে—রাণী "নুরজাঁহা"—
দীন কাঙালের মেয়ে ভারত-ঈশ্বরী !
মহামূর্খ কালিদাস,— তারি নাম সুপ্রকাশ—
"ভারতীর বরপুত্র" ত্রিভুবন ভরি'।

৮

সকলি সম্ভব হেন, তবে রে' সন্দেহ কেন,
অনন্ত-শকতিময় অনাদি কারণে ?
তার লাগি' কত উক্তি, কত তর্ক, কত যুক্তি,
কত অবিশ্বাস আসে মানবের মনে।

৯

আমরা মূর্খের মূর্খ, গড়ি' আপনার দুঃখ,
জ্ঞানময়ে খুঁজে মরি একবিন্দু জ্ঞানে :
ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, আমি অণু কোথাকার,
শিখিব তাঁহার তত্ত্ব মত্ত অভিমানে ?

(মানকুমারী)।

Exercise.

1. What is the purport of the piece ?
2. Write a short paragraph on the last stanza.
3. What do you know about—নূরজাহান, কালিদাস ?
4. Name and expound the samasas of :—

মহামহীধর, চন্দ্রলোক, মহাশূন্য, রবিশশী, ভূধরকায়, রাজ্যপাট, ভারত-ঈশ্বরী, কালিদাস।

5. Correct the following :—অট্যালিকা, চতুষ্পথ ও বীপনি-সমন্যিত অযোধ্যানগরি রামের যৌবরাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতাদি দ্বারা মুখরিত হইয়া উঠিল। নিমন্ত্ৃত ব্রাহ্মণগণ মহারাজা দশোরতের সৌজন্ততায় পরম সন্তোষ হইতে লাগিলেন।



Srijut Rabindra Nath Tagore.

৬ নিস্ফল উপহার ।

নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে যমুনার জল,
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।
সঙ্কীর্ণ গুহার পথে মূর্চ্ছি' জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে গর্জ্জি' উঠে অনিবার।
এলায়ে জটিলবক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল-তাল রয়েছে দাঁড়া'য়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শত দীর্ণ ধরা
রৌদ্র-বর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।
দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরা'য়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে,
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন।
ডুবে রবি, যেমনে সে ডুবে প্রতিদিন।
রঘুনাথ হেথা আসি' যবে উত্তরিলা,
শিখ-গুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"
বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধা'য়ে কুশল
আশিষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুই পাণি।
ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরা'য়ে অঙ্গুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।
ঈষৎ হাসিয়া গুরুপাশে দিলা রাখি',
আবার সে পুঁথি'পরে নিবেশিলা আঁখি।

সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।
"আহা, আহা" চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত ;
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমনঃ-কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে ধায় !
বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কাল জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনা ভরা সুগভীর চুরি।
দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বস্ত্রে রিক্ত হস্তে শ্রান্ত নত শিরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।
"এখনো উঠাতে পারি" করজোড়ে যাচে,
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে !"
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুড়ি' দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে !"

Exercise.

1. Can you suggest any reason why the preceptor threw away the bracelet into the river ? Account for the difference of attitude in them when the one of the bracelets fell into the river ?

2. Explain :—সঙ্কীর্ণ গুহার· ·অনিবার। এলায়ে জটিল বক্র…গিরি-শ্রেণী। দিবসের তাপ…সাড়াশব্দ-হীন।

3. Rewrite the following after breaking up the quoted compound words and expanding them into short simple sentences :—

(*a*) তাঁহার "অমৃতমধুরবাক্যরসাস্বাদনে" ঋষি পুলকিত হইলেন।

(*b*) তিনি "অপত্যনির্বিশেষে" প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

(*c*) পুত্রের সাধুতা দর্শন করিয়া পিতা "অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ" করিলেন।

---

৭ আশা।

আশা ! কিসে তোর আশা করিব পূরণ,
উপায় না পাই তার, ভ্রমিয়া ভুবন।
ওরে স্থূলদেহ ! দেহ বলিয়া আমায়,
কিসে হয় তব তৃপ্তি, কি করি উপায়।
যত চাই পাই যদি মনের মতন,
তবু তব লম্বোদর পূরে না কখন।
ধন, ধান্য, রম্য হর্ম্ম্য আর হস্তী হয়,
যত হয়, কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় ;
সাগররসনা পৃথ্বী পেলেও, বাসনা
পূরে না, উঠে না মন, ঘুচে না কামনা।
নব নব বিষয়েই লালসা তোমার,
পাও যদি স্বর্গপদ, জ্ঞান কর ছার !

কিন্তু এই দুঃখময় সংসারভিতরে,
তোমা বিনা সাধ্য কার ক্ষণ বাস করে।
দুঃখঘনে হৃদাকাশ আবরে যখন
বায়ুরূপে পরিষ্কার কে করে তখন ?
পুত্রনাশে জননীর দীপ্ত শোকানল,
অমৃত হইয়া তাহা কে নিভায় বল্।
পুত্র বিনা বন্ধ্যানারী করয়ে রোদন,
তুমি তার নেত্রবারি করহ মোচন।
মুমূর্ষু যখন যায় মরণশয্যায়,
তখনো তাহারে তোষ অমৃত কথায়।
দুর্ভাগ্য-দলিত-জন বিরস বদন
সহাস্য করিতে পারে কে আছে এমন ?
অতএব দুঃখরাশি নিবারিতে আর
তোমা বিনা আছে, আশা ! শকতি কাহার ?
শোক-তাপ-দুঃখময় সংসার দেখিয়া
কে তোমারে ধরাধামে দিল পাঠাইয়া।
আহা মরি মরি, তিনি কিবা দয়াময়,
সদা যেন তাঁর প্রেমে মন মুগ্ধ রয়।
কভু সর্ব্বদুঃখহরা আশালতা ! তুমি,
সুখফলে সুশোভিত কর মনোভূমি,
দুর্ভাগ্যপবনে ভাঙ্গে তোমারে যখন,
কত দুঃখ দাও তুমি মানবে তখন,

অঙ্কুরিত হয়ে পুনঃ নবরূপ ধর,
আশ্বাসিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ হর !
কত যে শকতি তব বলা নাহি যায়,
কে রাখিতে পারে, আশা, স্ববশে তোমায় !
দিন দিন এ সংসার হয় পুরাতন,
তুমি সদা নব ভাব করহ ধারণ।
যে পথে ধাইলে তুমি, শান্ত রয় মন,
কেন সেই পথে, আশা ! না কর গমন ?—
হায় রে বিষয়-আশা কভু নাহি যায়,
নিবারিতে সে পিপাসা সাগর শুকায়।
রে আশা ! আমার আসা সার হ'লো ভবে,
তোরে দাসী করে আর সুখী হ'ব কবে।

(কৃষ্ণকিশোর)।

Exercise.

1. Write an essay on 'আশা'।

2. Explain :—(1) দুঃখ-ঘনে হৃদাকাশ…কে করে তখন ? (2 lines) (2) দুর্ভাগ্যপবনে ভাঙ্গে‥সেই দুঃখ হর (4 lines). (3) Last four lines.

3. Correct and re-write :—

রামচন্দ্রের মহীয়সী তেজ প্রভাবে লঙ্কা যে কিদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল, তাহা বর্ণনা সাধ্য নাই। তাহার বাণে রক্ষোকুল কলাগাছের মত কাটা হইতে লাগিল। হনুমান পরিচালিত বানরগণ মহতী ঐশ্বর্য্যশালী লঙ্কাপুরী ভস্মাবশেষিত হইল।

4. Write a short paragraph on :—

Childhood shows the man.



Ahusudan Dutta

Born—1824. A D Died—1873 A D

৮। কবির প্রার্থনা।

নমি আমি কবিগুরু, তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে—
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি' দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,

দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি সূরী ভবভূতি,
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর কালিদাস—সুমধুরভাষী ;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি সদৃশ মুরারি
মনোহর, কৃত্তিবাস—কীর্ত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার ! হে পিতঃ, কেমনে
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি' করি ক্রীড়া আমি, না শিখা'লে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি' সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
দীন আমি ! রত্নরাজি তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।)

Exercise.

1. Give at least two different meanings of each :—
স্বামী ; পাশ ; বর ; অনন্ত ; মালা ; গুরু ; পদ ; মণি ; দাস ; রস ।

2. Distinguish between :—শূর and সুর ; ভাষা and ভাসা ; বর and বড় ; আকিঞ্চন and অকিঞ্চন ।

3. Write notes on :—
ভর্ত্তৃহরি ; শ্রীকণ্ঠ ; কালিদাস ; কৃত্তিবাস ; ভবভূতি ।

4. Explain :—ইচ্ছা......ভাষা । পশিয়াছে......মন্দিরে । কবিতা রসের...তুমি ।

৯ পরশমণি।

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
অই যে অবনীতলে, পরশ-মাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশ মণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণ-ধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহার পরশ-গুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ!

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত!
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎসনা ধ'রে,
তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে?
কেবা এই সুশীতল, বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি' রাখিত ছড়ায়ে?

কে দেখা'ত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু আলো তুলে, সাজায়ে বিহঙ্গ-কুলে
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়েছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে,
না হয় মানব-চিত্তে আনন্দ-দায়িনী !—
নদী-জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষী পাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
—কঙ্করে তুষার পরে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তা'তেও আনন্দ হয় অরণ্য কুজ্ঝাটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

৪

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন।
জননী বদন-ইন্দু, জগতে করুণা-সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, মানস-মোহন

শতশশি-রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন-আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বস্থ-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়-পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি-পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার, সফল জীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

(হেমচন্দ্র)।

Exercise

১। 'পরশমণি' শব্দের অর্থ কি? ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিরূপ প্রবাদ আছে? কবি ইহাকে কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিজের কথায় বর্ণন কর।

২। অর্থ লিখ:—স্বপন, নিখিল, নিধি, তমিস্রা, কাঞ্চন।

৩। ব্যাসবাক্য ও সমাস বল:—শশাঙ্ক, শশি-রশ্মিমাখা, সোদর।

4. Abridge the following without altering the sense:—

(*a*) যে সকল ব্যক্তি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের আবেদন সর্ব্ব অগ্রে গণনায় যোগ্য।

(*b*) যখন আমি বিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম, তখন যাঁহারা আমাকে শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহাদের উপদেশ মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতাম।

১০ বিদায়।

১

মেঘাচ্ছন্ন শশধর, ধূসর তিমির,
নীরব পুলিনে মৃদুরবে খেলে নীর।
অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, কূলে অর্দ্ধকায়,
চরম শয্যায় দ্বিজবর;
শিখরে বসিয়া যুবা মুখপানে চায়,
নেত্রজল ঝরে ঝর্ ঝর্।
তরঙ্গে তরঙ্গ খেলে, প্রাচীন নয়ন মেলে,
ধীরে ধীরে কহে কথা গভীর নিশায়,—
"সময়, সমীর, নীর, দেখ বৎস! নহে স্থির,
কে জানে, কোথায় যায়, কোথা শান্তি পায়!

২

"শোক নাহি কর বৎস! ফিরা'ও না আর,
যেতে হবে এবে মহা-পারাবার-পার।
ত্বরায় ভাতিবে ঊষা কাঞ্চন-বরণ,
নবরাগে জাগিবে অবনী,
গঙ্গাজলে এ জীবন করি' সমর্পণ,
পাব রাঙ্গা চরণ-তরণী!
জীবনমরণ-ভ্রম, কর বৎস অতিক্রম,
কার্য্যক্ষেত্রে রহ, যথা পদ্মপত্রে নীর;

কার্য্য মম অবসান, কার্য্যক্ষেত্রে নাহি স্থান,
গত-জীব হেতু শোক না কর সুধীর।”
নীরব ব্র ক্ষণ, বহে মৃদুরবে নীর।

৩

পূর্ব্বভাগে নানা রাগে অরুণ উদয়
পিতৃহীন যুবা, ধরা হেরে শূন্যময়।
শব কোলে চলে যুবা, অদূরে শ্মশান,
মুখপানে চায় বার বার ;
মহানিদ্রাগত হেরে প্রশান্ত বয়ান্,
স্নেহময় কথা নাহি আর।
প্রজ্বলিত চিতানল, পরশিল নভঃস্থল,
হৃদিমাঝে শোকানল দহিল প্রবল।
শুভদিন পৌর্ণমাসা, পূত অঙ্গ-ভস্মরাশি,
চিতানল নিভাইল ঢালি' গঙ্গাজল,
প্রবল অনল হৃদে না হ'ল শীতল।

(গিরিশচন্দ্র ।

Exercise

1 What moral have you drawn from the above poem ?

2. Explain . (ক) জীবনমরণ-ভ্রম, কর বৎস অতিক্রম ; (খ) কার্য্য-ক্ষেত্রে রহ, যথা পদ্মনেত্রে নীর।

3 Derive - দ্বিজ, সমর্পণ, অতিক্রম, শোক, অনুগামী, শ্রেষ্ঠ।

4 Write an essay on (ক) পোষ্টাফিসের উপকারিতা, অথবা (খ) “সময়, সমীর, নীর, দেখ বৎস, নহে স্থির।”

তৃতীয় অধ্যায়।

১ শরতের বঙ্গ।

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে!

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।

জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠা'য়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুলি' মেঘভার আকাশে তোমার
করেছ সুনীল বরণী,
শিশির ছিটা'য়ে করেছ শীতল'
তোমার শ্যামল ধরণী!
স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরি'ছে অবনী,
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী।

পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!

আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী !

(রবীন্দ্র) ।

Exercise

1. Explain

(ক) হে মাঃ বঙ্গ শোভাতে। (খ) জননি, তোমার ভবনে ভবনে। (গ) তুলি মেঘভার সুনীল বরণ। (ঘ) জলহারা মেঘ ..নবনী। (ঙ পরেছে কিরীট মোর জননী।

2. Write an essay on পল্লীদৃশ্য with special reference to its condition in বর্ষাকাল and শরৎকাল।

3. Compose a short paragraph on নবান্ন।

4. Substitute single words for the following :—

(১) সমগ্র ক্ষিতিতল ও সমুদ্রের ঈশ্বর ; (২) পরিশ্রমের অপেক্ষা করে, (৩) অবশ্য হইবে , (৪) পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত।

5. Combine the following simple sentences into one simple sentence

দশরথ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ছিলেন। রামচন্দ্র বনে গমন করিলেন। দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইলেন। তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

6. Compare and contrast শরৎকাল of Bengal with *that* of any other country you know of.



Pandit Srijut Sivanath Shastri, M. A.

২ জনৈক নির্ব্বাসিতের উক্তি।

১

একি হে জলধি! আজ করি বিলোকন
কেন হে ভীষণভাব করেছ ধারণ?
এহেন চপল কেন তোমার হৃদয়
হইল, অপার সিন্ধু! বল এ সময়?
কেন হে তরঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে বার বার
করিছ আঘাত কূলে? হায় হে আমার
দুঃখ দেখে রত্নাকর! হ'য়ে কি দুঃখিত,
তোমার হৃদয় আজ হলো উচ্ছ্বলিত?

২

নতুবা গম্ভীর তুমি বিদিত ভুবনে ;
একি দেখি নীর-নিধি ! কি ভাবিয়া মনে,
খেলিছ মত্তের মত এ হেন সময় ?
জান না কি এ পাপীর চঞ্চল হৃদয়
হইত সুস্থির ভাই, ক'রে দরশন
তোমার গভীর মূর্ত্তি ; অভাগার মন
হেরিয়া তোমার ভাব হইত সরল ;
সেই তুমি আজি কেন এরূপ চপল ?

৩

তুমি যদি ভুলিলে হে আপনারে ভাই !
বল তবে, হতভাগ্য কার কাছে যাই ?
আপন পাপের ফল ভোগ করিবারে,
আজি এই জনশূন্য জলের মাঝারে ;
নাহি হেথা সুতজায়া সান্ত্বনা ক'রিতে
এহেন বিপদ-কালে ! নাহি কেহ দিতে
এক বিন্দু নেত্রজল আমার রোদনে ;
মনের যাতনা মম থেকে যায় মনে।

৪

যে দিকে ফিরিয়া চাই দেখি শূন্যময় ;
উদাসে সতত কাঁদে পাপিষ্ঠ হৃদয়।

চাহি' আমি বন পানে দেখি তরুগণ,
নতমুখে যেন সবে করিছে রোদন ;
অভাগার দুঃখে যেন তা'রাও কাতর,
দাঁড়ায়ে রয়েছে সবে বিরস অন্তর।
চাহি' আমি নিশাকালে গগনমণ্ডলে—
দেখি যেন সুধা-নিধি মম ভাগ্য বলে,

৫

হার'য়ে শীতল কান্তি মলিন বদনে
কাঁদিছে পাপীর দুখে বসিয়া গগনে।
চাহি আমি শোকভরে এদিকে যখন,
তখন তটিনীপতি ! করি দরশন,
যেন তুমি এ পাপীর দুঃখেতে দহিয়া,
কূলে কূলে এ বারতা বেড়াও ঘুষিয়া।
দিবা অবসান-কালে যবে দিনমণি
ধীরে ধীরে তব নীরে ডোবেন আপনি,

৬

যবে বিহগের কুল তোমা পরিহরি'
যায় সবে নিজ নীড়ে কলরব করি ;
যবে সুখময়ী ধরা কুসুম-দশনে,
হাসেন মনের সুখে বিমল গগনে ;

খেলায় চাতক যবে হ'য়ে একতান,
আনন্দে মাতিয়া করে ঈশ-গুণ-গান,
এই হতভাগা শুধু একাকী তখন
আসে ভাই নীর নিধি! করিতে রোদন

৭

বসিয়া তোমার কাছে। সে হেন সময়ে
না হয় সুখের লেশ এ পাপ-হৃদয়ে!
ছিলাম পরমসুখে। কেন পাপী মন
পড়িল লোভের ফাঁদে হইতে মগন
অপার দুঃখের নীরে? হায়রে দুর্ম্মতি!
না ভাবিলি সে সময়ে এ সব দুর্গতি।
দারা, সুত, ভাই, বন্ধু, প্রিয় পরিবার
না পাইল তোর কাছে তিল অধিকার!

৮

যে ধনের লোভে তুমি হ'য়ে জ্ঞান-হারা
ভুলেছিলে অনায়াসে নিজ সুতদারা,
বল রে পাপিষ্ঠ মন, বল রে এখন,
কোথায় রয়েছে প'ড়ে সেই পোড়া ধন!
এই যে জীবনাবধি নির্ব্বাসিত হ'য়ে
রয়েছ জলধি মাঝে বিষণ্ণ হৃদয়ে,
এসেছে কি হেথা ধন, বল রে অজ্ঞান,
তোমার দুঃখের বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ!

৯

স্থির হও রত্নাকর! করহে শ্রবণ
অভাগা বিনয়ে যাহা করে নিবেদন।—
"হায়, কিছু দিন পরে জীবন আমার
হইবে বিলীন ভাই সমীপে তোমার!
ঐ যে কুটীর দেখ—আমার সমান
গলিত মলিন বেশ; করিবে প্রদান
উহা মম পরিচয়, কিছু দিন তরে,
অবশেষে যাবে কিন্তু ধরার উদরে।

১০

তুমি তো প্রবল সিন্ধু! হেথা চিরকাল
থাকিবে সমান ভাবে, সমান করাল।
যদ্যপি পথিক কেহ উঠে কি কখন
এই জনশূন্য তীরে, চিন্তাতে মগন
হইবে নিশ্চিত ভাই, ক'রে দরশন
আমার গৃহের শেষ; ভাবিবে তখন
দাঁড়ায়ে তোমার তীরে,—"কে এখানে ছিল,
কিবা নাম, কোথা ধাম, কবে বা মরিল,"—

১১

ব'লো হে তাহাকে তুমি, রতন-আধার।
"কিছুদিন ছিল হেথা এক দুরাচার;
—পড়িয়ে লোভের ফাঁদে পাপ কর্ম্ম ক'রে,
ছিল হেথা কারাবাসে জীবনের তরে,

জানি না তাহার নাম, কোথা তার ঘর,
কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেবা তার পর।
এই মাত্র জানি আমি দিবা অবসানে,
আসিত সে মৃদুপদে আমার এখানে।

১২

"বসে' এই তরুতলে করিত রোদন
রাখিয়া কপোল করে, ভাসিত বদন।
যাও হে পথিক! যাও; কেন বার বার
জিজ্ঞাস দুঃখের কথা সেই অভাগার!
যাও তুমি নিজগৃহে; ছুঁওনা চরণে
ছুঁও না মৃত্তিকারাশি, কি জানি কেমনে
সঞ্চারিবে গুরুপাপ তোমার অন্তরে,
পাপ-অস্থি আছে তা'র উহার ভিতরে।"

Exercise.

1. Give a short summary of the poem.

2. Make nouns from adjectives and *vice-versa* —

ন্যায়, পিতা, অন্তর্হিত, মুগ্ধ, করুণা, স্বপ্ন, তরঙ্গ, চঞ্চল, সরল, পাপ, উপদেশ, কোমল, প্রভাব।

3. Convert the following complex sentences into a compound one :—(ক) যদিও তিনি ধনী, তথাপি তিনি সুখী নহেন। (খ) যদিও তাঁহার সামর্থ্য নাই, কিন্তু সাহস আছে। (গ) যদি তুমি ধনবান্ হইতে, তাহা হইলে তোমার এরূপ বিপদ্ ঘটিত না।

4. Write an essay on any of the following :—

(ক) দুর্গোৎসব; (খ) মহরম; (গ) কলিকাতা।

৩ হিমালয়-শিখর।

নিশার আঁধার-রাশি করিয়া নিরাশ
রজত সুষমাময়, প্রদীপ্ত তুষারচয়,
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ;
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্,
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে,
দিগন্ত-সীমায় গিয়া যেন অবসান!
শীর্ষোপরি চন্দ্রসূর্য্য, পদে রাজে পৃথ্বীরাজ্য,
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি' শির, ছেলেখেলা পৃথিবীর,
ভ্রূ-বিক্ষেপে যেন সব করিছে দর্শন।
কত নদী, কত নদ, কত নির্ঝারিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি', তার করে আস্ফালন!
মানুষ বিস্ময়ে, ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হ'য়ে,
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!
চৌদিকে বিপুল ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীত সমীরণে, দুলায়ে পাদপ-গণে,
বহিছে নির্ঝরে বারি করিয়া চুম্বন;
হিমাদ্রি-শিখর-দেশ করি' আবরিত,
গভীর জলদ-রাশি, তুষার-বিভায় নাশি,
স্থিরভাবে হেথা সেথা রয়েছে নিদ্রিত।

পর্ব্বতের পদতলে, ধীরে ধীরে নদী চলে
উপলরাশির বাধা করি' অপগত,
নদীর তরঙ্গকুল, সিক্ত করি' বৃক্ষমূল,
না'চছে পাষাণ-তট করিয়া প্রহত !
চারিদিকে কত শত কল কলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারা'য়ে চাদে
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি' কবরীর তারা।

(বনফুল)।

Exercise

1. Write an essay on হিমালয় or বর্ষাকাল।

2. Point out, in the above poem, the words that are exclusively used in poetry and give their proper prose synonyms.

3. Correct the following :— ঈদৃশ হীনাবস্থায় অবস্থিতি হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ সর্ব্বতভাবে শ্রেয়স্কর ; আমার স্বভাব এই যে, গুণমানের ও ধার্ম্মিকের মনোকষ্ট দুর করিবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকি।

4. Frame Samasas with each of the following :— চক্ষের জল ঝরিতে ঝরিতে ; বিপথে ভ্রমণ করিতেছে যে ; মক্ষিকাশূন্য প্রদেশ ; যোগ্য সম্মানের সহিত।



Rai Dina bandhu Mitra Bahadur.
1830 A. D. Died—1873 A. D.

৪ মোগল-রাজলক্ষ্মী।

১

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল' দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী-কূলে ;

আভাহীনা, আভাময়ী তবু জানা যায়,
চিকণ নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায় ;
আনিতম্ব-বিলম্বিত ছিল এক বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি-মুক্তা-শ্রেণী ;
এবে বিষাদিনী, বেণী খুলেছে থানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তা-পুঞ্জ পড়েছে মাণিক।
হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল,
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জ্বল,
'পড়িতেছে গলে' তাহা অশ্রুবারিসনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে,
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁধে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;
ছড়াইয়া আছে বালা চরণ-যুগল
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক-বিপিনে যেন জনক-দুহিতা।

২

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী-রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—

"কে বাছা সুন্দরী তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাদিনী ?"
গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে,
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগর-ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে।
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব।
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন ?
আমি মাতা, কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী
পাগলিনী যেন মণি-বিহীনা ফণিনী,।
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
শিহরি' লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়—
'মোগলের রাজলক্ষ্মী' পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি' বালা হ'লো অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

Exercise.

১। মোগল রাজলক্ষ্মী পলাশীর মাঠে কাহার নিকট কিরূপে মুকুট হারান, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। রাজলক্ষ্মীকে এখানে অর্দ্ধালঙ্কৃতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে কেন?

৩। অর্থ লিখ :—(ক) আভাহীনা, আভাময়ী তবু জানা যায়। (খ) বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল। (গ) ভাবনায় জনকদুহিতা। (ঘ) নিঃস্বদস্থ, ভীমনাদ, জলবিম্ব অনুভব। (ঙ) পাগলিনী যেন মণি-বিহীনা ফণিনী।

৪। "সসাগর ধরাধামে·· দ্বীপান্তরে গিয়ে"—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে?

5. Correct the following :—(a) আমাদের এই শোচনিয় অবস্থা নীরিক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অন্তকরণে কিঞ্চিমাত্রও কারুণ্যভাব সঞ্চার হইল না। (b) তিনি অধিনস্থ কর্ম্মচারীগণকে আবশ্যকীয় দ্রব্যসমুহ সংগ্রহ করিতে বলিলেন। (c) মহারাজা কার্য্যে বাহুল্যতা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইল না।

6. Write a letter in Bengali to your friend about your Examination.

---

৫ ভূ-চিত্র।

১

অহহ! ভূ-চিত্র, তুমি ভিত্তির মাঝারে
নীরবে দুলিছ কেন বল না আমারে?
নর্ম্ম-সখা খুলি' যথা মনের কবাট
দেখায় প্রাণের মিত্রে হৃদয়ের নাট,
সেইরূপ অকপটে খুলিয়া অন্তর
দেখাইছ ধরণীর মূরতি সুন্দর।

পদব্রজে বহুকাল ভ্রমি' চরাচরে
না হেরে নয়ন যাহা, তোমার অন্তরে
অনায়াসে হেরি' তাহা আনন্দে অধীর
হইয়া ত্যজয়ে কভু পুলকাশ্রু-নীর।

২

হরিদ্বার, গয়া, সোমনাথ, হিমালয়
অনায়াসে দেখাইছ খুলিয়া হৃদয়।
"মনোহর স্থান সেই বদরী-ভবন—
সত্যবতী-সুত-ব্যাস-নন্দন-কানন,"
এই কথা পুরাণেতে শুনিয়া শ্রবণে,
মানস-বিহঙ্গ ধায় দেখিতে নয়নে;
এই কি সে কাশীধাম ত্রিদিব সমান,
যথায় যাপেন কাল করি সাম-গান
যতেক পরমহংস, সুমধুর স্বরে?
ধন্য হে ভূ-চিত্র, তুমি ধরণীভিতরে!

৩

হিমালয় নামে গিরি অতি মনোহর,
যথায় ভবানী সহ থাকেন শঙ্কর;
তোমার হৃদয়ে যেন নীলকান্ত-হার
রুচির শোভায় আহা শোভিছে অপার!

ভারত-হৃদয় ভেদী বিন্ধ্য-গিরিবর,
শোভিয়া রয়েছে কিবা দেখিতে সুন্দর।
কত শত স্রোতস্বতী বাহু প্রসারিয়া
ধাইছে সাগর-মুখে ব্যাকুল হইয়া।
কালিন্দী-সখীর কর ধরিয়া যতনে
এই কি ধাইছে গঙ্গা কুটিলগমনে।

৪

যথায় শ্রীরামচন্দ্র করেছেন লীলা,
এই কি সে গোদাবরী প্রসন্ন-সলিলা ?
এই কি সে চন্দ্রভাগা পবিত্র-কারিণী,
এই কি সে সরস্বতী ত্রিতাপ-নাশিনী ?
অতিবেগে মিশরের হৃদয় ভেদিয়া
এই কি সে নীলনদ যাইছে ধাইয়া ?
এই কি নগরী রোম বীর-প্রসবিনী
শোকে যাপিতেছে কাল বসি' একাকিনী ?
অনাথ রমণী যথা নিবিড় কাননে
কাঁদে একাকিনী বসি' বিষণ্ণ বদনে।

৫

ব্যাবিলন্ নামে সেই সুখের ভবন
এই কি, নীরবে কাল করিছে যাপন ?

এই কি বিলাত নামে লণ্ডন নগর
সাগর-হৃদয়ে যাহা শোভিছে সুন্দর ?
কেশবের শ্যাম অঙ্গে সোনার পদক
শোভে যথা মাঝে করি উজ্জ্বল হীরক।
এই কি প্যারিস্ অহো—বিলাস-ভবন
শত শত ভাবুকের চিত্ত-বিনোদন ?
অসংখ্য ঝরণা আহা করি কলতান
ঝর ঝর গাইতেছে ঈশ্বরের গান ;

৬

কত শত মরুস্থলী হেরিয়া নয়নে
উঠিতেছে ভাবের লহরী মনে মনে।
কত শত গণ্ডশৈল তুলিয়া শিখর
শোভিয়া রয়েছে ধরণীর কলেবর।
এই কি সে পিরামিড্ উন্নত শিখর
যাহা বহিতেছে পৃষ্ঠে ধরিয়া মিশর ?
শত শতকোটি-পাত তৃণ সম গণি'
সমভাব আছে যেন বীর-চূড়ামণি।
এই কি 'সাহারা' মরু অতি ভয়ঙ্কর,
যাহা হেরি' পথিকের কাঁপয়ে অন্তর ?

(জয়গোপাল)।

Exercise.

1. Write notes on :—হরিদ্বার, গয়া; ব্যাস, সোমনাথ, হিমালয় বদরীভবন, কাশীধাম; হিমালয়; বিন্ধ্য; কালিন্দী; গঙ্গা; গোদাবরী, চন্দ্রভাগা; সরস্বতী, মিশর; নীল (Nile), ব্যাবিলন্; রোম লণ্ডন প্যারিস, সাহারা; পিরামিড্।

2. Give the meanings of :—
নম্র, নাট, পরমহংস, সামগান, ত্রিতাপ নাশিনী।

3. Correct :—উব্বরা ক্ষেত্রে ভয়ানক শস্য জন্মে। রাজাগণ আয়াধীন প্রজাগণকে শাস্তি দেন। আমার তাদৃশ বৈভব নাই, যে সকলকে সাহায্য করিতে পারি। যাহারা এই পুষ্করিণীতে কাপড় ধৌত কিম্বা বাসন মাজিবে তাহাদিগকে ধৃতপূৰ্ব্বক দণ্ডনীয় হইবে।

---

৬ বিষপাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী।

স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল?—
সমুদ্র-মন্থনে যাহা দেবতাসকল
উঠাইল যত্ন করি'। পিতার আদেশ
পালিবারে;—হলাহল স্মরিয়া মহেশ
মুহূর্ত্তেকে করি পান আহ্লাদ অন্তরে,
দেখুন আমার কার্য্য দেবতা-নিকরে।
পরিণয় কালে নারী বসন-ভূষণে,
স্ব-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বিবিধ রঞ্জনে
রঙ্গে সুকোমল তনু। আমিও তেমন
পরিয়াছি চেল-বস্ত্র সুবর্ণ রতন

সাধিতে পিতার আজ্ঞা! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হ'তে,—জীবন সফল
বিসর্জ্জি' পরাণ করি' সর্পবিষপান,
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ! স্বর্গে পাই স্থান।

(রামদাস।)

Exercise.

1. কৃষ্ণকুমারীর জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখ।

2. Frame sentences to illustrate the different meanings and uses of কাল, কবে, চাল, পারে।

3. Correct:—বাস্তিক ভাব। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বধূমাতা প্রণাম দিলেন। মান্যনীয় গুরুজনবর্গ সমূহকে অমান্য করা অনুচিত। রাম ও লক্ষণ দুই সহোদরে বনে গমন করিলেন। কালিদাসের সমতুল্য কবি আর দ্বিতীয় নাই। সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। রাম দুরাবস্থাবশতঃ পৈত্রিক ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। তাহার সৌজন্যতায় আমি সাতিশয় সন্তোষ হইয়াছিলাম।

4. Write down single words for each of the following expressions:—

যাহাতে অতি কষ্টে আরোহণ করা যায়; যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; যতদিন জীবিত থাকিবে।

৭ বেলা যায়।

একদা পল্লীতে কোন রজকের গেহে
ডাকিছে বালিকা এক ব্যাকুলিত স্নেহে
নিদ্রিত পিতারে ;—'ওঠ বাবা, বেলা যায় !
—অস্তমান সন্ধ্যাসূর্য্য অন্তর্হিত-প্রায়।'
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চারিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, দুটী কথা
চলে গেল সেথা।—নিস্তব্ধ শিবিকামাঝে
ধ্বনিল কম্পিত-কণ্ঠ মর্ম্মাহত লাজে ;—
'ওরে বেলা যায়'। বিস্মিত বাহকগণ
নামা'ল শিবিকা। লালা কম্পিত চরণ
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিলা ডাকিয়া,—'বেলা যায়' !
ফেলিলেন খুলি' বসনভূষণ যত ;
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায়। স্বপ্নাহত ;
শুভক্ষণে আপনারে কুড়া'য়ে লইলা
বন্ধনবিহীন। অদোসর, বাহিরিলা
ধরণীর মুক্তক্রোড়ে। জ্বলে বহ্নিকণ
ছল ছল নেত্রপ্রান্তে ; কি জানি দাহন

অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের ! ঊর্দ্ধে চাহি'
নিশ্বাসিলা। কোথা হ'তে উঠিলেক গাহি'
সেই দুটি কথা, 'বেলা যায়,' 'বেলা যায়'—
বিশাল অনন্ত ভরি' গম্ভীর সন্ধ্যায়।
সতর্ক ভৎ'সনা-ভরা শাণিত শাসন
গর্জ্জিল কি স্নেহ-রোষে উদার গগন ?
হু হু করি' সান্ধ্যবায়ু ফেলিয়া নিশ্বাস
ছুটে এল শূন্য হতে ; ত্যজি' দিবাবাস
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইল আঁধারে ;
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত পাথারে,
গেল ত্রস্তে হারাইয়া ! কোথা গেল রবি
সুদূর দিগন্ধ মাঝে ? মুছে গেছে ছবি
দৃপ্ত দিবসের। ফিরে আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি' ; হেরিয়া গোধূলি
কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রপাশে রুদ্ধ বেদনায়'
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক্ ভরা
কেবল বিদায়-যাত্রা ; মুক্ত, মায়াহরা,
মহান্ গমন !—ছুটিলা তৃষিত মনে,
কাঁ'র শুভ করুণার শুভ আকর্ষণে !
লক্ষ কোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হ'ল তার,
নীরবে দেখাল' পথ নাশি' অন্ধকার !

সহজ, সুপরিচিত, বহু উচ্চারিত
সেই দুটী পুরাতন কথা, রোমাঞ্চিত
অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে
শত শত-মুগ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে !

(প্রমথ)

Exercise.

1. Who was লালাবাবু? Give a short description of him.

2. How *Lala Babu* was inspired and why he left the world?

3. Explain the last four lines.

4. Write a letter in Bengali to a friend, describing your "Visit to a sacred place" or "Your school."

5. Write paragraphs on —(১) পুষ্প ; (২) নদী ; (৩) ভক্তি

6. Change the voice of the following

(*a*) বীরবর তীক্ষ্ণ শরাঘাতে কেশরীর প্রাণসংহার করিলেন। (*b*) বৈশাখ মাসে নভোমণ্ডলে বৃহৎ ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল। (*c*) তস্কর নগরপাল কর্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হইল।

7. Turn the following affirmative sentences into negative ones, keeping their sense in tact :—

(*a*) তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। (*b*) তোমাকে ত সমুদায় কহিয়াছিলাম। (*c*) বালকেরা সর্ব্বদা চঞ্চল। (*d*) যেন পুনরায় আমরা আপনার দর্শন পাই।



Nabin Chandra Sen.
Born 1846 A. D. Died—1909 A. D.

৮ কে বলিতে পারে।

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে
বিপদ ভুজঙ্গ-প্রায়, গরল-মণ্ডিত কায়,
গরজিয়া আসিতেছে হায়! অভাগারে
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে?
কিংবা অন্তরালে বসি' সৌভাগ্য-সুন্দরী
সাজিয়া মোহিনীসাজে, ফুলমালা করে,

আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনক-মুকুট-শিরে,
বরিবে আদরে বরে, যথা স্বয়ংবরে
সলাজে কুসুম হারে নারী-কুলেশ্বরী।
কে বলিতে পারে এই জীবন্-সাগরে,
কখন্ উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;
বিপদ-নীলোর্ম্মিকুল, কাঁপাইয়া উপকূল,
উঠিবে গগনপথে ; ভেদি' পারাবার,
মগনিবে দেহতরী জলধি-অন্তরে ?
অথবা কখন্ পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজলিয়া জলধি-হৃদয়,
চন্দ্রের কিরণ তলে, হাসিবে তরঙ্গ-দলে,
চুম্বিয়া শতেক চন্দ্রমুখ সুধাময়
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?
পাঠক !—আজি তুমি অবনীর রাজ-রাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণ-সিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্য অভাবসনে,
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর-জীবনে,
—প্রণয়, বিষয়, সুখে প্রফুল্ল অন্তর—
জানিলাম মূঢ় তুমি আমার মতন,
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে ?
এই স্তূপাকার প্রায়, একটী তরঙ্গ যায়,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে ?

রাজার ভবন হবে বিজন কানন।
কিংবা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়,
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি' অশ্রুনীরে ?
এই চিন্তা-বিষধরী, এই দুঃখ-বিভাবরী,
কতদিন রবে আর, পোহাবে অচিরে ;
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায়।

Exercise.

1. Give the moral of the poem.
2. Explain the similes occurring in it.
3. Form adjectives from the following :—

পাক, ব্যুৎপত্তি, অনুরাগ, আহ্বান, গোপন, মোহ, and পরিবার।

4. Write in different forms the sense of the following :—

(a) তিনি মরিয়া গিয়াছেন। (b) শিকারী একটা ব্যাঘ্র মারিলেন। (c) আমি চন্দ্র দেখিতেছি।

৯ বালকের মুখ।

তামসী নিশার শেষে দেখিয়া তপনে,
যত না আনন্দে রসে কল্পনা-নলিনী ;
গ্রহণান্তে তারাকান্তে নিরখি' গগনে,
যত না প্রমোদে মজে চিত্ত-কুমুদিনী,
উছলে মানস মাঝে ততোধিক সুখ,
হেরি' সরলতাধার বালকের মুখ।
সদা তথা খেলে হাসি মানস-মোহন,
শিহরিয়া মেঘে যেন বিজলি সুন্দর,

সদা তথা হ'তে ঝরে মধুর বচন,
সুধাকর হ'তে যথা সুধার নির্ঝর ;
সে আননে প্রফুল্লতা সদা প্রকাশিত,
মনে লয় যেন পদ্ম চির-বিকশিত।
নাহি তথা চিন্তা-জ্বর বিরামনাশক ;
নাহিক কলুষ তথা ধর্ম্ম-শান্তি চোর ;
নাহি তথা দ্বেষহিংসা, দুরন্ত দংশক
হেথা' সর্প, সদা পর-অপকারে ভোর,
ন আছে ছলনা তথা, নাহি কুকৌশল ;
শোভে মাত্র নির্দ্দোষতা কনক-কমল।
সে মুখের সুমধুর আধ আধ ভাষ,
শুনিলে আহ্লাদ যত উথলে হৃদয়ে ;
পারে কি কখন দিতে সেরূপ উল্লাস,
গাইয়া গায়ক রাগ-তাল-মান-লয়ে,
অথবা কোকিল-কুল বসন্তাগমনে,
কিংবা ভাল শ্লোকমালা গাঁথি কবিগণে ? (রাজকৃষ্ণ)

Exercise.

1. Explain :—(ক) তামসী…বালকের মুখ। (খ) নাহি তথা চিন্তাজ্বর বিরামনাশক…নাহি কুকৌশল।

2. Write simple sentences each containing an opposite of one of the following words :—দ্রুত, অল্প, বর্ত্তমান and উদিত।

3. Substitute equivalent phrases for the following : সতৃষ্ণনয়নে ; অনর্থক কালহরণ ; সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক।



Srijut Bisvesvar Chakravarti.

১০ স্রষ্টা।

১

কে তুমি জগৎ-সখা, বিশ্ব পটে দেও দেখা,
মোহন আলেখ্য লিখি,' পটু চিত্রকর!
অগাধ আকাশ-পট, কে জানে কোথায় তট!
অসংখ্য অনন্ত ছবি শোভে থরে থর!
শোভে থরে থর মূর্ত্তি মনোহর,
স্বপ্ন-আবরণে ঢাকা কলেবর ;
অনন্ত, অস্ফুট অধিক সুন্দর!

২

অসীম অম্বর-পথে ভ্রমিয়া কল্পনা-রথে,
কতই জগৎ-পাঁতি দেখিবারে পাই ;
বৃহৎ গোলকগুলি, ব্যোম-পথে দুলি দুলি,
ছুটিছে তড়িদ্ বেগে যে দিকে তাকাই।
যে দিকে তাকাই দেখিবারে পাই
নিশার আঁধারে জ্বলিছে সদাই
শত দীপ-মালা ;—শূন্য শূন্য নাই !

৩

চাহিলে গগনপানে পরশে উদাস প্রাণে
অনন্ত সৃষ্টির ছায়া, অনন্ত রচনা !
যতই কল্পনা ধায়, এ বিশ্ব বাড়িয়া যায়—
শূন্যের উপরে শূন্য ! নিরস্ত কল্পনা।
নিরস্ত কল্পনা ; পরাস্ত ভাবনা।
অসীমের সীমা ?—শুধু বিড়ম্বনা।
অহো ! কি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-রচনা !

8

কৌমুদী-কনক-বাসে হরষে রজনী হাসে ;
অঞ্চল লুটায়ে চলে ধরণী-উপর ;
তরল কাঞ্চন ঢালা ধরণীর গাছপালা,
সুনীল গগন-তলে সাজে মনোহর।

সাজে মনোহর সুনীল অম্বর,
বুকে করি' শশী, তারকা-নগর,
শাদা শাদা মেঘ নীলের উপর !

৫

এ হেন বিভব কত, আঁখি'পরে অবিরত
ভাতিছে, হে বিশ্বপতি ! গাইয়া তোমায়।
অনন্ত এ বিশ্ব-পটে তোমার শকতি রটে,—
জীবন্ত, উৎসাহময়, তোমার ছায়ায়।
তোমার ছায়ায় রবি প্রভা পায়,
জলদে বিজলি বিমানে খেলায়,
চন্দ্রিকা-চুম্বনে জলধি ঘুমায়।

৬

কে বলে অদৃশ্য তুমি, বিশ্ব যাঁ'র লীলা-ভূমি ?
বিম্বিত যাঁহার মূর্ত্তি এ বিশ্ব-দর্পণে ?
কে হাসে ঊষার হাসি, প্রীতি কা'র পুষ্প-রাশি,
অনন্ত নীলিমছায়া কে হয় গগনে ?
কে হয় গগনে তড়িতের সনে
অশনির রব ? ভীম প্রভঞ্জনে
কে করে বসতি, নব নীল ঘনে ?

৭

প্রচণ্ড নিদাঘকালে, কে দেয় আকাশে তুলে
টানিয়া সিন্ধুর জল, করিতে বর্ষণ ?

আকাশে জলের রাশি বাষ্পাকারে যায় ভাসি',
অনিলে কে দেয় ব'লে হইতে বাহন ?
হইয়া বাহন চলে সমীরণ,
চলি যায় আর করে বরিষণ,—
ভূতলের জল ভূতলে পতন।

৮

তৃষিত ধরণী-গায় বৃষ্টি-ধারা বহি' যায় ;
সে বারি উদর পূরি' ধরা করে পান।
ধরার উদরে জল, উৎসের জীবন-বল,
পুনঃ উঠি' বহে স্রোত ;—কাহার বিধান ?
কাহার বিধান, সলিল-নিধান,—
শত প্রবাহের সমাধির স্থান,
গগন-বিহারি-নীরদ-নিদান ?

৯

শ্যামল-যৌবন ধরা, মধুমাসে সুখ-ভরা ;—
কে ছড়ায় ফুল-রাশি তাহার শরীরে ?
ছিঁড়িয়া পুরাণ বাস, তরুরে কর প্রকাশ,
নব শ্যাম পরিচ্ছদে, নাচায়ে সমীরে।
নাচায়ে সমীরে লতিকা-সখীরে
মঞ্জুল নিকুঞ্জে জাগাও পাখীরে ;
সঙ্গীত-লহরী উঠে ধীরে ধীরে।

১০

বিরাজ, হে বিশ্বেশ্বর ! ব্যাপিয়া এ চরাচর ;
কিবা তুমি নও, দেব ! প্রেমিক-নয়নে ?
যেখানে প্রেমিক চায়, তোমারে দেখিতে পায়,
ভূধরে, সাগরে, কিংবা নির্ঝরে, কাননে।
নির্ঝরে, কাননে, অথবা গগনে,
আঁধারে, আলোকে, জীবনে, মরণে,
নেহারে পুলকে তোমার আননে।

Exercise.

1. Derive :—জগৎ, মোহন, স্বপ্ন, কল্পনা, সৃষ্টি, পতন, শ্যামল।

2. Distinguish between :— গোলক, গোলোক ; দ্বীপ, দীপ ; অশ্ব, অশ্ম ; আপন, আপণ।

3. Explain :—(১) তোমার ছায়ায়, রবি প্রভা পায়,...চন্দ্রিকাচুম্বনে জলধি ঘুমায়। (২) কাহার বিধান, সলিল-নিধান,... ...গগন-বিহারি-নীরদ-নিদান।

4. Give the purport of the following :—প্রচণ্ড নিদাঘকালে, কে দেয় আকাশে তুলে, টানিয়া সিন্ধুর জল, করিতে বর্ষণ ?

5. Rewrite in simple Bengali, avoiding compounds as far as possible :—পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লা যামিনীর সহিত অমাবস্থার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়কুটীরের সেরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

১ আশার ছলনা।

১

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে '
জীবন-প্রবাহ বহি,' কালসিন্ধুপানে ধায়—
ফিরা'ব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুঃহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ?—এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত কাল রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অম্বুমুখে অম্বুবিম্ব সদ্যঃপাতি !

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে,—কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে, বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে,
এ তিনের ছল সম, ছল যে এ কু-আশার।

৪

বাকি কি রাখিলি তুই, বৃথা অর্থ-অন্বেষণে
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষতমাত্র হস্ত তোর মৃণাল কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

৫

যশোলাভ-লোভে আয়ুঃ কত যে করিলি ব্যয়,
ক'ব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে, অন্ধ কীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য বিষ-দশন, কামড়ায়ে অনুক্ষণ,
এই কি করিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় !

(মধু।)

Exercise.

1. Give a summary of the poem.

2. Explain :-

জীবন-প্রবাহ·· কেমনে ? জীবন-উদ্যানে ··রবে ? ক্ষণপ্রভা····· ·ধাঁধিতে। মাৎসর্য্য· ····অনিদ্রায।

3. Give the different meanings of

নিত্য ; দশা ; পদ ; বিগ্রহ ; সিন্ধু ; অর্থ।

4. Name and expound the Samasas of —কালসিন্ধু, আয়ুঃহীন ; বিষদশন ; হুতাশন ; সতীর্থ ; পরলোকগত ; বীতস্পৃহ, স্মৃতিপথ।

5. Derive - শৈব, গাঙ্গেয়, দৌহিত্র, সৌম্য, দিব্য।





Hemchandra Banerjee.
Born—1245 Bang Avda. Died—1310 B. A.

২ জীবন-মরীচিকা

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে—
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে ?
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী-আকারে ;
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।

২

কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে !
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কতলুব্ধ আশা আসি' স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্যসুখে পরিপ্লুত"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময়, সংসারে।

৩

মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুম-গন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল, সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোগত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, ল'য়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহরে।

৪

ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।

পড়ে’ থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্নদুর্গ-প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত,
মর্ত্ত্যবাসিমনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতারে!
ধর্ম্মনিষ্ঠা-পরায়ণ সুচারু পবিত্র মন,
বিমল স্বভাব সেই যুবা এবে কোথারে।

৫

অসত্য কলুষ-লেশ, বিধিলে শ্রবণ-দেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
কোথা সে দয়াদ্র-চিত্ত, সংকল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখবিমোচন এ দুরন্ত সংসারে।
অত্যাচার উৎপীড়ন করিবারে সংযমন,
না করিত যেইজন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ,
সে তেজস্বি মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথারে।

৬

কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি’ আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশো-রবি-আভা রে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে দিব্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য
হ’য়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।

স্বদেশ-হিতৈষী কেহ ভাবিয়ে অসীম স্নেহ
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে।

৭

কা'রও চিত্তে অভিলাষ, হ'য়ে সারদার দাস,
পিবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধারে।
কালের করাল স্রোতে ভাসে যবে জীবনেতে
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে!
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈষম্যদশা নিগড়েতে বাধা রে।

৮

দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গো কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে।
কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যেই সখ্যপাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে!
সহপাঠী ক্রীড়াচর, অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে!

৯

পতঙ্গপালের মত, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য-সাধনে রত, কেবা ভাবে কাহারে।

আহা পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি' শমনের প্রহারে ;
গগন নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে ক্বচিৎ কভু মৃদু রশ্মি-মাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা-চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীল নভোমাঝারে।

১০

দিন দিন কতবার জাগ্রতে নিদ্রিতাকার
স্বপ্নে স্বপ্নে ভাসিতাম নদ-হ্রদ কান্তারে ;
বসন্ত-বরষা-কালে, পিকবর, মেঘজালে
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে !
সে সাধু তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচাবে জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁ রে ?
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী-সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধ-চিতা-অঙ্গারে ?

Exercise.

1. Give the antonyms of
প্রসারণ ; বিচ্ছেদ ; সরল ; সমষ্টি ; অমৃত ; অনুকূল।
2. Give the synonyms of :—
পত্র ; গ্রহণ ; প্রকৃতি ; দ্বন্দ ; গুরু।
3. Correct :—লৌহ আমাদের অত্যান্ত ব্যবহায্যনীয়। শকল কাযই সাবধানপুর্ব্বক করা উচিত। দেবী আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং আমার প্রতী সন্তোষ হউন। আমি আগত রবীবাড়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমার পুত্রের সুভ অন্নপ্রাসন কল্য হইবে বিধায় মহাশয়কে পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রন করিলাম।

4 Derive ; রম্য ; পলায়ন ; ক্রীড়াচর ; অভিলাষ ; অগ্রগণ্য ; বিমোচন ; দূরগত ; অনুরোধ ; ভূধর।

5. Expound the Samasas :— পঞ্চভূতমাঝারে ; মর্ত্ত্যবাসিমনোরথ ; ভেদাভেদ ; অগ্রগণ্য ; স্বদেশ-হিতৈষী ; বিষমবৈষম্যদশানিগড়ে ; গগন-নক্ষত্রবৎ ; সহপাঠী ; নদহ্রদকান্তারে ; স্বর্গবাসী-সিংহাসন।

6. In your own words trace the different stages of human life as depicted in this poem, with the characteristic features of each.

---

৩ দশরথের প্রতি কৈকেয়ী।

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তা'র কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
বকুল-কুসুম-ফুল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ

মুহুর্মুহু হুলুধ্বনি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গায়িছে গায়িকা ?
কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যামহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে রঘুকুলরথী ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে।
হা ধিক্ ! কি ক'বে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত "অসত্যবাদী রঘুকুলপতি।
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !

ধর্ম্ম-শব্দ মুখে—গতি অধর্ম্মের পথে !”
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তা'র কাট তুমি আসি
নরবর ; কিংবা দিয়া চূণকালী গালে
খেদাও গহনবনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্য-প্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজপদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত—ভারতরত্ন রঘুচূড়ামণি ?
পড়ে কিগো মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যামহিষী

ভুলাইলা মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি' রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তা'র রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরা'তে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণীবেশে দাসী ! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা ক'ব সর্ব্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে—
যেখানে যাহারে পাব, ক'ব তার কাছে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
পুষি' শারী-শুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী ;—
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি'
অরণ্যে, গাইবে তারা বসি' বৃক্ষশাখে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
শিখি-পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—

"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি' গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে ;
করতালি দিয়ে তা'রা গাইবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি।
বাড়া'লে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যামহিষী,—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে ল'য়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা,
মাতামহালয়ে পা'বে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন ;—প্রবেশিতে তব পাপপুরে !

(মাইকেল।)

Exercise.

১। কৈকেয়ী কোন্ সময়ে এ কথাগুলি দশরথকে বলিয়াছিলেন

২। সে কালে কোন্ শুভকার্য্যের সময় কিরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত তাহা বর্ণন কর।

৩। কৈকেয়ী দশরথকে "অধর্ম্মাচারী" বলিতেছেন কেন?

4 Correct the following হিন্দুর আদর্শ রাজা বিক্রমাদিত্যের আবীর্ভাব কাল এখন সপ্ন বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাবিণয়মণ্ডিত বিদ্যান পালক ভূস্বামী যে নবরত্ন শভার প্রতিষ্টাতা, সেই কীর্ত্তিমান পুরুষের কাহিনি, এখন কিংবদন্তীর বিশয়ীভুত হইযাছে। কোথায় সেই প্রাচীণ উজ্জয়িনি, কেহ বা তাহার স্থিরতা করে? কালের বিস্মৃতিগর্ব্বে সকলেই লিন হইয়াছে। আছে কেবল পুণ্যময়ী স্মৃতি।

5 Write an essay on "The story of Raja Harishchandra or "The duties of a student

———

৪ আক্ষেপ।

হায়, পতিতপাবন!
কেন নিরমিলে ধরা দুঃখের কানন;
তব সৃষ্ট জীবদলে, ভাসিতে নয়নজলে,
দেখিয়া কি হও নাথ আনন্দে মগন! ১

তুমি ইচ্ছাময় নাথ!
মুহূর্ত্তে সৃজিতে পার সুখের সদন,
তবে নাথ কেন হায়, কি বিষাদে পুনরায়
করিলে এমন সৃষ্টি দুঃখের কারণ? ২

তোমারি কৃপায় নাথ!
আসে মনোহরা ঊষা ত্রিদিব সুন্দরী,
শ্রীঅঙ্গে কুসুম পরি,' হেম থালা করে করি,'
গালে মৃদু চাকতম লাবণ্য-লহরী। ৩

তোমারি কৃপায় নাথ!
মনোবিনোদিনী সন্ধ্যা দেয় দরশন;
বিহঙ্গ কাকলী গায়, বহে সুরভিত বায়,
নালাম্বু-গরভে দূরে স্তিমিত পবন। ৪

তোমারি কৃপায় সেই
বরষার কালে ঘন গরজে মধুর,
নব কাদম্বিনী মাঝে, চারু সৌদামিনী সাজে,
আবার বিপিনে নাচে প্রমত্ত ময়ূর। ৫

তোমারি কৃপায় হেরি
উজলিয়া নিরমল সুনীল গগন,
সুখদ শরতকালে, ভূষিত তারকাজালে,
রজত-নবেন্দু-ছটা নয়ন-নন্দন। ৬

আবার বসন্তকালে
বিকসিত ফুলজালে কাননবল্লরী,
কুসুম-কানন হাসে, নব শোভা পরকাশে,
কোকিল-কাকলী বনে—অমৃত লহরী। ৭

অনন্ত, অচিন্ত্য তুমি !
তব ইচ্ছাধীন এই বিশ্ব চরাচর,
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, তুমি সর্ব্বগুণময়,
তবে কেন মহীতল দুঃখের আকর ! ৮

তব ইচ্ছা হ'লে নাথ !
হইত এ ভূমণ্ডল চিরসুখময়,
অশ্রুজল হাহাকার রব উঠি' অনিবার,
পূরিত না দিবানিশি গগননিলয়। ৯

হায়, এই ভূমণ্ডলে
কেহ বসি' যামিনীতে তরুর তলায়
ভিজায় নয়ন-নীরে, বসুমতী-জননীরে,
তাপিত কাতর প্রাণ দুঃখের জ্বালায়। ১০

কত শত হতভাগা
নিরন্তর পরিশ্রমী বিদগ্ধ জীবনে,
বিশুষ্ক মলিন মুখ, দুঃখে বিদরিছে বুক,
ভাবিতেছে দুঃখ-বদ্ধ অদৃষ্ট বন্ধনে। ১১

আবার কোথাও মরি,
কাঁদিতেছে পাগলিনী অভাগী জননী,
এলোথেলো বেশে হায়, ধূলি ধূসরিত কায়,
হারাইয়া প্রিয়তম নয়নের মণি। ১২

দুঃখময় বিশ্ব নাথ !
যোগীন্দ্র-চিন্ময় কিবা রাজা রাজ্যেশ্বর
কিবা রাজ-প্রণয়িনী, কিবা পথ-কাঙ্গালিনী,
কিবা কুলবধূ নব কুসুমের থর ! ১৩

সকলে সমান দুঃখী
কেহ কাঁদে বসি' রত্ন-হৈমসিংহাসনে,
কেহ বা ধরণীতলে, অন্নের জ্বালায় জ্বলে,
নিরাশ আশায় কেহ মনের যাতনে। ১৪

দুঃখময় ধরাতল—
দুঃখের মানব জন্ম, সংসারমায়ায়
বাধা আছে নিরন্তর, আজীবন দুঃখকর,
বিদ্যুৎ-প্রতিম সুখ অচিরে লুকায়। ১৫

তুমি ইচ্ছাময় নাথ !
তোমারি রচিত এই সুনীল গগন,
শোভাময়ী বসুন্ধরা, মানবের মনোহরা,
তারা-কিরীটিনী নিশা তোমারি সৃজন। ১৬

হায়, এই ধরাতল
রজতের হার যার শ্যামল গলায়,
হ'ত কত মনোহর, হ'ত কত সুখকর,
কাঁদিতে না হ'ত যদি দুঃখের জ্বালায়। ১৭ (দুঃখসঙ্গিনী।)

Exercise.

1. Write an essay on any one of the following :—

(ক) সন্তোষ। (খ) সুখ ও দুঃখ। (গ) বাণিজ্যের উপকারিতা।

2 Give the meanings of :—পতিতপাবন। ইচ্ছাময়। গলে... লাবণ্যলহরী। নীলাম্বু। কাননবল্লরী। শ্রীঅঙ্গ। গগন-নিলয়; প্রিয়তম নয়নের মণি। কাকলী। রত্নহৈমসিংহাসন। যোগীন্দ্র-চিন্ময়। বিদ্যুৎ-প্রতিম সুখ অচিরে লুকায়।

3 Turn the following complex sentences into simple ones (a) শরাশনে যে শর সন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। (b) কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জল সেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয়। (c) যাহাদের আকার ও স্বভাব সুন্দর তাহাদের কিছু না অলঙ্কারের কার্য্য করে? (d) যেমন বনতোষিণী সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনই আপন অনুরূপ বর পাই। (e) আমার যে দুই কলসী জল ধার, তাহা আগে শোধ দাও।

---

৫ ধর্ম্ম-সঙ্গীত।

১

আপনার বেগে, আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি' না চায়।
কা'র নয়নের ফুরা'ল না জল,
শুকা'ল না কার প্রাণের ক্ষত,
কাহার হৃদয় নিশীথে দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত।

কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হয়ে,
কা'র হৃদি শোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেলে হৃদয় ছুঁয়ে,
দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অশ্বের পথে.
অই যায় চলে, অই যায়—যায়
সৌর-দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে।

২

বরষের পর বরষ যাইতে,
বিদায়ের কালে চরণে তার,
কত প্রাণ ভাঙ্গি', কত আঁখি দিয়া,
পড়িছে তরল মুকুতা-ভার ;
আপনার ভাবে, আপনার মনে,
অশ্রুসিক্ত* পদে চলে' যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব
কারো মুখপানে ফিরি' না চায় !
ম্রিয়মাণ* প্রায় আশা ভর করি
বরষ প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয়-কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।

জীবন বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরী মালা,
ভুলে যাই গত বিষাদ* বেদন
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।

৩

আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া,
তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয়-গগন আবার গ্রাসে।
পড়িয়া, উঠিয়া, থামিয়া, চলিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টকরাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম,
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি।
আপনার বেগে আপনার মনে,
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি' চলিল
দেখিবার তরে ফিরে না চায়।
কেহ কি দেখে না, কেহ কি চাহে না,
দুঃখী দুরবল নরের পানে?
তবে কেন, প্রতি নূতন বরষে
ফুটে নব ফুল হৃদয়-বনে?

৪

তবে কেন আজ শিরায় শিরায়
উৎসাহের স্রোত আবার বহে ?
তবে আশা-রাণী কেন কানে কানে
শতেক অমিয় বচন কহে ?
কৃপা-হস্ত কা'র অস্ফুট আলোক
দেখিতেছি, আছে জড়ায়ে সবে ;
অই হাত ধরে' উঠি পড়ে' পড়ে'
কেন আর ভয় পাই গো তবে।
উঠিয়া পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
বরষে বরষে বাড়ুক্ বল,
ফুটুক না পায়ে, দু'টা তুচ্ছ কাঁটা !
বহুক্ না কেন নয়ন-জল ?
নূতন উত্তমে, নূতন আনন্দে,
আজিতো গাহিব আশার গান,*
নূতন বরষে আজি নব ব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

(কামিনী।)

Exercise.

১। গল্পটির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। অথবা "ভারতবর্ষের ষড়্ ঋতু সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

2. Explain :—অপূর্ণ বাসনা ; প্রাণের ক্ষত ; তরল মুক্তাভার ; নবীন ঊশায়...কুসুম ফুটে ; কৃপাহস্ত...সবে।

৩। এই গল্পটী হইতে উদাহরণ লইয়া কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলির বিপরীতার্থক পদ লইয়া এক একটা বাক্য লিখ : দান ; উপকার ; দীর্ঘ ; সুস্থ ; স্থূল।

5. Correct :—রাজা সেই দস্যু ভয়ে সদা সশঙ্কিত ; অলসপরতন্ত্র হেতু তাহাদের স্ফূর্ত্তির উদয় হয় নাই ; আমার দুরাদৃষ্ট, নতুবা শোকসন্তায় জননী কষ্ট পাইব কেন ; তিনি রূপে কুবের, গুণে রতিপতি এবং ঐশ্বর্য্যে বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন।

6. Enlarge placing proper adjectives before each word in the sentence —

গঙ্গা আর্য্যাবর্ত্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

7. Derive the words marked*. Account for ষ in বিষাদ and give the different meanings of বেলা।



৬ চিত্র-দর্শন।

(সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রসারিত)।

শিক্ষক ও ছাত্র।

শিক্ষক।—দেখ, বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব,
ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই ; মাতৃ-স্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে, জলে পালিত আমরা ;
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র।—(প্রণামান্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী রেখা
পূরব, পশ্চিম ব্যাপি র'য়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব। বলুন্ আমারে ?
শিক্ষক।—মসী-রেখারূপে ; বৎস। অই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহ-দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপ-স্নেহধারা-দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি' ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরীশৃঙ্গ ; শুনেছি পুরাণে,
আপনি পার্ব্বতী, সেথা মহাতপঃ করি,
তুষিলেন বিশ্বনাথে। বামদিকে তার
দেখ বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস
বসি' যে আশ্রম মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর "ভারত-কথা।" অদূরে তাহার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,

সাধুপদ-রেণু বক্ষে ধরি' যুগ যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি ; কর নমস্কার ॥

২

ছাত্র।—(নমস্কারান্তে) শুনিয়াছি, কহে লোকে, এই হিমাচল
দেবতার ক্রীড়া-ভূমি, যে যায় এখানে
স্বরগ-সঙ্গীত নাকি পায় শুনিবারে ;
দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ, শুনি, তম করে দূর,
সত্য কি সে কথা, দেব! সত্য কি সে কথা ?
শিক্ষক।—সত্য বৎস! দেবভূমি বটে হিমালয় ;
সত্যই অমর কণ্ঠ উথলে সেখানে ;
সত্যই অমর জ্যোতিঃ আলো করে দেশ।
কিন্তু মাতৃ-ভক্ত মাত্র পায় দেখিবারে,
দেব-আত্মা গিরি এই,—কামরূপধারী,
স্বেচ্ছায় বিবিধ রূপ করে প্রকটন।
সাধারণ জন যদি যায় হিমাচলে,
পাষাণ, মৃত্তিকামাত্র নিরখে নয়নে ;
কিন্তু পুণ্যবান্ যদি প্রবেশে এ দেশে,
দেখে সে অমরপুরী পূর্ণ দিব্যালোকে।
পার যদি মাতৃভাবে জননী ভারতে
পূজিবারে কোন দিন ; সেই পুণ্য-ফলে
দেখিবে, পাষাণমাত্র নহে হিমাচল ;
নির্ঝরের ঝর ঝরে, পত্রের মর্ম্মরে,

শুনিবে স্বরগ-গীত ; দেব-অঙ্গ-আভা
নিরখিবে উষালোকে শোভে গিরিশিরে ;
হেরিবে অলকানন্দা সুধাপ্রবাহিণী,
নহে গিরি-স্রোত মাত্র ; বুঝিবে তা হ'লে
কেন এ সংসার ত্যজি' সাধুজন যত
লভেন বিশ্রাম সদা হিমাচল-ক্রোড়ে।

৩

ছাত্র।—এই যে চিত্রের বামে পঞ্চরেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?
শিক্ষক।—অই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি ;
আর্য্যদের আদিবাস, সামনিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত,
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে,
হৃদয়শোণিত ঢালি', বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি — মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদী-কূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস ! অমর ভাষায়
বীরত্বকাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন ;
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

৪

ছাত্র।—অই যে চিত্রের মাঝে, কটীবন্ধসম,
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক।—অই বিন্ধ্যাচল, বৎস! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস, অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ; সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক,
ভল্লুক, মাতঙ্গ, ভীম অজগর সনে
করিত বিহার সেথা। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্য্যের বাস স্থাপিলা এদেশে;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে, জনে,
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা, চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য প্রবাহিনী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাইয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ,
সীতারাম-পদ-স্পর্শে; কর নমস্কার।

৫

ছাত্র—(নমস্কারান্তে) গুরুদেব! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণ-যুগ, কৃপা করি' তবে
কোথা বঙ্গভূমি, এবে দেখান আমারে।

শিক্ষক।—অই বঙ্গভূমি, বৎস। হিমাদ্রি আপনি,
মুকুট আকারে হের, শোভে শিরোদেশে ;
ধৌত করি’ পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত, পূত ভাগীরথী-জলে
“সুজলা” “সুফলা” “শ্যামা”। ভূষারূপে তার
হের অই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা ;
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্ক তনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিত-পাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে ! পবিত্র এ দেশ ;—
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস ! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে, নিত্য, বঙ্গভূমি মায়ে ॥

৬

ছাত্র।—বিশাল এ চিত্র, দেব ! কৃপা করি’ তবে
দেখান, দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে !

শিক্ষক।—আছে শত শত, বৎস! কি বর্ণিব আমি!
বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরা'বে তবু;
রত্ন-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল; পাদমূলে তাঁর
দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তট-দেশে তার
আছিল কপিলবাস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে,
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনারে করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য। উর্দ্ধদেশে তার
সুনীল-বসনা, দেখ, যমুনার কূলে
শোভিছে আগ্রা পুরী; পতি সনে যথা
পতি-সোহাগিনী তাজ অনন্ত শয্যায়
রয়েছেন বিনিদ্রিতা; পার্শ্বদেশে তার,
দাঁড়ায়ে সেকেন্দ্রা অই, হিন্দু মুসলমান
উভয়ের পুণ্যতীর্থ; সমাহিত যথা
মহাপ্রাণ আকবর। দেখ শিপ্রাকূলে
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি' বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী,—বিক্রমের পুরী,
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা

গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস ! দেশ দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি ; কণ্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ।
তেমতি জানিও, বৎস ! ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতিরেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নয়। বহুপুণ্য-ফলে
জন্মে নর এ ভারতে ; কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি' লক্ষ্যপথে

হও, বৎস! অগ্রসর। ভারত-জননী
করিবেন শুভ তব, আশীর্ব্বাদ-দানে। (যোগীন্দ্র)।

Exercise.

1. Give the sum and substance of each question with its answers in simple Bengali of your own. How many questions have you got?

2. Explain :—ভারত-ভূমির প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ, পুণ্যময় মহাতীর্থ; হিমাচল ভারতের পিতৃরূপী; দেব-আত্মা হিমাচল: সুজলা, সুফলা, শ্যামা।

3. Write notes on :—ভারত-কথা; অলকনন্দা; পঞ্চনদ; আর্য্যাবর্ত্ত; দণ্ডকারণ্য; নবদ্বীপ; কেন্দুবিল্ব; কপিলবাস্তু, বারাণসী: আগ্রা; সেকেন্দ্রা; উজ্জয়িনী; আর্য্য।

4. Write an essay on any one of the following (a) India. (b) The Himalayas. (c) The Ganges.

৭ অন্নদার আত্মপরিচয়।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে,
'পার কর' বলিয়া ডাকিল পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
"একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করে কি জানি কে দিবে ফেরফার।"
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
"বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ, দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।"

পাটনী বলিছে, "আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল;
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, কি দিবে তা' বল";
দেবী কন, "দিব, আগে পারে লয়ে চল।"
বসিলা নায়ের ধারে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনী বলিছে, "মা গো, বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে।"

ভবানী বলেন, "তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা রাখি বল্‌।"
পাটনী বলিছে, "মাগো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।"
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে।
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোনা, দেখিতে দেখিতে। ৪০

সোনার সেঁউতি দেখি' পাটুনীর ভয়,
এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরী, দেবী উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী,
পিছে দেখি' তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,
"দিয়াছ যে পরিচয়, বুঝিনু সে ছল। ৪৮

"হের, দেবি! সেঁউতিতে রেখেছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ জপ নাহি জানি, ধ্যান, জ্ঞান আর,
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।"

"বিলম্ব না সহে," দেবী কহিলা হাসিয়া,
"কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।" ৫৬

(ভারতচন্দ্র।)

Exercise.

১। অন্নদা পাটনীকে যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কি কি অর্থ হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া পৃথক্ পৃথক্ লিখ।

২। অন্নদা কোথায় যাইবার সময় নদী পার হইতেছিলেন ?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির কি কি অর্থ হইতে পারে তাহা লিখ ও উদাহরণ দাও :—তীর ; রাগ ; কুল ; শিব ; কর ; কলা ; দ্বিজ ; সিদ্ধি।

৪। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

কুলবধূ, মুগবংশজাত ; কুলীন ; গজগমন ; বরপুত্র।

---

৮ সীতারাম-সংবাদ।

মৃগরাজ-বিরচিত বিজন কানন,
হইল বিশাল রাজ্য আমার এখন।
গিরিগুহা লতাকুঞ্জ, পত্রের কুটীর-পুঞ্জ,
হবে প্রিয়ে, রাজ-নিকেতন ! ১

বনচর, নিশাচর, বিষধরগণ,
অনুচর, সহচর, আমার এখন।
তরুলতা, বনস্পতি— প্রজাবর্গ স্থানে তথি,
ফলপুষ্প কর আহরণ ! ২

পবন—চামরধারী, মেঘ—ছত্রধর ;
তদুপরি চন্দ্রাতপ—বিচিত্র অম্বর।
কুঞ্জে কুঞ্জে শিলাতল, তরুমূলে বেদিস্থল,
সিংহাসন হইবে সুন্দর ! ৩

মধুর গায়ক ভৃঙ্গ, বিহঙ্গমগণ,
নর্ত্তক হইবে প্রিয়ে ময়ূর খঞ্জন।
শাখামৃগগণ সবে, রাজবিদূষক হবে,
প্রতিধ্বনি—অনুগত জন। ৪

তটিনী নির্ঝরে পা'ব নির্ম্মল জীবন,
পানপাত্র—তরুপাত্র, অঞ্জলি-বন্ধন।
পদ্মপত্র সুবিমল, শৈবাল-পল্লব-দল,
কুশতৃণ শয্যায় শয়ন ! ৫

কণ্ঠভূষা হবে, প্রিয়ে, বনপুষ্পহার,
লতাপাশে জটাবন্ধ—মুকুট মাথার !
মৃগচর্ম্ম বৃক্ষছাল, চতুর্দ্দশ বর্ষকাল,
ক্ষৌমবাস হইবে আমার ! ৬

মৃগয়া-ব্যসন বৃত্তি ; ধনুমাত্র ধন ;
কীর্ত্তি মধ্যে নদ নদী, পর্ব্বত লঙ্ঘন।
সখা—ষড়্ঋতু কাল, দশদিক্ দ্বারপাল,
সভাপাল—স্বভাব-সুজন ! ৭

বিবেক হইবে মন্ত্রী, অতি বিচক্ষণ—
সুবুদ্ধি সুশীল শান্ত প্রভুপরায়ণ।
ধৈর্য্যনামে মহাবীর— বিগ্রহ বিপদে স্থির—
সেনাপতি আমার এখন। ৮

(মনোমোহন)।

Exercise

১। গল্পে বর্ণিত কথাগুলি কে কোন্ সময়ে কাহাকে বলিয়াছিল? ইহাতে কোন্ দুইটী অবস্থার পরস্পর তুলনা করা হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কিরূপ পদ হইবে ; গ্রহ্ ; বদ্ ; কৃষ্, ক্রুধ্ ; আ+সদ ; জন্ ; অদ্ ; পূর্ ; স্বপ্, পচ, গৈ।

3. Correct :—আমি অত্যান্ত মনোকষ্টে আছি। ভ্রাতাগণ, পূজ্যস্পদদিগকে সদাসর্ব্বদা ভক্তি করিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে নীরোগী হইবে। এরূপ সশঙ্কিত চিত্তে সাক্ষী দিতে পারি না। তুমি সাবধানপূর্ব্বক এ কাজ করিবে।

4. Write an essay on any of the following :—
(ক) রামের বনবাস বিবরণ। (খ) অধ্যবসায়। (গ) জন্মভূমি।

---

৯ ত্রিদিব-বর্ণনা।

(সন্ধ্যাকাল।)

যদিও আগতা নিশা সে রম্য নগরে,
অপূর্ব্ব কোমল জ্যোতিঃ সেখানে সঞ্চরে,
দেবতার শাসনেতে অন্ধকার-রাশি
স্বর্লোক ত্যজিয়া বুঝি পাতাল-নিবাসী। ১

আহা কি বিচিত্র দেবপুরের তোরণ!
দেবরাজ-ধনু অনুরঞ্জিত শোভন।

উচ্চৈঃশ্রবা আদি যেথা তুরঙ্গম দল
জলদ-গম্ভীর রবে হেষিছে কেবল। ২

ইন্দ্রনীলে গাথা সেথা রথ্যা অগণন ;
চন্দ্রকান্ত বিরচিত বিস্তীর্ণ ভবন ;
নানা বর্ণে উড়ে কেতু প্রাসাদ-শিখরে ;
মুক্ত-মালে মণিস্তম্ভ ঝল-মল করে ! ৩

দোলাইয়া লতা পাতা, ফুটাইয়া ফুল,
মধু-মত্ত অলিকুলে করিয়া ব্যাকুল,
আনন্দেতে মকরন্দ-সুগন্ধের সহ,
মন্দ বহে নন্দনবনের গন্ধবহ। ৪

তরু কুঞ্জে সদা গুঞ্জে কোকিল-কাকলী ;
নৃত্য করে কলকণ্ঠ নীলকণ্ঠাবলী।
ভিন্ন-দেশ ভিন্ন-ঋতু-লব্ধ ফল, ফুল,
এককালে এক স্থলে সেথানে সঙ্কুল। ৫

নিশিদিন সমভাবে ফুটে শতদল ;
চন্দন-বিটপী ধরে দিব্য ফুল ফল ;
মাদকতা-হীন সেথা ধুস্তূর, মধুক ;
কেতকী কণ্টক-শূন্য, সুরভি কিংশুক ; ৬

স্থানে স্থানে দূরগন্ধ মন্দার বিকাশে,
সুরবালা যা'র মালা পরে কেশপাশে।

ঝিকিমিকি করি,' ডালে সুস্বরে, সলয়,
পরশি' সমীর ধীর নাচে কিশলয়। ৭

যে তরুর নামমাত্র শুনেছ এখানে,
ফলে সেই 'কল্পতরু' বাসব-উদ্যানে।
নাহি সেথা গ্রীষ্ম বা শীতের প্রাদুর্ভাব,
নিমগ্ন বাসন্তসুখে সমস্ত স্বভাব! ৮

দ্বেষ-শূন্য দেশ সেই, নাহি হিংসা-লেশ;
দ্বিপ সঙ্গে খেলে দ্বিপী, দ্বিপী সঙ্গে মেষ।
রোগ, শোক, জরা, পাপ নাহি সেই পুরে;
উদয় হইবামাত্র মনোরথ পূরে। ৯

আনন্দাশ্রু ছাড়া সেথা অশ্রু নাহি বহে;
রোমাঞ্চ পুলক ভিন্ন অন্য-জাত নহে।
এমন নির্ম্মল নিত্য হর্ষের ভবন,
ঐহিক বিষয়ে মত্ত মূঢ় নরগণ। ১০

ত্যজে হায় অনায়াসে! যেমন বালকে
রত্ন ফেলি,' লয় রাঙ্গা খেলনা পুলকে।
ক্ষণিক ঐশ্বর্য্য-মদে হ'য়ে বিমোহিত,
শাশ্বত স্বর্গীয় সুখে ইহারা বঞ্চিত! ১১

(কর্ণ—কাব্য)।

Exercise

1. Give, in your own words, the sum and substance of the above.

2. Derive :—তুরঙ্গম, জলদ, বিস্তীর্ণ, মত্ত, নিমগ্ন, ঐশ্বর্য্য।

3. What do you know about the term 'কল্পতরু'?

4. Illustrate each by a sentence of your own — যতি, জ্যোতিঃ, প্রসাদ, প্রাসাদ; স্তম্ব, স্তম্ভ; কুল, কূল; দেশ, দ্বেষ; দ্বিপ, দীপ।

5. Rewrite the following in chaste Bengali :—

(a) তুমি এখানে শুইযা থাক, একটুও নড়িও না। ঠিক মড়ার মত হাত পা ছড়াইয়া পড়িযা থাক। (b) আঃ, ও নিয়া তোমার মাথা খাবাপ কবিতে হইবে না। (c) সবচেয়ে যে ঘোড়াটা ভাল সেইটা আমাকে দেখাও।

6. Describe in Bengali "An Indian village or a town

---

১০ ধূলা।

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কানে কানে!
সমীর-বাহিনী তন্বী কে না তোমা জানে?—
উড়ে' উড়ে' কর সদা কাহার উদ্দেশ!
কোথায় ত হেন স্থান নাহি যথা গতি?
প্রকাণ্ড নিবাস পথে; যাও পায় পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে' কেবা না তোমায়!
নিরভিমানিনী অয়ি তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে; অযত্ন-লালিতা।
দরিদ্র বালিকা মত ধনীর ভবনে;
দীনেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা!
লো মলিনা! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্যরাশি, বিশ্বানুলেপনা,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ! চিনেও চিনি না!

জগত-জননী-রূপা ! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত-শিশু ;—মহানন্দ মনে
মাথে কায় নিয়ে তুলে' অঞ্জলি অঞ্জলি ;—
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি !
সর্ব্বাঙ্গে বুলা'য়ে কর দাও সাজাইয়া ;
নেহারি সন্ন্যাসী-নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া !
বাল্যসখি, চিনি তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি !
আদ্যন্ত-রূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব গর্ব্ব-লেশ।

(গিরীন্দ্রমোহিনী)।

Exercise.

1. Explain :—(১) ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ, (২) জগত-জননী-রূপা, (৩) Last two lines.

2. What is the moral of the poem ?

3. Turn into a simple sentence :—

(*a*) যখন বেহুলা অপরাপর দেবতাদের মধ্যে দিব্য কান্তি দেখিলেন তখন তিনি বিস্মিত হইলেন।

(*b*) যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদয়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পিঞ্জরে বদ্ধ হই।

4. Combine each of the following sets of simple sentences into one complex sentence :—

(*a*) পৃথিবীর আকার গোল ; ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন। (*b*) তাঁহার অকাল মৃত্যু হইয়াছে ; ইহা দুঃখের বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

১ ব্রিটিশ্ রাজলক্ষ্মী।

১

দিবা অবসান-প্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি' অনলরাশি, সহস্র কিরণ
পাতিয়াছে, বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি-শিরে স্বর্ণ সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ-মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি' মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরলসুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

শিবির অনতিদূরে, বসি' তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।
চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে ;

সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা অমনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।
ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির প্রজ্জ্বলিত।

৩

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি' সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—"কি ভয় বাছনি !"—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্নপবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবী-জল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধা পান।
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের, বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনীস্রোতে ; বাজিল অমনি

৪

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—"কি ভয় বাছনি ?
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মীকুল-লক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি !
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী

বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চির গৌরবিণী। ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোতঃ ; চিন্ত অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৫

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন,
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমারে, বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যৎ বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি !
এই হ'তে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন গৌরবে যবে ব্রিটন্ ভূপতি
উজলিবে দশ দিক্, দেশদেশান্তর,
তাঁর ছত্র-ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

৬

"সোনার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর
মহারাষ্ট্র মোগল বা ফরাসী দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত ; দ্বিতীয় বাবর,
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়,

অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন ;
কিংবা অতিক্রমি' দূর হিমাদ্রি কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর।
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত-প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

৭

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছুদিন পরে
যেই মহাশক্তি, বাছা, করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে।
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি' রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগন উপরে,
ততই পাদপ-ছায়া হয় খর্ব্বাকার ;
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাশি তত হবে হতবল।

৮

"তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার।
হইও না চমৎকৃত, ভেবো না বিস্ময় ;
ভারত-অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত ; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়

ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি তুমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি, ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য হইবে স্থাপন!
বিধির মন্দির হ'তে আনিয়াছি আমি
ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি।

৯

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি-উত্তরে
ওই দেখ ঊর্দ্ধশিরে পরশে গগন ;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে ;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি' নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বতশ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচল রাশি ভাসে সিন্ধু'পরে।

১০

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,

বিংশতি ব্রিটন্ নাহি হবে সমতুল।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
ব্রিটিশ্ পতাকা যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে ;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে বৃটিশ্ রাজ্য করিবে স্থাপন।

১১

"শতেক বৎসর রাজ-বিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল ;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবল-গিরি সমুদ্রের তল।
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত,
আশু রাহু-গ্রস্ত হ'য়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিংবা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত।
বিক্রমে শার্দ্দূল মেষ অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।

১২

"ধর, বৎস! এই স্তায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, ব্রিটিশের রাজ্য-নিদর্শন!
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে ব্রিটিশ্ শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,

ততদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার-অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে।

১৩

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস, অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়।
তাঁর রবি, শশী, তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে ;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল ;
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"

১৪

অদৃশ্যা হইল বামা ; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের ; গেল স্বর্গ, এল' ধরাতল।
ভাঙ্গিল বিস্ময়-স্বপ্ন ; মেলিল নয়ন।

নাহি সে আলোকরাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোকমণ্ডিত সেই রমণী-রতন,—
নির্ম্মল আলোকে শ্বেতভূজা অধিষ্ঠান '

(নবীন)।

Exercise.

১ ইংলণ্ডের রাজকুল-লক্ষ্মী ক্লাইবের সম্মুখে আবির্ভূ তা হইয়া যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. Give the purport of :—

যেমতি প্রভাত-রবি ভেদিয়া তুষার...হতবল।

3. Form nouns from the following words, giving an example in each case :—

নির্ম্মল, অপক্ষপাতী, স্বপ্ন, রঞ্জিত, উপস্থিত, নিশ্চিত।

4. Give a chaste word for each of the following —ঘটনার উপর ঘটনা ; ভেবে চিন্তে ঠিক করা ; চন্নমেত্তর খাও : বড় ভারী।

5. What are the opposite of the following terms

ঐহিক, প্রতিবাদ, সুস্থ, ক্ষয়, দান, মহৎ।

6 Write an essay on "পলাশীর যুদ্ধ।"

---

২ ভাগীরথী-নীরে সীতার দেহত্যাগ।

ওরে বনচর! সর্ সর্ সবে,
রুধো না, রুধো না, রুধো না পথ ;
রবে না জানকী আর এই ভবে,
চলিল চলিল জনমের মত। ১

রঘুকুলদেবী ভাগীরথী-কোলে
রঘুকুলবধূ জানকী আজ,
শরণ ল'তেছে আজ দুখে তাপে জ্বলে'
কাঁদিবে না আর কানন-মাঝ। ২

ধেয়ে যেতে কেন বন-লতাবলী,
ধরিতেছ মম চরণ বেড়ে,
দিও নাকো বাধা সবিনয়ে বলি,
দাও দাও দাও দাও না ছেড়ে। ৩

পতি-সুখী হবে ভাবি' এই মনে,
চাহিত যে আগে অনন্ত প্রাণ,
মরণে তিলেক বিলম্ব এখন
করে সে নিরয় যাতনা জ্ঞান। ৪

করি সন্ সন্ কেন বন-বায়ু
প্রতিকূলে গতি কর হে রোধ?
অভাগীর গেছে ফুরাইয়ে আয়ুঃ,
এটা কি তোমার নাহি হে বোধ? ৫

পতি-প্রীতে যেই হুতাশন-মুখে,
দিয়েছিল প্রাণ আহুতি-দান,
ভাগীরথী নীরে আজো মহাসুখে,
পতি-প্রীতে সেই সঁপিবে প্রাণ! ৬

সদাগতি ! গতি কর কর তথা
প্রিয় পতি মম যথায় আছে,
এই অভাগীর গোটা কত কথা
বিনয়ে জানাও তাঁহার কাছে। ৭

তব প্রীতে যেই পাতি' পৃষ্ঠদেশ
সহিয়াছে রক্ষ-চেড়ীর বাড়ী;
অণুমাত্র মনে গণে নাই ক্লেশ
ভুলেছে সকল নিশ্বাস ছাড়ি' ; ৮

"সতীত্বের সাক্ষ্য দহি হুতাশনে,
দিলে যে অভাগী সভার মাঝে ;
যার সতীত্বের সাক্ষ্য দেবগণে
দিয়াছেন আসি' নর-সমাজে, ৯

"অধিক কি ? যারে বিনা অপরাধে
দোহদের ছলে পাঠা'য়ে বনে,
সাধিলে হে বাদ সব সুখ সাধে
তারে কি তোমার পড়ে না মনে ? ১০

"তব উপেক্ষায় জনম-দুখিনী
সেই সীতা মনে পাইয়ে তাপ ;
ত্যজি অবিচার-ভরা এ মেদিনী
ভাগীরথী-নীরে দিয়াছে ঝাঁপ ; ১১

"সে অনুতাপিনী মরণ-সময়
কিছুই কামনা করেনি আর,
'জন্ম জন্ম যেন রাম স্বামী হয়,'
চরমেও এই কামনা তার। ১২

"মহিষী তোমার হইতে সে আর
করে না করে না করে না সাধ ;
মিটেছে মিটেছে মিটেছে তাহার
জনমের মত সে সুখসাধ। ১৩

"জন্ম জন্মান্তরে এই আশা করে
বিধাতার কাছে কেঁদে সে এবে ;
যেন দাসীভাবে পূর্ণ ভক্তিভরে
তব পদযুগ সতত সেবে। ১৪

"সীতার কথায় সহসা প্রত্যয়
যদি না জনমে, দাঁড়াও তবে,
স্বচক্ষে নিরখি' যাও সমুদয়
যা' দেখিবে তাই তাঁহারে কবে। ১৫

"অভাগিনী মেয়ে দুখে তাপে জ্বলে'
জুড়াতে না পেয়ে কোথাও স্থান,
বসে' স্নেহময়ী জননীর কোলে
জুড়ায় যেমন তাপিত প্রাণ। ১৬

"আমি সেই মত দুখে তাপে জ্বলে'
ভাগীরথী-জলে দিতেছি ঝাঁপ ;
রঘুকুল-দেবী রাখিবেন কোলে
যদি মোর কিছু না থাকে পাপ।" ১৭

বলিতে বলিতে রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে
হইলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে। ১৮

রাঘবের স্নেহ-সুখ নিধি ভরা
সুবর্ণ-তরণী ডুবিল জলে ;
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা
বিষম বিষাদে পাষাণ গলে। ১৯

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে,
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে,
হেন শুভ দিন আর কি হইবে
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে ? ২০

রামের স্নেহের প্রতিমা খানিরে
গড়েছিলি কি রে দারুণ বিধি ?
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি ? ২১

হায় হায় হায় হায় কি হইল!
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কা'র অভিশাপে অতল তলে! ২২

(হরিশ্চন্দ্র)।

Exercise.

1. State the circumstance under which Sita gave up her life in the Ganges.

2. Explain the allusion occurring in the poem.

3. Combine the following sentences into a single one রামবাবু হরিপুরের জমিদার। হরিপুর বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী একটী গ্রাম। তারিণীচরণ তাঁহার পুত্র। তিনি গতকল্য এখানে আসিয়াছিলেন।

4. Correct.—অবশেযে রথ ভাগিবথিতিরে উপস্থিত হইল। ভাগীবথির অপর পারে লইয়া গিয়া, সিতাকে এ জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে এই ভাবিয়া লক্ষণের সোক-সাগর অর্ণাবাত্যাবেগে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। আব তিনি ভাব গোপন বা অশ্রু সংবরন কবিতে পারিলেন না।

৩ মাতার নিকট ইন্দ্রজিতের বিদায় গ্রহণ।

কহিলা বীরেন্দ্র ;—"দেবি! আশিষ দাসেরে
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি' যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে।
শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদধূলি মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শরজালে
লঙ্কা। বাঁধি' আনি দিব তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব অঙ্গদে
সাগর-অতল-জলে।" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়নজল রতন-আঁচলে ;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি!
আঁধারি' হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী ;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্পসম
দয়াশূন্য বিভীষণ। মত্ত লোভ-মদে
স্ব-বন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্ব-শিশু! কুক্ষণে, বাছা! নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে।

এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি।”
  হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী ;—
“কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে
রক্ষো-বৈরী! দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস। জানেন তাত বিভীষণ, দেবি!
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্তে নরেন্দ্র। কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি ?”
  মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী ;—
“মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেব-কুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা. নিবে অগ্নি, আসার বরষে

মায়াবী মানব রাম। কেমনে, বাছনি !
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে ? হায় বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পণখা মায়ের উদরে ?”
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর ;—“পূর্ব্ব কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে।
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে ?
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ; হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র মম ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ নাশিব রাঘবে।
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে ;
পোহাইল বিভাবরী। পূজি' ইষ্টদেবে
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে
আপন মন্দিরে, দেবি ! যাও ফিরে এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে

ও পদ-রাজীব যুগ সমরবিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশিষিলে ?"
মুছিয়া নয়নজল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ;—"যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে। এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?"

(মধু)।

Exercise.

1. Give the meanings of
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ; সহস্রাক্ষ, বৈদেহী-পতি ; শূর্পণখা ; বিরূপাক্ষ।

2. Expound the samasas of —
সাগর অতল-জলে ; রতনআঁচল ; হৃদয়াকাশ ; নাগপাশ ; লঙ্কেশ্বর।

3. Show the difference between :—
স্বর, শূর, স্মর ; সম, শম ; সপুত্র, স্ব-পুত্র ; নিকষ, নিকষা ; বতি, বথা শব, স্বব ; নগেন্দ্র, নাগেন্দ্র ; শূর্পণখা, শূর্পনখী।

4. Correct the following :—
(a) মিথ্যাবাদীগণ সদাসর্ব্বদা অনুতাপানলে মগ্ন হইয়া থাকে।
(b) ইদৃশ হীনাবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ সর্ব্বতভাবে শ্রেয়স্কর।
(c) আমার স্বভাব এই যে, গুণমানের ও ধার্ম্মিকের মনোকষ্ট দূর করিবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকি।

৪ হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন।

১

যথা দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণ চিত হয়,
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়।
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু-মিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে হেসে, দিবাকরে দেখে।
হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

২

বলে, সখা হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই।
চল পরিশেষে পুরী পরিসরে দোঁহে যাই॥
যায় দোঁহে মেলি এই বলাবলি করি স্থির,
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধিরে বন্দিয়া দুই ধীর।
এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে সুবেশে দুজন।
দেখে, একে একে, থেকে থেকে সকল সদন।
চলে, চাইতে চাইতে চারি দিক্, চল চিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত॥

৩

করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে,
তথা বিবিধ বিহগ পশু সুখে ক্রীড়া করে।

যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধীর,
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর ॥
দোঁহে দেখে এই দৈবদুখে দুঃখিত হৃদয়।
তবে যায় জলাশয়ে যথা আছে জলাশয় ॥
দেখে সুচারু সরসিজ-শোভিত সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি, সব থরে থর ॥

৪

করে কমল কলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীরে সমীর, যে নীর টল টল ॥
ভেবে মনোগত ভাবে, না করিয়া পরকাশ।
নৃপ কথোপকথন করে বন্ধুর সকাশ ॥
"দেখ, বন্ধু হে, কি অপরূপ সরোবর নিধি।
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজিয়াছে বিধি ॥
চল, বেলা ব'হে যায়, আর দেখিতে সকলে।"
ব'লে জলে চলে মজ্জন করিল কুতূহলে ॥

৫

সারি' তাড়াতাড়ি স্নানপূজা, কহে অতঃপর।
"চল ত্বরা করি' গিয়া হেরি যথা হরিহর" ॥
ইহা করি' স্থির, দুই ধীর সরোবরতীরে।
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে ॥
দেখে চারি পাশ কুসুমনিবাস সুশোভিত।
তার মাঝে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত ॥

তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মূর্ত্তি।
হেরে হয় যে হৃদয়-শতদল-দল-স্ফূর্ত্তি ॥

৬

মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হ'য়ে রহে ॥
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ ॥
আধা কপালফলকে শোভে অলকার পাঁতি।
আধা ধক্ ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবারাতি ॥
আধা তিলক আলোক তিনলোকে করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি-ভূষা ভোলা বাসে ভাল ॥

৭

কিবা নলিন মলিনকারী নয়ন তরল।
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি যেন রক্তোৎপল।
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল।
আধা বনমালা গলায় ভুলায় যোগি-মন।
আধা রুদ্র অক্ষমালা, আলা করে ত্রিভুবন ॥
আধা কুঙ্কুম কস্তূর হরিচন্দন চর্চ্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্ম-বিভূষিত ॥

৮

কিবা কর-কিসলয়যুগে শোভে শঙ্খচক্র।
আধা অমর ডমরু করে আধা শিঙ্গা বক্র ॥
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া।
আধা বাঘছালা ভোলার ভুজগমালা বেড়া ॥
আধা চরণকমলে শোভে কাঞ্চন-মঞ্জরী।
আধা ফণিমালা ফোঁশ্ ফোঁশ্ গরজে গভীর ॥
দেখে এইরূপে অপরূপ-রূপ হরিহর।
রাজা পূজা-বিধি যথাবিধি করে ততঃপর ॥

(মদনমোহন)।

Exercise.

1 Describe in your simple Bengali "হরিহরমূর্ত্তি" as described in the poem.

2 Explain :—

হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

3. Explain and illustrate the various uses of any three of the following words :—**জীবন ; ভাস্কর ; কর ; গুণ ; পদ।**

4. Form adjectives from any *six* of the following and use them in sentences of your own :—

পৃথিবী, শয়ন, মুখ, চক্ষু, বিধি, স্বাদ, ক্ষণ, সন্ধ্যা, জগৎ।

5 Write an essay on any *one* of the following :—

(*a*) The beauties of nature and their teaching.
(*b*) A sleeping fox catches no poultry.

৫ কেন হাহাকার ?

১

কেন হাহাকার ?

কেন আঁখি ছল ছল, বাধিতে পার না বল,
বুঝেছ কি জীবনের রহস্য অপার ?
এই হাসি-অশ্রু-মাখা, ইন্দ্রধনু-রঙ্গে আঁকা,
নন্দনস্বপনে ঢাকা সোনার সংসার,
শেষ এই—সার এই, নেই নেই—কিছু নেই
এ জগতে আর কিছু নাহি জুড়াবার ?
আসি এ স্বপন-পুরে, সাধ যদি নাহি পূরে,
এ জীবন-অমানিশি সব অন্ধকার !
বজ্রশিখা টেনে' আনি, প্রাণে শত শেল হানি'
দুঃখ গড়িতেছে মরু চিরযন্ত্রণার ?
এই কথা সার !

২

মিথ্যা এ কল্পনা !

ও যে পাগলের কথা, বৃথা মর্ম্মব্যাকুলতা
শিশুর রোদন শুধু হারা'য়ে খেলনা।
সংসার-সমরে যুঝি,' মাণিক দেখনি খুঁজি'
ধরেছ মণির লোভে ফণিনীর ফণা।

ফেলিয়া সোনার কাঠি, হাতে ল'য়ে ধূলামাটী
করেছিলে শিশুসম স্বপন-রচনা।
সে স্বপ্ন হয়েছে শেষ, তাই দুঃখ, তাই ক্লেশ,
তাই অভিমানভরে আত্ম-প্রবঞ্চনা ?
অতৃপ্তি-অনলজ্বালি,' শ্মশান গড়েছ খালি
বোঝনি এ জগতের দুঃখ কি সাধনা !
মুগ্ধ আনমনা !

৩

চাও ফিরে চাও,
দেখ ক্ষুদ্র বিন্দুমাঝে, কি অনন্ত সিন্ধু রাজে,
কি মহাসঙ্গীত বাজে, যাও ডুবে যাও,
ওই বজ্রশিখা ধরি. দেখ পাতি পাতি করি
নিখিল দুর্লভ নিধি পাও কি না পাও।
চিরকাল কূলে পড়ি' কুড়া'লে ঝিনুক কড়ি
খুঁজিলে না বুঝিলে না কি মাণিক চাও ;
আত্মার অতল-তলে, কত না কৌস্তভ জ্বলে,
পারিজাত সুধাফলে,—যতনে কুড়াও।
কেন দুঃখ, কেন ভয় ?— এ বিশ্ব আনন্দময়,
মোহের ছলনে কেন আপনা হারাও ?—
যাও ডুবে যাও।

(মুনীন্দ্রনাথ)।

Exercise.

1. Explain : (ক) নন্দনস্বপনে ঢাকা সোনার সংসার। (খ) মিথ্যা এ কল্পনা। (গ) অভিমানভরে আত্ম-প্রবঞ্চনা। (ঘ) চিরকাল কূলে পড়ি.. যতনে কুড়াও।

2. Show the difference between :—পুরে, পূরে ; চির, চার কবি, কড়ি ; স্ব স্ব, শশ : শরণ, স্মরণ ; অমৃত, অ মৃত : লক্ষণ, লক্ষ্ণ, প্রকৃত, প্রাকৃত ; পুরুষ, পরুষ।

3. Punctuate the following :—হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোন রোগী যদি হাঁচে তবে উহা তাহার আরোগ্যলাভের পূর্ব্বলক্ষণ কিন্তু যাত্রাকালে কিংবা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় কেহ হাঁচিলে তাহা বিঘ্ন ঘটিবার লক্ষণ ইহা সুসংস্কার বা কুসংস্কার নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

4. Write an essay on গ্রীষ্মকাল or সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের অপার করুণা।

---

৬ যমুনালহরী।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
কত শত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি' ও।
পাড়' জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নব অঞ্জন ও। ১

যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমার,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।

তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা,
পরকাশিল, লয় পাইল ও। ২

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি', মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-কথা ও। ৩

তব জলকল্লোল সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, সে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও। ৪

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডবকুরুকুলশোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগগজভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও। ৫

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি',
ভারত স্বাধীন যে দিন ও। ৬

দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।

তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম, তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও। ৭

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান আফ্‌গান মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি' নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও। ৮

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও!
সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধ-অবধোরিত ও। ৯

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত বন্ধন ও। ১০,

(গোবিন্দচন্দ্র)।

Exercise.

1 Write notes on —পৌরব, যাদব, কুরু, পাণ্ডব, পাঠান

2 Rewrite in dignified Bengali :—

মধুপুর গাঁয়ে ঘরে ঘরে আঁধার নিবারণের জোগাড় চল্‌তে লাগ্‌লো। যে যেমন পাবে কেহ বা পিতলের, কেহ বা পাথরের, আবার কেহ মাটির বাতি

দিতে সুরু করলো। দেখতে দেখতে একেবারে সাঁজের সময় এলো। আকাশ দেখে বোধ হলো যে, কেহ অনেক আলো জ্বেলে দিচ্ছে। আবার আর এক দিক্ থেকে জগদীশপ্রসাদের ঠাকুরবাড়ীতে সাঁজের বাজনা ও আরতি আরম্ভ হলো।

3 Write an essay on any one of following (ক) দিল্লী। (খ) যমুনা। (গ) কলিকাতা। (ঘ) ইতিহাস পাঠের উপকারিতা।

---

৭ সীতা-নির্ব্বাসন।

তপোবন যাইবেন শুনি' হৃষ্টমতি
রথে উঠিলেন সীতা লক্ষ্মণের সনে;
নির্ভয় তুরগদল বহিল স্যন্দনে,
ধরিলা অশ্বের রশ্মি সুমন্ত্র সারথি। ১

নানা রম্যস্থানে সতী পথে পথে হেরি'
আনন্দে ভাবেন পতি প্রিয়কারী কত;
না জানেন কল্পতরু-রূপ পরিহরি'
আজি তিনি অসিতরু রূপে পরিণত। ২

পতি-দরশন ভাগ্যে ঘটিবে না আর,
ভাবি কি দক্ষিণ আঁখি কাঁপিল সীতার?
ভবিষ্যৎ দুঃখ যেন করিল সূচন,
যে দুঃখ-বারতা পথে গোপিলা লক্ষ্মণ। ৩

কুলক্ষণে বিষাদিতা সাতা সুলক্ষণা,
সহসা মলিন হ'ল বদনকমল ;
সর্ব্বপ্রাণমনে সীতা করিলা কামনা
অনুজগণের সহ রামের কুশল। ৪

পতিব্রতা জানকীরে বিসর্জ্জিতে বনে
চলিলা সুমিত্রা সুত জ্যেষ্ঠের বচনে,
জানিয়া জাহ্নবী যেন করিলা বারণ
তরঙ্গ-রূপেতে কর করি' উত্তোলন। ৫

নিবারিল রথ-অশ্ব সারথি তখন,
নামাইয়া জানকীরে পুলিনে লক্ষ্মণ ;
নিষাদের তরীযোগে তরিলা গঙ্গায়,
উত্তীর্ণ হইলা যেন প্রতিজ্ঞার দায়। ৬

বাষ্পেতে রোধিত-কণ্ঠ সুমিত্রা-কুমার।
স্ববশে আনিয়া ক্লেশে বচন-শকতি,
নিদারুণ রাজ-আজ্ঞা করিলা প্রচার,
নির্ব্বাতে বারিদ শিলা উগরে যেমতি ! ৭

বাতাহতলতাপ্রায় হায় রে, অমনি,
শোকের আবেগে সীতা হইল মূর্চ্ছিত
জননী-ধরণী-ক্রোড়ে পড়িলা তখনি,
পুষ্পরূপে আভরণ হ'ল বিগলিত। ৮

দুঃখ না জানিলা সীতা হইয়া মূর্চ্ছিত,
অন্তর দহিল, যবে ফিরিল চেতনা ;
লক্ষ্মণের যত্নে মোহ হ'ল অপনীত—
মোহ হ'তে চেতনায় অধিক যাতনা। ৯

বিনা অপরাধে পতি দিলা বিসর্জ্জন,
তবু তাঁরে না দোষিলা জনক-নন্দিনী !
"নিজ কর্ম্মদোষে আমি চির অভাগিনী"
এ বলি' নিন্দিলা সতী অদৃষ্ট আপন। ১০

বাল্মীকি-আশ্রম-পথ করি' প্রদর্শন
প্রবোধিয়া জানকীরে কহিলা লক্ষ্মণ—
"প্রভুর আদেশবাহী এ কঠোর জনে
ক্ষম, দেবি" ! এ বলিয়া নমিলা চরণে। ১১

লক্ষ্মণে তুলিয়া স্নেহে কহিলা পার্থিবী
"প্রীতা আমি তব প্রতি, হও চিরজীবী—
চির অনুগত তুমি অগ্রজের প্রতি,
বাসবের পরবশ কেশব যেমতি। ১২

"শ্বশ্রূগণে যথাক্রমে মম নমস্কার
জানা'য়ে কহিবে মোর এই নিবেদন,—
তাঁদের যে সুত-শিশু গর্ভেতে আমার,
সে অপত্য হিত যেন করেন চিন্তন। ১৩

"কহিও রাজারে, তিনি অগ্নি-পরীক্ষায়
স্বচক্ষে দেখিলা মম বিশুদ্ধ চরিত ;
লোক-নিন্দাভয়ে তবু ত্যজিলা আমায়
বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু-কুলে এই কি উচিত ? ১৪

"পরম সুবুদ্ধি তিনি ; কহিব কেমনে
স্বেচ্ছাচারবশে মোরে করিলা বর্জ্জন ?
পূর্ব্ব জনমের পাপে হায় এ জীবনে
কপালে হয়েছে মম অশনি-পতন ! ১৫

"অঙ্কাগত রাজলক্ষ্মী ত্যজি' রঘুবর
আমারে লইয়া পূর্ব্বে গিয়াছিলা বনে ;
তাই রোষে রাজলক্ষ্মী পেয়ে অবসর
রহিতে না দিলা মোরে পতির ভবনে। ১৬

"রক্ষো-ভয়ে ভীত কত মুনিপত্নীগণে
যাহার প্রসাদে পূর্ব্বে দিয়াছি শরণ,
এবে তিনি রাজাসনে ; হায়রে কেমনে
আশ্রয় মাগিব আমি অন্যের সদন ! ১৭

"চিরবিরহিণী হ'য়ে কি ফল জীবনে ?
আত্মঘাতী হইতাম আমি এতক্ষণে ?
রঘুকুল-শিশু হায় ! গর্ভেতে আমার
বহিতেছি তাই হত জীবনের ভার। ১৮

"তপস্যা করিব আমি প্রসবের পরে
সূর্য্যপানে স্থাপি' দৃষ্টি করেছি নিশ্চয়,
পাই যেন এই পতি জন্মজন্মান্তরে,
কিন্তু যেন এ বিরহ সহিতে না হয়। ১৯

"গৃহস্থতপস্বি-আদি সবার পালন
রাজধর্ম্ম, মনুবাক্যে জগতে প্রচার;
যদিও পত্নীত্বে মোরে ত্যজিলে রাজন্
তপস্বিনীরূপে আমি পালনীয়া তাঁর।" ২০

গ্রহিয়া সীতার বাক্য চলিলা লক্ষ্মণ,
অদৃশ্য হইলে তিনি মহাশোকভরে
উতলা হইয়া সীতা করিলা রোদন,
ত্রাসিতা কুররী যথা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে! ২১

ময়ূর তাজিলা নৃত্য; শাখী ত্যজে ফুল,
হরিণী কুশের গ্রাস ফেলে শোকাকুল;
জানকীর দুঃখে দুঃখী নিখিল কানন,
উঠিল সে বনভূমে তুমুল রোদন। ২২

নিষাদ বিঁধিল শরে ক্রৌঞ্চেরে যখন
উথলিয়াছিল যাঁর শোকের উচ্ছ্বাস,
কুশ আহরিতে ছিলা সেই তপোধন,
আসিলা রোদন শুনি' জানকীর পাশ। ২৩

মুছি' নেত্র, রোধি' অশ্রু, সম্বরি' রোদন
বন্দিলেন বাল্মীকিরে জনক-নন্দিনী ;
গর্ভচিহ্ন হেরি' মুনি আশিষি' তখন
কহিলেন "হও, বৎসে, বীরপ্রসবিনী।—২৪

"ধ্যানেতে জানিনু মিথ্যা-অপবাদভয়ে
বিনাদোষে পতি তোমা করিলা বর্জ্জন ;
আসিয়াছ দেশান্তরে পিতার আলয়ে
হেন মনে কর, সীতে, না কর রোদন। ২৫

"সত্যব্রত রঘুনাথ, গরবরহিত,
সাধিলা রাক্ষস বধি' ত্রিজগত-হিত,
তবু তাঁর তব প্রতি হেন ব্যবহার
নিরখি' রোষেতে হিয়া ফাটিছে আমার। ২৬

"তব পিতৃ-উপদেশে ভবের বন্ধন
হয় মুক্ত ; সখা মম শ্বশুর তোমার ;
পতিব্রতা মাঝে তুমি পূজিতা সবার—
সর্ব্বমতে তুমি মম কৃপার ভাজন। ২৭

"মুনিসহবাসে হেথা শান্ত জন্তুগণ,
থাক এই তপোবনে, নাহি কোন ভয়,
নিরাপদে জনমিবে তনয় যখন
সম্পন্ন হইবে হেথা জাত-কর্ম্মচয়। ২৮

"তাপস-কুটীরপূর্ণ তমসার তীরে
পূজ ইষ্টদেবে, বসি' সৈকত-আসনে ;
নিত্য অবগাহি' দেহ সে পবিত্র নীরে ;
দূরে যাবে শোক, শান্তি পাইবে গো মনে। ২৯

"অভিভূতা হেরি' তোমা নবশোকভবে
তোষিবে উদার বাক্যে মুনিকন্যাকুল,
আনি' দিবে যথাকালে নব ফল ফুল,
অকৃষিজনিত ধান্য আনিবে আদরে। ৩০

"কলসে আনিয়া জল নিজ শক্তিমতে,
পালিবে গো তপোবনে বালতরুচয়,
যে সুখ উপজে স্তন্য প্রদানিলে সুতে,
পাবে তাহা, না জন্মিতে আপন তনয় !" ৩১

আগ্রহে মুনির বাক্য শুনিলা জানকী,
আশ্রমে লইয়া তাঁরে দয়ালু বাল্মীকি ;
শান্ত যথা পশুগণ, সায়াহ্নসময়
বিশ্রামিছে বেদীপাশে হরিণনিচয়। ৩২

প্রদোষে তাপসীগণ পূজিয়া সীতায়
দিলা তাঁরে পর্ণশালা নিবাসের তরে,
পবিত্র অজিনশয্যা শোভিছে যথায় ;
ইঙ্গুদীর তৈলে দীপ জ্বলিছে সে ঘরে। ৩৩

বল্কল পরিয়া সীতা স্নানপূতকায়,
যতনে অতিথি নিত্য সেবেন তথায় ;
কেবল পতির বংশ রক্ষার কারণ
ফলমূলাহারে দেহ করিলা ধারণ। ৫৪

(রঘুবংশ—নবীন)।

Exercise

1. Give the summary of Valmiki's consolatory words to Sita.

2. Expound the samasas :—সন্নপ্রাণমনে, অনুজ, জননী-নবনী কোড়ে ; স্বেচ্ছাচার বশে, গৃহস্থতপস্বি আদি, পতিব্রতা, অকালি জনিত ; বাল্যোচিতা ; অঙ্কাগত ; দেশান্তর ; অজিন-শয্যা।

3. Give the meanings of :— কল্পতরু অসিতরু, নিকটেতে বারিদ শিলা দুগবে যেমতি, তপস্বিনীরূপে আমি পালনীয়া তাঁর, কুবরী, নিষাদ নিধিল শরে, উচ্ছ্বাস, তব পিতৃ-উপদেশে, হয় মুক্ত।

4. Form adjectives from :— কর্ম্ম, চক্ষুঃ, জ্যোতিঃ, অগ্নি, কুল।

5. Write an essay on *either* of the following :—
(ক) সৌজন্য (Gentlemanliness) ; (খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।

---

৮ প্রমীলার সহমরণ।

উতরি' সাগর-তীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে—
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে সুকৌষিক বস্ত্র পরা'য়ে, স্থাপিল 	৫

দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃপুরোহিত । অবগাহি' দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি' রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে ।
প্রণমিলা গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি' মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি ! এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার ! ফিরিয়া যাও সবে দৈত্যদেশে !
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
কহিও মায়েরে মোর"—হায় রে বহিল
সহসা নয়ন-জল ; নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে ।
মুহূর্ত্তে সম্বরি' শোক কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাহা লো ঘটিল
এতদিনে । যাঁ'র হাতে সঁপিলা দাসীরে
মাতা পিতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব সখি, ভুল না লো মোরে
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে ।"
চিতায় আরোহি' সতী (পুষ্পাসনে যেন !)

বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদবেদী ; রক্ষোনারী দিলা হুলুধ্বনি ;
সে রবের সহ মিশি' উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
অগ্রসরি' রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;
সঁপি' রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা—নাহি দিলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে ;
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি' তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে।
কর্ব্বূর-গৌরব-রবি চিররাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,'
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে ক'বে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি কথার ছলে

সান্ত্বনিব মায়ে তব, পুত্রশোকাতুরা ?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার ?' সুধা'বে
যবে রাণী মন্দোদরী ;—'কি সুখে আইলে,
রাখি' দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি ক'রে বুঝাব তা'রে ? হায় রে কি ক'রে ?
হা পুত্র ! হা বীর-শ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
সহসা জ্বলিল চিতা। চমকিত সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব-বিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি। বামভাগে প্রমীলা রূপসী
চির সুখ-হাসিরাশি মধুর অধরে।
উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ;
বরষিলা-পুষ্পাসার দেবকুল মিলি' ;
পূরিল সে দেবধাম আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে—
রাক্ষসদল। সযত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি' দাহস্থল জলধির জলে
লক্ষ রক্ষঃ-শিল্পী, আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;

ভেদি' অভ্র মঠ-চূড় উঠিল আকাশে।
করি' স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥

(মেঘনাদবধ)।

Exercise.

1. Narrate *either* of the following in simple Bengali of your own:

(*a*) Pramila's last address to her companions.

(*b*) Ravana's wailing.

2. "মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, স্থকৌষিক বস্ত্র পরা'যে স্থাপিল
দাহস্থানে রক্ষোদল"—

এখানে "শবে" এই কথাটী কাহাকে বুঝাইতেছে? তাহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

3. Explain the last four lines.

4. Correct :—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বহুদিন পয্যন্ত সমুদ্রের গভিরতা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্টিত আছেন, কিন্তু অদ্যাপিও উহা নিসংশয়ে নির্ণয় হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর সমুদায় সভ্যজাতীগণ এই বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন।

5. Write an essay in Bengali on *either* of the following:

(*a*) The highest virtue is to do good to others.

(*b*) The benefits of trade.

৯ হিমালয়-সন্নিধানে মেনকার উক্তি।

বিগত যামিনীকালে, মহীধব মহীপালে
কহিতেছে মেনকা মহিষী,
উঠ উঠ গিরিরাজ না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি। ১

নিরখিয়া সুখতারা, চক্ষে বহে শতধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণ তারা,
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা! ২

দারুণ দুঃখের ভোগে, বিষম বিভ্রম-যোগে
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণ কায়,
ছিন্ন হয় হিমকলেবর। ৩

আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব,
অদ্রি-দেহ আর্দ্র নহে স্নেহে,
এত দিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুঃখনীরে,
সুখে বসি' রাজ্য কর গেহে। ৪

মৈনাকসন্তান-শোকে, শূন্য দেখি' তিনলোকে
আলোকে আঁধার গিরিপুরী,
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর সলিলে তার,
মগ্ন হলো মোহন মাধুরী! ৫

সবে এক সুকুমারী, তাহারে ভিখারী-নারী
করিলে হে নিদয় পাষাণ,
আহা কন্যা গুণবতী, সরল প্রকৃতি সতী,
দুঃখানলে দহে তার প্রাণ ! ৬

দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারীর কোলে ভিখারিণী,
দীন হীনা ক্ষীণাকারে, ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে,
ভূত প্রেত প্রেতিনী সঙ্গিনী। ৭

অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন,
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন। ৮

অন্নাভাবে তনু শীর্ণ, গোদলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাচর কুন্তল,
স্বর্ণ-শোভা হত বর্ণে, বনফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ কুণ্ডল। ৯ (প্রভাকর)।

Exercise.

1. Summarise the above in simple Bengali of your own.
2. Give a short account of মৈনাক।
3. Amplify the statement .—'সংসার পরীক্ষা-ক্ষেত্র'।
4. Write in elegant Bengali :—নগরীর নাগাও স্রোতস্বিনীর আর সে ভাল চেহারা নাই। ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত মস্ত ঢেউগুলি সলিলরাশি নাড়িতে লাগিল। জীর্ণ ডোঙ্গার সওয়ারীরা জলে ডুবু ডুবু হইয়া ভয়ে চেঁচামেচি করিতে লাগিল। বড় বড় জাহাজের দুশ্ছেদ্য বাঁধনদড়ি ছিঁড়িয়া গেল।



Dwijendra Lal Roy, M. A.
Born—1863 A. D. Died—1913 A. D.

১০ আবাহন।

১

প্রবল বাড়ব-বহ্নির মত বারিধি-বক্ষঃ হ'তে
উঠিয়া, যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোক-স্রোতে,
মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, লঙ্ঘি' শৈলরাজি ;—
সে জাতির রাজা, মহারাজ ভারতে এসেছেন আজি।
বাজুক্ শঙ্খ উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি

২

যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ় বন্ধন-পাশ ;
করিল বিধান—রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস ;
প্রচারিল স্বাধীনতার তন্ত্র বিপুল বিশ্ব মাঝে ;
সে জাতির রাজা, মহারাজ ভারতে এসেছেন আজি।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

৩

নিউটন্ যার বাঁধিল সূত্রে জগৎ জগৎসনে ;
ডারুইন্ যার বাঁধিল নিয়মে জগতের জীবগণে ;
সেক্সপীয়র্ যার বাঁধিল ছন্দে হৃদয়-রতনখানি,
এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

৪

মানিয়া লইল শাসন যার অনার্য্য-আর্য্য-সুত ;
স্থাপিল ভারতে গভীর শান্তি সাম্যমন্ত্রপূত ;
মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম স্বাধীন চিন্তাস্রোতে ;
সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন্ হ'তে।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

৫

কোথায় বৃটন্, কোথায় ভারত, ভিন্ন আকাশ যার!
এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার;
মধ্যে গভীর গরজে জলধি,—লঙ্ঘি' সে পারাবারে,
এসেছে ভূপতি—লহ মা ভারত, বরণ করিয়ে তাঁরে।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি';—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

Exercise.

1 Derive nouns from the roots বি+সৃজ্, প্র+দৃশ and বি+ভজ্ and adjectives from the roots অধি+রুহ্, সম্+পদ and সম+অর্পি: and then frame six simple sentences each containing a word so derived.

2 Re-write correcting the mistakes:—শ্বশ্রূমহাশয় শারীরিক অস্বাস্থ্যতা হেতু বৈদ্দনাথে গিয়াছেন। তথায় তাঁহার রোগোপশম ও দৌর্ব্বল্যতার হ্রাস দরশনে চিকিৎসক সন্তোষ হইয়াছেন।

3 Write notes on: বাড়বহ্নি; ক্রীতদাস; নিউটন্; ডারুইন্; সেক্স্পীয়র; আর্য্য।

4 Write an essay on any one of the following (ক) Loyalty (রাজভক্তি)। (খ) George V. (পঞ্চম জর্জ্জ)। (গ) Coronation Durbar at Delhi.

5. Reproduce the substance of the poem touching upon the traits of national character of the British.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বস্মৃতি।

এই কি সে দেশ, আহা, এই কি সে দেশ!—
সুন্দর নন্দনবন সাহিত্যের খনি,
কল্পনার রঙ্গভূমি, বিনোদভাণ্ডার ?
কবিতা-নিকুঞ্জবনে দেবর্ষি যেখানে,
মাতিয়া গায়িত গীত অনন্ত সুস্বরে
ত্রিতন্ত্রী-নিস্বন সহ, মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
ছত্রিশ রাগিণী যথা রাগ তানে মিলি'
আনন্দে করিত ক্রীড়া আপনা পাসরি,'
প্রসারি' অলকাধাম অমর-বাসনা।
কোথা সে অযোধ্যা—আর্য্য-গৌরবের ভূমি ?
কবিগুরু বসি' যার কুসুম কাননে
কাব্যপারিজাততরু রোপিলা কৌশলে!—
যার পুষ্প অবচয়ি' গাঁথি পুষ্পমালা,
মানব যশস্বী কত ভব-রঙ্গ-ভূমে!
হায় রে, সে পঞ্চবটী, সীতা পতিব্রতা,
হেন রাম গুণনিধি,—অপূর্ব্ব রচনা!—

এ হেন করুণাছবি কে পারে চিত্রিতে?
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, হিমাদ্রিতনয়া
কালিন্দীর কণ্ঠভূষা—ইন্দ্রালয়াধিক?
গায়িত অমিতানন্দে কবীন্দ্র যেখানে,
বীরেন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি অতুল জগতে!
কোথা ভীষ্ম, কোথা দ্রোণ, কোথা যুধিষ্ঠির,
কোথা সে দ্রৌপদী সতী, বিক্রমকেশরী
অভিমন্যু? কোথা সেই ভবমনোলোভা
সুন্দর বিরাট-সভা? যার চারু শোভা
কে পারে বর্ণিতে—কেহ পারে কি চিনিতে?—
কল্পনা নহেরে যার সদা আজ্ঞাকারী।
   নাই সেই উজ্জয়িনী; বিলুপ্ত আঁধারে
নবরত্ন ভারতের কুণ্ডল ভূষণ,
ভবের গৌরব; প্রাণ কাঁদেরে স্মরিতে!
নাই সে বসন্ত, নাই সেই পিকরাজ
স্বভাবের ফুলবনে মনোরঙ্গে ভ্রমি'
কে সিঞ্চিবে নবরস, অমৃত সিঞ্চনে?
কে তুলিবে অতুলনা মধুর কাকলি,
গভীর পাতালপুরে, সুদূর জলদে?
মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় কে রে কাঁদাবে জগত।

(আনন্দ)।

Exercise.

1. Give a summary of the poem

2. Give different synonyms of :

জীমূত ; পুষ্প ; তরু ; নিস্বন ; জগৎ ; জলদ।

3. Give short stories of :—

সীতা ; অভিমন্যু ; নবরত্ন ; ভীষ্ম।

4. Form sentences to illustrate their differences

মকর, মুকুর ; লক্ষ্মণ, লক্ষণ ; কোণ, কোন ; নীড়, নীর।

5. Correct :—জ্ঞানবান্ সম্ভ্রান্তশালী লোক কোন বিপন্ন ব্যেক্তিকে সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ হইলাম। তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যতা ছিল না বটে কিন্তু তিনি সৌজন্যতা গুণে ভূষিত। চন্দ্রাবংশজ রাম রাবণকে স্ববংশে ধ্বংস করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন।



Srijut Bijoy Chandra Majumdar

২ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

এই সেই খণ্ডগিরি, উদয়-অচল,
নির্ব্বাণ-মুমুক্ষু বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিহার।
প্রভাত চেতনা লাগি'   বিশ্ব উঠিয়াছে জাগি,'
কিন্তু হেথা নাহি শুনি প্রাণি-কোলাহল ;
নির্ব্বাণ মন্ত্রে কি স্তব্ধ সবি হেথাকার !

২

পর্ব্বতে, প্রান্তরে, বনে প্রভাতকিরণ
মৃদু সমীরণ সহ করে সন্তরণ ;
কোথাও ডাকে না পাখী,   অতি ধীরে কাঁপে শাখী ;
অতি ধীরে একা সেথা করিছি ভ্রমণ ;

প্রভাত দেখিনি কভু নিঃশব্দ এমন।
যত দূর দেখি চেয়ে, রয়েছে আলোকে নেয়ে,
পর্ব্বত, প্রান্তর আর সেই এক বন।
শান্ত আজি প্রাণ, হেরি নির্ব্বাণ-ভুবন।

৩

শান্ত, শূন্য, মুক্তিস্তম্ভ শুহা বিরাজিত;
অক্ষয় পালিভাষায়, মুক্তি-মন্ত্র লেখা তায়;
কোথা বা বৈরাগ্য-মূর্ত্তি পুত্তলে খোদিত।
কিন্তু কোথা অন্তর্দ্ধান ভিক্ষুর পবিত্র প্রাণ?
পিশাচের হাতে কিরে মরিল দেবতা?
আজি যে সজলনেত্রে জিজ্ঞাসি এ যোগক্ষেত্রে
আছ কি তোমরা যোগী লুকাইয়া কোথা!
নির্ব্বাণ-মন্ত্রে কি হায় পরাণো নিবিয়া যায়?
কিছু নাহি শেষ তার, নিবেছে সকলে?
নির্ব্বাপিত শুদ্ধবুদ্ধ সন্ন্যাসীর দল?

৪

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী জম্বুদ্বীপপতি
হে অশোক, কোথা তব পুণ্য রাজধানী?
অতীতের গাঢ় ধূমে আবৃত ভারত-ভূমে
কোথা সে মহিমময় করুণা-শকতি!

সর্ব্বজীবে দয়াময় দীপ্ত ধর্ম্ম-বাণী ?

লিপি অপরূপ, অশীতি সহস্র স্তূপ,

ভগ্ন প্রস্তরের দেহে চিহ্নমাত্র সার।

দুরন্ত কালের গ্রাস—করাল, দুর্ব্বার।

৫

কোথা অপরান্তসীমা মহিমমণ্ডল ?

নগর পাটলিপুত্র ? নাহি তার চিহ্ন কুত্র।

কোথা সে একাত্ত পত্র প্রভুতার বল ?

কাকণ্য বিস্তার করি,' এ ভারত পরিহরি,'

কোথা গেলে ? ফিরে আজি এস একবার।

পাইয়ে পবিত্র স্পর্শ, আবার ভারতবর্ষ,

জাগিয়া লভিবে নব ধর্ম্মে অধিকার।

নিত্য প্রেমভরে আসি' স্বদেশ বিদেশবাসী

গাহিবে শান্তির জয় প্রেমধ্বজা তুলে ;

জুড়াবে তাপিত বক্ষঃ, লভিবে নির্ব্বাণ মোক্ষ ;

সবে হবে ভাই ভাই হিংসাদ্বেষ ভুলে।

Exercise.

1. Name and expound the samasas in :— উদয়-অচল ; সজলনেত্র ; যোগক্ষেত্র ; প্রিয়দর্শী ; জম্বুদ্বীপপতি ; রাজনীতি।

2. What do you understand by the following words :— খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি ; ভিক্ষু, নির্ব্বাণ ; অশোক ; বুদ্ধ ; দুর্ব্বার ; পাটলিপুত্র।

3 Combine the following simple sentences into one simple sentence :—আমি উত্তর করিলাম। পণ্ডিতেরা তাহা শুনিয়া প্রীত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

4 Write an essay in Bengali on '*Health*', following the outlines suggested :—

(1) It is a blessing in itself. (2) Neglect of health shows imperfect education. (3) It is conducive to moral and intellectual growth.

5 What light does this poem throw on the Buddhistic age of Indian History?

---

৩ রাত্‌কোট।

তামসী শর্ব্বরী গত, সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর,
সূচিভেদ্য অন্ধকার আবরি' ধরায় ;
দেবতার কোটি চক্ষু নিশ্চল ভাস্বর—
জ্বলিতেছে অতি উর্দ্ধে ভেদি' তমিস্রায়। ১

হিল্লোলিত তরুশীর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি,
মধ্যে রাত্‌কোট অদ্রি, উচ্চ সানুদেশে
দুর্ভেদ্য বিরাট দুর্গ,—অন্ধকার চিরি'
দাঁড়াইয়া ব্যোমপথে দৃপ্ত দৈত্যবেশে। ২

বহে না সমীর ; শুধু সুদূর প্রপাতে
ঝর্ঝরিছে ক্ষীণকণ্ঠে করুণ কাহিনী ;
পার্ব্বতীয় প্রতিধ্বনি ঘাতপ্রতিঘাতে
ধ্বনিছে বিচিত্র স্বর ; সুষুপ্ত মেদিনী। ৩

এই রাত্‌কোট দুর্গে নিমগ্ন নিদ্রায়
রাজদ্রোহী ভ্রাতৃদ্বয়—নির্ম্মম পাষাণ ;
ইষ্টমন্ত্রজপে রত মুকুলরাণায়
অলক্ষ্যে হানিয়াছিল শাণিত কৃপাণ। ৪

উঠিতেছে গিরি-গাত্রে লতা-গুল্ম ধরি',
ক্রোধান্ধ চোহান্ সুজা দন্তে তরবার ;
পিছে কুম্ভ রাণা সহ এক এক করি'
উঠিছে মিবারসৈন্য—শৌর্য্যে দুর্নিবার। ৫

দাঁড়া'য়ে প্রাকার-শীর্ষে হেরে চারিধার,
দীপ্ত প্রতিহিংসা-জ্বালা জ্বলিছে নয়নে ;
একে একে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে আবার
নামিতেছে জনহীন দুর্গের প্রাঙ্গণে। ৬

সহসা সঙ্কেত ধ্বনি—গভীর গর্জ্জন,
বাজিল পটহ-ভেরী সমর ঘোষণা।
দেবতার রোষ-বজ্র ভৈরব নিঃস্বন
বলিল "পাপীর কভু নাহিক মার্জ্জনা!" ৭

আঘাতে আঘাতে চূর্ণ রুদ্ধ কক্ষদ্বার,
চকিতে পশিল কক্ষে উন্মত্ত চোহান
সভয়ে চাহিল দোঁহে, চক্ষু মুছিবার
পেল' না সময়,—স্কন্ধে পড়িল কৃপাণ। ৮

ভূতলে লুটায় দোঁহে, প্রস্তরে প্রস্তরে
অঙ্কিত কলঙ্ক-রেখা—রক্ত-প্রস্রবণ;
গায়িলেন ভট্টকবি প্রফুল্ল অন্তরে,
"ধর্ম্মের বিজয় চির, পাপীর পতন।" ৯

(সতীশচন্দ্র)।

Exercise.

1. Give clearly the allusion of the above piece in your own Bengali

2. Write an essay on "ধর্ম্মের বিজয় চির, পাপীর পতন।"

3. Rewrite the following in chaste Bengali correcting all sorts of mistakes —

সহস্র নবনারী অধিবাসিত সেই বিশাল গ্রাম এখন বনের বিজনতা ধরিয়াছে; পর্য্যটক তাহার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, সূর্য্য এখনও ডুবে নাই অথচ আকাশ অতিকৃষ্ণ মেঘ সকল দ্বারা ঘিরিয়া আছে, যেন শীঘ্রই প্রকাণ্ড ঝড় আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে জড়সড় হইয়াছে; দূরবস্থিত বিশাল গাছগুলিই তাহার সাক্ষ্যরূপে দণ্ডায়মান। গ্রামের কোন স্থানে অভ্রভেদী মন্দির চূড়াভঙ্গ হইয়া পথরোধকরূপে অবস্থান; কোথাও বা বড় বড় অট্টালিকা ভূতলে মধ্যে শয়িত। দেখিতে দেখিতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি তাহার গাত্রে পড়িতে লাগিল, তিনি ভয়ে সসব্যস্ত হইয়া আশ্রয়ের তল্লাসে অনতিদূরবস্থিত ভগ্নপ্রসাদের নিকটে যাইলেন।



Girish Chandra Ghosh.
1250 Banga Avda   Died 1318 B. A

৪ আঁধার

তোমায় জানে না নরে, তাইতে তোমারে ডরে,
অসময়ে তুমি সখা, কেহ নাহি আর,
একাকী বান্ধবহীন, আশায় উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার ;
জ্বলে শুধু স্মৃতি-চিতে চিতানল প্রায়,
তখন আভাগা তব মুখপানে চায়।

২

শুইয়া তোমার কোলে, অভাগা সকলি ভোলে,
ঘুমায় জাগে না আর দেখে যা' স্বপন,
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে.
সংসার-সাগর-রোল করে না শ্রবণ ;
কা'রো অধিকার নাহি তব অঙ্কোপরে.
ঘৃণা, হিংসা, উপহাস কেহ নাহি করে।

৩

গৃহ-মাঝে দীপপ্রায়. রবি আকাশের গায়.
কালের ফুৎকারে নিভে যাবে একদিন.
তুমি তমঃ নিরুপম, শান্ত ভীমপরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন ;
ব্যাপিয়া অসীম স্থান তব আয়তন,
অদ্যাপি নাহিক যথা কালের গঠন।

৪

পঞ্চভূত ধরি' করে. মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগবিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলা প্রায়,
একত্র যখন বাধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়,
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে,
বিপরীত দেখে কিন্তু পলকে পলকে।

৫

পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, চারিদিকে হেরে সৃষ্টি,
আলোক যথায় তব নাহিক গমন,
একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে,
ক্রমে মহাকালে যবে খুলিবে বন্ধন,
তোমার উপরে থেকে তোমায় ডরায়,
শিহরিয়া উঠে হেরি' আপন ছায়ায়।

Exercise

1. Explain ব্যাপিয়ে অসীম ......কালের গগন (৩)। একবার নাহি ভাবে...... আপন ছায়ায় (৫)।

2. Clearly bring out the sense of the *fourth* stanza.

3. Replace each of the following by a single word, quite distinct from those given.

দেখিতে ভাল, খাইতে ভাল, শুনিতে ভাল, শুনিতে মিষ্ট, তোড়জোড় করিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, চক্ষুর পলক না ফেলিয়া; আর এক প্রকার।

4. Frame sentences with abstract nouns derived from স্থিত, বহিত, গলিত, দূত and উচিত।

5. Write an essay on 'The Night of Forgiveness.'

---

৫ আলোক।

১

সুন্দর আলোক! জীবন-বিধাতা!
আঁধারের শিশু তুমি,
জনমে তোমার জনমিল প্রাণ,—
সকল মরত-ভূমি।

অসীমের কোলে সসীম যেমন,
নীরবতা-কোলে গান,
বিশালের কোলে সুষমা যেমন,
মরণের কোলে প্রাণ,
হিমাদ্রি-গহ্বরে ওষধি যেমন,
সমুদ্রে লহরী-ভঙ্গ,
অন্ধকার-কোলে তুমিও তেমতি,—
ভীষণে চারুতা-রঙ্গ।

২

স্তব্ধ আঁধার, অনন্ত গভীর,
ছিল শুধু যেই দিন,
জননীর গর্ভে শিশুর মতন,
ছিলে তার মাঝে লীন ;—
ছিলে তুমি, ছিল সোদর তোমার
'শব্দ' নাম যে ধরে,
একই জঠরে যমজের মত
বেড়ি' গলে পরস্পরে।
সৃষ্টি-মূল-মন্ত্রে গভীর-স্পন্দিত
যবে প্রকৃতির কায়,
বিশ্ব-বিলোড়ন-মাঝেতে যখন
এক বহু হ'তে চায়,

জনমি ওঁকারে শব্দ-তরঙ্গ
কোটি বজ্রনাদে ছুটে,
অযুত-বিদ্যুত-স্ফুরণে সহসা
তিমিরে আলোক ফুটে।

৩

বীজ-অণুগণে আছিল যতেক
লয়-নিমীলিত প্রাণ,
প্রয়াস করিল বিকাশ লভিতে
ধরিয়ে ত্রিদিবতান,
আকার বিহীন ধরিতে আকার,
গঠন, গঠন-হীন,
অগণন রূপে হইতে প্রকাশ
যা' ছিল একেতে লীন :—
টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে সুষমা
সসীমের কলেবরে,
মরণ হইতে লভিতে জনম
পরাণ প্রয়াস করে।
তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়,
কি মহিমা, বলিহারি ;—
জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক,
অমৃত-কুণ্ডের বারি। (বরদাচরণ)।

Exercise.

1. Explain (*a*) First stanza; (*b*) Last six lines of second stanza; (*c*) Last two lines of third stanza.

2. Write a paragraph on

"তোমার আলোর প্রভাবে ভুবন উদয়।"

3. Rewrite after necessary correction

প্রাচীন সময়ে হিন্দু যখন শিক্ষার্থি হইয়া গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাহাকে ব্রহ্মচৌর্য্যব্রতের পালন করিতে হইত। নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভের সহিত কষ্ট সহিষ্ণুতা, বিলাশ, বিদ্বেশ ও চিত্ত সংযমে অভ্যস্ত হওয়া এই ব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

4. Write an essay in chaste Bengali on —

বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের চাকুরিপ্রাণতা।



Srijut Akshaya kumar Boral

৬ বঙ্গভূমি।

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননি আমার!
তোমার শ্রীপদ-রজ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার। ১

শতশৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থিরনেত্রে চাহি';
শুভ্র-মেঘ-জটাজাল দোলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বহি'। ২

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্তরশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে—শুষ্ক কাশবন,
নদীতট—বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা । ৩

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা-দুখানি আগ্রহে শার্দ্দূল । ৪

নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুন্তল,
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি' ;
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি' । ৫

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা ;
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড কারযূথ করিছে বন্দনা । ৬

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন চন্দ্রমা !
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে । ৭

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা-দু'খানি !
ধান্য শীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি ! ৮

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি শুষ্ক পদ্মদল ;
হরিত ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল ! ৯

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা !
মদির মধূক-বনে, ম্লান জ্যোৎস্না রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা ! ১০

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকীলতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' .
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-হুংকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি' । ১১

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী ! ১২

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত-মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে ! ১৩

এস—চণ্ডিদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী ! ১৪

Exercise.

1. Write in your own Bengali an essay on :—"The natural scenery of Bengal." (*C. U. Ent. Exam. 1909.*)

2. Write notes on :—চণ্ডিদাস ; রঘুনাথ ; জয়দেব ; প্রতাপ ; কেদার ; গণেশ ; মুকুন্দ ; প্রসাদ।

3. Explain the samasas of :—শ্রীপদরজ ; মেঘজটাজাল ; নিদ্রাকুল ; ফণাচ্ছত্র ; চূর্ণ জলদ-কুন্তল ; বদন-চন্দ্রমা ; চূত-মুকুল ; হৃৎ-পদ্মাসন ; সর্ব্বার্থ-সাধিকে।

4. State clearly the use of the word 'সাগর-উত্থিতে' in the first stanza.

5. Rewrite the following passage into elegant and simple Bengali :—যতদিন না গায়ের বেদনা সার্‌ল, ততদিন আমাকে কাজে কাজেই বামুনের ঘরে থাক্‌তে হল। বামুন ও তার গিন্নি আমাকে খুব যত্ন করে রাখ্‌লেন, কিন্তু মহেশপুরে যাবার কোন উপায় দেখ্‌লুম না। কোন মেয়েমানুষই পথ চিন্‌ত নি, অথবা যেতে চাইল নি। পুরুষ মানুষে অনেকেই যেতে চাইল, কিন্তু তাদের সঙ্গে একলা যেতে ভয় কর্‌তে লাগল। বামুনও মানা করলেন।



Nabinchandra Das, Kavigunakar Vidyápati,
Kavya-ratnákar, M. A., B. L.
Born—1853. A. D. Died—1914 A. D.

৭ শরৎ-বর্ণনা।

হরষে হেরিলা বীর গ্রামের সীমায়
অবনত শালিধান্যে পূর্ণ বনস্থলী;
নাহি পঙ্ক; শোভে সরে পঙ্কজ আবলী—
এ সব শরত-শোভা উপহারপ্রায়। ১

কলমের চারুশোভা কমলের সনে
হেরি' জলে, হরষিত পার্থ বীরবর—
সুদুর্লভ অনুরূপ বস্তুর মিলনে
জনমে অপূর্ব্ব শোভা, সদা প্রীতিকর। ২

সরোবরে পাঠীনের উচ্চ বিলোড়নে
ভাসমান পদ্মরেণু করে বিতাড়িত,
ফেনরাশিসহ তাহে জল দরশনে
স্থলকমলের ভ্রম হ'ল বিদূরিত ॥ ৩

শরতে সরিৎকুল ক্ষীণবেগে যায়,
তরঙ্গের রেখান্বিত সৈকতনিচয়
শোভে শ্বেত ক্ষৌমপ্রায় তটিনীর গায়,
নিরখি' অর্জ্জুন বীর প্রফুল্ল হৃদয় ॥ ৪

নাহি পথে বক্রভাব এবে বর্ষা-শেষে,
যান পার্থ ; বৃষে শস্য খাইছে দু'পাশে,
ঘন পঙ্কে সীমন্তিত চক্রের রেখায়
সততসঞ্চারে পথ পৃথক্ দেখায় ॥ ৫

আকাশে বলাকা আর দেখা নাহি যায়,
কিংবা ইন্দ্র-ধনুযুত ঘন জলধর ;
তবু নভঃ শোভে নিজ রূপে মনোহর—
কি কাজ স্বভাব-রম্যে বাহ্যিক শোভায় ? ৬

ময়ূরের কেকারব এবে মদ-ক্ষয়ে
না চাহে শুনিতে কেহ ; সুখে লোকগণ
উন্মদ মরাল-ধ্বনি করিছে শ্রবণ—
গুণেই উপজে প্রীতি, নহে পরিচয়ে ॥ ৭

ধরিয়া পিঙ্গলবর্ণ পরিপক্ক ফলে
নমিছে বিশাল-স্কন্ধ শালিধান্যরাশি ;
ক্ষেত্র-জলে বিকশিত নীল-উৎপলে,
বিকীর্ণ সৌরভ যেন লভিতে প্রয়াসী ॥ ৮

শোভে জল, দ্রবীভূত ইন্দ্র-ধনুঃপ্রায়—
বিমিশ্রিত—মৃণালের হরিতবরণে,
রঞ্জিত—আরক্ত পদ্মপত্রের আভায়,
পিঙ্গল—কলমধান্য-শিখার স্ফুরণে ॥ ৯

স্ফুট কুসুমের হাসি বনরাজি-মুখে,
নীল ঝিণ্টীফুল যেন বিমল নয়ন,
শ্বেত সপ্তপর্ণ-রজঃ ধরিতেছে বুকে
বায়ুবিচালিত সূক্ষ্ম উড়নী যেমন ॥ ১০

নভঃ-পথ নহে দীপ্ত বিদ্যুৎ-অনলে,
নিবারে তপন-তাপ শ্বেত মেঘদলে,
বিরল সলিল-কণা ধরিয়া অন্তরে
শোভে নভঃ কমলের সুরভি সমীরে ॥ ১১

প্রবাল-লোহিত মুখে শুক পক্ষিগণ,
পিঙ্গল কলম-শিখা করিয়া ধারণ—
বিকচ শিরীষ-পুষ্প সম দরশন
ধরে ইন্দ্রধনুঃশোভা বিচিত্রবরণ ॥ ১২ ॥

(কিরাতার্জ্জুন)।

Exercise.

1. Clearly bring out the sense of each stanza in a separate paragraph in simple Bengali of your own.

2 What figures do you find in I and VIII stanzas respectively.

3 Give the meanings of :—শালিধান্য, কলম, পাঠীন, সৈকত, ক্ষৌম, বলাকা, মরালধ্বনি, বিশাল স্তম্ব, ঝিণ্টাফুল, সপ্ত-পর্ণ-রজঃ, বিকচ।

4. Combine the following separate sentences into a single sentence :—গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালককে মারিলেন না। বালক বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাহার অপরাধ গুরুতর হইয়াছিল। কি সে সত্যকথা কহিয়াছিল; এজন্য এবার গুরু তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন। (*Matric. Exam. 1911*).

---

৮ হিমালয়।

ভারতের উত্তরেতে আছে দেবধাম
অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম,
পূর্ব্বাপর ভাগ যা'র পয়োনিধি-গত,
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড মত। ১

পরিমাণশূন্য রত্ন-রাজীর প্রভব,
হিমহেতু নহে তার গৌরব-লাঘব;
গুণসমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে,
কলঙ্ক নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ করে। ২

যা'র কটিতটাবধি গিয়ে মেঘচয়
নিম্ন সমভূমিভাগে ছায়া বিস্তারয় ;
স্নিগ্ধ-চ্ছায়ে থাকি বৃষ্টিব্যস্ত সিদ্ধগণ
ভানুকরোজ্জ্বল শৃঙ্গে করেন গমন। ৩

সংহারিল সিংহগণ দ্বিপ দলে দলে,
রহিয়াছে পদচিহ্ন ধৌত হিমজলে,
সে চিহ্ন-অভাবে নখ-মুক্ত মুক্তাচয়,
কেশরী কোথায় গেল কিরাতেরে কয়। ৪

যেই গিরিদরীমুখ-জাত সমীরণ,
বংশের বিবর-ভাগ করি' সম্পূরণ,
গানে রত গন্ধর্ব্বগণের সন্নিধান
স্বর-সংমিলন হেতু চড়াইছে তান। ৫

করিগণ ঘরষণ করিয়াছে তনু,
সরল-বিটপিবৃন্দ তাহে ছিন্নতনু,
ক্ষরিয়াছে ক্ষীরধারা গন্ধে মনোহর
ভরিয়াছে সৌরভেতে কন্দর-নিকর। ৬

দিবাভীত অন্ধকার নিবসি' কন্দরে,
রাত্রিচরপ্রায়, রক্ষা পায় ভানুকরে ;
শরণ-আগত অতিক্ষুদ্রজন প্রতি
নিতান্ত মমতাশীল মহতের মতি। ৭

চমরী-লাঙ্গুল-ক্ষেপ কিবা শোভাকর,
নিন্দিয়া চন্দ্রের দ্যুতি অতি শুভ্রতর ;
গিরিরাজনাম গিরি ধরে সত্য বটে
এ হেন চামর যার ঢুলায় নিকটে। ৮

অঙ্গে ধরি' ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকর,
কাঁপাইছে বার বার মন্দার-নিকর ;
হেন সমারণ সেবে, মৃগ-অন্বেষণে
চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ-ধারী ব্যাধগণে। ৯

অধোভাগে বিভাকর করেন ভ্রমণ,
গিরিশিরে সরোবরে সরোরুহগণ,
সপ্ত-ঋষি-চয়নান্তে যাহা ছিল শেষ,
ঊর্দ্ধ করে বিকশিত করেন দিনেশ। ১০

(কুমারসম্ভব)।

Exercise.

1. Derive . –

মেদিনী, প্রকম্পন, দীপ্তিমান্, স্নিগ্ধ, কেশরী, সম্পূরণ।

2. Give the purport of each stanza in simple Bengali.

3. Correct the following sentences :—

তাহার পশ্চাৎ অনুগমন হইতে বিরাম হইলাম। তুমি আরোগ্য হইয়াছে শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দ হইলাম। তাহাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া এবং তাহার বাহ্যিক আকারে আমার মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে তাহার যে যে বস্তুর আবশ্যক ছিল, তত্তৎ সামগ্রীর সংঘটিত হইয়াছে।

4. Explain the second and eighth stanzas.

৯। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় :—

আধুনিক জনৈক সুকবি। ইঁহার অনেকগুলি সঙ্গীত ও উৎকৃষ্ট খণ্ড-কবিতা আছে। সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাসমূহে খণ্ডকবিতা লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার এক একটী খণ্ড-কবিতা বঙ্গসাহিত্যের এক একটী উজ্জ্বল মণি। কবিতার এক একটী ছত্র অনন্ত ভাবের আকারস্বরূপ।

১০। শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় :—

ইনি বিশুদ্ধ ভাষায় সদ্‌ভাবপূর্ণ বহু কবিতা প্রকাশ করিয়া বিদ্বজ্জনসমাজে যশস্বী হইয়াছেন। সংপ্রতি 'বার্ত্তাবহ' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। জন্ম—১২৭৬ সাল, ১৬ই মাঘ।

১১। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ :—

(*The creator of the Bengali Stage*).

১২৫০ সালে কলিকাতা বাগ্‌বাজারে জন্ম। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাটককার, অভিনেতা ও সুকবি। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে' পরে 'হেয়ার স্কুলে' অধ্যয়ন করেন। পৌরাণিক, সামাজিক' ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, ধর্ম্মভাবাত্মক—অন্যূন ৭০ খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

১২। ৺জয়গোপাল গোস্বামী :—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বংশে ১২৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জন্ম। ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লোকান্তর ঘটিয়াছে। 'সীতাহরণ,' 'শৈবলিনী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কাব্যে ও ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আজীবন সাহিত্যসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু একখানি ব্যাকরণ এবং কয়েক খানি উপন্যাস ও সাহিত্যবিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই লিখিয়া যান নাই। সুলেখক ও সদ্‌বক্তা ছিলেন।

১৩। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্‌ এ. :—

সাধারণতঃ 'ডি. এল্‌. রায়' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে জন্ম; কৃষ্ণনগর মহারাজের দেওয়ান

৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। 'আর্য্যগাথা,' 'মন্দ্র' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক ও 'রাণাপ্রতাপ,' 'নুরজাহান,' 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে বিভূষিত করিয়াছেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'ভারতবর্ষ' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্য যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার অমর কবি।

১৪। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর :—

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে (১২৩৪ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাসে) জন্ম। 'নীলদর্পণ,' 'নবীন-তপস্বিনী' 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি নাটক, 'দ্বাদশ কবিতা,' সুরধুনী কাব্য' প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নাটকে দীনবন্ধুর অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা, কবিতাতেও সামান্য নহে। জেনারল্ পোষ্টাফিসে কার্য্য করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাকবিভাগের কর্ত্তা হইয়া লুসাই যুদ্ধে গমন করেন। কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া পর বৎসর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর মৃত্যু।

১৫। ৺দীনেশচরণ বসু :—

নিবাস—ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন শ্রীবাড়ী গ্রামে। ১২৫৭ সালে পূর্ণিমাতে জন্ম। 'কবিকাহিনী,' 'মানস বিকাশ' প্রভৃতি ইঁহার কবিতা গ্রন্থগুলির এক সময়ে যথেষ্ট আদর ছিল।

১৬। ৺নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, এম্. এ. বি. এল্. :—

জন্ম ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলায় আলমপুর গ্রামে। কালিদাসকৃত 'রঘুবংশ,' ভারবির 'কিরাতার্জ্জুন,' মাঘের 'শিশুপাল বধ' প্রভৃতি কাব্য বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া ও আকাশ-কুসুম প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, পরে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

"His translations of Kalidas's Raghu-vansa, Magha and Bharabi in Bengali verse are standard works. His English

works "Miracles of Buddha" in English verse, "Ancient Geography of Asia, of Ramayanic Times" and "Antiquity of Ramayana" have been favourably received by eminent scholars and the press...In fact he is known not only in India but throughout the world as an earnest worker in literature and a profound student."

Imperial Coro. Durbar Bk.

১৭। ৺নবীনচন্দ্র সেন :—

১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম জেলায় রাউজান থানার অধীন নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। ১২৭৩ সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। 'অবকাশ রঞ্জিনী, 'পলাশীর যুদ্ধ,' 'অমিতাভ,' 'অমৃতাভ, 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র,' 'প্রভাস,' 'ভানুমতী,' 'গীতা,' 'চণ্ডী,' 'খৃষ্ট' 'প্রবাসের পত্র,' 'আমার জীবন' প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যের অতুল সম্পদ্। বঙ্গভাষাকে তিনি এক অনুপম কবিত্বভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামস্থ স্বায় বাসভবনে পরলোক প্রাপ্ত।

'পলাশীর যুদ্ধ' ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। 'রৈবতক,' 'প্রভাস,' 'কুরুক্ষেত্র' —এই তিনখানি গ্রন্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লীলা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'অমিতাভে' বুদ্ধদেবের এবং 'অমৃতাভে' চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

১৮। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী :—

১২৭৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে জন্ম। আধুনিক প্রতিষ্ঠাবান্ কবিগণের মধ্যে অন্যতম। ময়মনসিংহ সন্তোষের প্রসিদ্ধ জমিদার। অল্প বয়স হইতেই ইনি কবিতারচনায় নিপুণ। 'পদ্মা, 'গৌরাঙ্গ,' 'গীতিকা,' প্রভৃতি ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

১৯। শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার :—

সুপ্রসিদ্ধ কপোতাক্ষনদের তীরবর্ত্তী ধান্দিয়া গ্রামে জন্ম। আধুনিক সুলেখক ও কবি। 'শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাস,' বিদ্যাসাগর-জননী 'ভগবতী দেবীর জীবনী,' 'নিভৃত বিলাপ কাব্য' 'শিশুরঞ্জন মহাভারত' প্রভৃতি গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 'ভগবতী দেবী' গ্রন্থে হিন্দুরমণীজীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ভাষাসম্পদে

ও চরিত্রচিত্রণে, বঙ্গসাহিত্যের এক মূল্যবান্ সম্পদ্। অনেক দিন 'আর্য্যভূমি'র সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন।

২০। ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর :—

বাঙ্গালার প্রাচীন কবি। হুগলী জেলায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ১১১৯ সালে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল,' বিদ্যাসুন্দর,' 'মানসিংহ' প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি। ১১৬৭ সালে ৪৮ বৎসর বয়সে মূলাজোড়ে পরলোক গমন করেন।

২১। ৺ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় :—

ইনি একজন সুলেখক ছিলেন। ইঁহার 'মৈথিলী-মিলন' নাটক ও অন্যান্য অনেক কবিতা পুস্তক আছে।

২২। ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার :—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে ১২২২ বঙ্গাব্দে জন্ম। সংস্কৃত 'বাসবদত্তার' পদ্যানুবাদ করেন। ইনি প্রথমে মুর্শিদাবাদের 'জজ পণ্ডিতের' পদ গ্রহণ করেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। ইঁহার 'শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ' সর্ব্বজনবিদিত। 'সর্ব্ব-শুভকরী' নাম্নী একখানি সংবাদপত্রিকাও ইঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে মুরশিদাবাদ কান্দিতে বিসূচিকারোগে মৃত্যু হয়।

২৩। ৺ মনোমোহন বসু :—

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে জন্ম। 'রামাভিষেক,' 'সতীনাটক,' 'হরিশ্চন্দ্র,' 'প্রণয় পরীক্ষা' প্রভৃতি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পৎ মধ্যে গণনীয়। 'পদ্যমালা' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট স্কুলপাঠ্য পুস্তকও আছে।

২৪। শ্রীমতী মানকুমারী :—

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ কপোতাক্ষ নদের তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম। ইনি অমর কবি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আধুনিক

শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকবিগণের অন্যতম। ইঁহার 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি,' 'কনকাঞ্জলি,' 'প্রিয়-প্রসঙ্গ,' 'বীরকুমার-বধকাব্য,' 'শুভ-সাধনা' প্রভৃতি গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের সুষমা বৃদ্ধি করিয়াছে।

২৫। ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত :—

যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদের তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, বঙ্গের অমর কবি। 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি অনুপম গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ' বঙ্গীয় কাব্যজগতের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

২৬। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ :—

বঙ্গের আধুনিক সুলেখক ও সুকবি। 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইঁহার অনেক গীতি-কবিতা বাহির হয়। সম্প্রতি ইঁহার একখানি কবিতা পুস্তকও বাহির হইয়াছে।

২৭। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি. এ. :—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম। আধুনিক প্রসিদ্ধ লেখক ও কবি। "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী" ও অন্যান্য অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

২৮। ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় :—

বর্দ্ধমান জেলায় কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকে জন্ম। অনেক দিন কর্ম্মের পর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে পরলোক প্রাপ্তি।

ইংরাজী কাব্যশাস্ত্রে ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বাল্যকাল হইতেই কবিতারচনায় অনুরাগ ছিল। এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলেন। ইঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' 'কর্ম্মদেবী,' 'শূর-সুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের কবিতার স্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রঙ্গলালের অক্ষয় কীর্ত্তি। সংস্কৃত 'কুমার-সম্ভবের'ও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

২৯। সার্ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি. লিট্. :—

১২৬৮ সালে কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বাটীতে জন্ম। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। 'রাজর্ষি,' 'নৌকাড়ুবি' প্রভৃতি উপন্যাস, 'রাজা ও রাণী' প্রভৃতি নাটক এবং অসংখ্য সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'নোবেল' পুরস্কার পাইয়া জগতের নিকট বঙ্গীয় কবিগণকে অত্যুচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন, এবং ইঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি ইঁহাকে 'প্রাচ্যজগতের রাজকবি' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

৩০। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল. :—

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুরে জন্ম। "মিত্র-বিলাপ" কাব্য ও "বাঙ্গালার ইতিহাস" ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রেসিডেন্সি কলেজে ও অন্যান্য কলেজে অধ্যাপনা কার্য্য করেন, পরে Bengal Governmentএর অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ফরাসী, উর্দ্দু, জর্ম্মান্, পারসী, লাটিন্, পালি প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

৩১। ৺রামদাস সেন :—

(মুর্শিদাবাদ) বহরমপুরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। 'কবিতালহরী,' 'কুসুম-মালা' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক এবং 'ঐতিহাসিক রহস্য,' 'ভারত রহস্য,' 'বুদ্ধদেব' প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচনা করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

৩২। ৺লোহারাম শিরোরত্ন :—

নদীয়া কৃষ্ণনগরে ১৭৪৭ শকে জন্ম। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ,' 'শিশুবোধ ব্যাকরণ,' 'মুগ্ধবোধ-সার,' 'নীতিপুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৩৩। ৺বরদাচরণ মিত্র, সি. এস. :—

ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন্ জজ ছিলেন। গবর্ণ-মেণ্টের গুরুতর কার্য্যভার বহন করিয়াও, ইনি সাহিত্য-সেবায় বিরত ছিলেন না। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন ন্যায় বিচারে অনুরাগী ছিলেন, তেমনি ইংরেজী এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক ছিলেন।